Boighar.com

সাধারণ জ্ঞান

NDP শর্টকাট

ইজি টেকনিক

বইঘর নিবেদন

বইঘর নিবেদন

বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল ভর্তি, BCS, PSC, ব্যাংক নিয়োগ, প্রাইমারী শিক্ষক, শিক্ষক ও প্রভাষক নিবন্ধন এবং সরকারি-বেসরকারি চাকুরীসহ অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য

সংকলনে
মোঃ আবু জাফর

Boighar

- বাংলাদেশ বিষয়াবলী
- আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী
- বাংলা-ইংরেজি

সূত্র ও ব্যাখ্যা দ্বারা বইটি রচিত

IUD

নিউ দিশারী পাবলিকেশন্স-ঢাকা
Email: newdishari@gmail.com
www. facebook.com/newdishari

IUD বইঘর

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি, নিয়োগ পরীক্ষা, নিবন্ধন এবং সরকারি-বেসরকারি চাকুরীসহ
যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য...

NDP Series

সাধারণ জ্ঞান

শর্টকাট

ইজি টেকনিক

(বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী, বাংলা সাহিত্য ও ইংরেজি)

সংকলনে
মোঃ আবু জাফর
এম.এফ, বি.এ, এম.সি.পি (আমেরিকা)
হায়ার ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড প্রোগ্রামিং
বহু গ্রন্থের সম্পাদক, প্রকাশক ও প্রণেতা।

দিশারী পাবলিকেশন্স

NDP Series

সাধারণ জ্ঞান

শর্টকাট

ইজি টেকনিক

গ্রন্থস্বত্ব ঃ
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশকাল:
ডিসেম্বর, ২০১৫
তৃতীয় প্রকাশকাল:
সেপ্টেম্বর, ২০১৬

সতর্কীকরণঃ
এ বইয়ের কোন অংশ মুদ্রণ কিংবা ফটোকপি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং কপিরাইট আইনে আইনত: দণ্ডনীয় অপরাধ।

বর্ণবিন্যাস ও প্রচ্ছদঃ
মিম কম্পিউটার
মোবাইলঃ ০১৯১২-১৮৭২১২

সার্বিক যোগাযোগ:
মোবা: ০১৮৪২-৫৮২০০, ০১৯৪২-০৫৮২০০

পরিবেশক
ইনকিলাব পাবলিকেশন্স
বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন- ০২-৯৫৮০৬৯৪, ০১৭১২-৮৯১৪৫১
এবং
আলম বুকস, নীলক্ষেত, ঢাকা।
মোবা: ০১৭১৭-০৭২৩৮৮

মূল্য ঃ
সাদা: ৬০.০০ (ষাট) টাকা মাত্র।

কিছু কথা

আলহামদু লিল্লাহ। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীরা হাজার হাজার পৃষ্ঠার বই পড়ে দিশেহারা হয়ে পড়ছে। এক দিকে না বুঝে মুখস্ত করে আর অন্য দিকে ভুলতে থাকে এবং অনেক পৃষ্ঠার মোটা বই দেখে তাদের ভেতরে ভীতি কাজ করে। তাই এই প্রথম সাধারণ জ্ঞানের কোন বই ব্যতিক্রমধর্মীতে তৈরি করা হয়েছে। পাঠকবৃন্দ যে বিষয়গুলো কঠিন ভেবে পড়ার তালিকা থেকে বাদ দেয় অথচ প্রতিনিয়ত ঐ বিষয়গুলো প্রশ্ন খুললেই চোখে পড়ে যেমন মুদ্রা, ছিটমহল, আইনসভা, উপজাতি, সীমারেখা, প্রণালী, মহাদেশ ইত্যাদি সম্পর্কে সহজ ও সুন্দরভাবে সূত্র আকারে তৈরি করা হয়েছে। সাধারণ জ্ঞানের এই বিশাল জগতটাকে খুব সহজেই আয়ত্ব করতে এই সূত্রগুলো এক মাইলফলক ভূমিকা রাখবে। হতাশগ্রস্থ ছাত্র-ছাত্রীর আশার আলো দেখাতে এই বইটি অপরিহার্য ভূমিকা রাখবে। কেননা যতই দিন যাচ্ছে ততই চাকুরীর জন্য কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। চাকুরীর পরীক্ষায় বিভিন্ন প্রশ্ন মনে রাখা খুবই কঠিন। কারণ এগুলো সবসময় এলোমেলো হয়ে যায়।

আমার আত্মবিশ্বাস প্রতিযোগিতামূলক সকল পরীক্ষা এবং শিক্ষার মানোন্নয়ন, মেধাবিকাশ ও ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জনে এই বইটি এক নতুন দিগন্ত তৈরি করবে ইনশাআল্লাহ।

পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। বইটিতে ইজি টেকনিক অবলম্বন করা হয়েছে যাতে সহজেই মনে রাখা যায়। আমার সহযোগিতা ও আপনাদের পরিশ্রম সফল হলে আমার কষ্টটুকু সার্থক মনে হবে।

সাধারণ জ্ঞানের প্রত্যেকটি বই-ই ভালো তবে এই বইটি একটু বেশিই ভালো। বইটিতে কোন ভুল ত্রুটি থাকলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আর বইটির মান উন্নয়নে আপনাদের পরামর্শ সবসময় সাদরে গৃহিত হবে।

এই প্রত্যাশায়
লেখক

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

EXCLUSIVE

EDIT SCAN UPLOAD

Visit Us at boighar.com

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

সূচিপত্র

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ---------- ৪
উপজাতি সম্পর্কে ---------- ৫
রেলপথ সম্পর্কে ---------- ৬
মুদ্রা সম্পর্কে ---------- ৬
সাল সম্পর্কে ---------- ১২
ছিটমহল সম্পর্কে ---------- ১৩
ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা ---- ১৫
বিভিন্ন খাদ্য/শস্য সম্পর্কে ---------- ১৮
বাংলাদেশের অবস্থান ---------- ১৯
বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনী ---------- ১৯
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ---------- ২০
যে সকল ঐতিহাসিক বিষয়গুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত ---------- ২০
জাতীয় পতাকা সম্পর্কে ---------- ২১
রাজ্য/সীমান্ত/রেখা অবস্থিত সম্পর্কে ---------- ২১
বিভিন্ন নদীর শাখানদী ও উপনদী ---------- ২২
নদীর মিলিতস্থল ---------- ২৩
বিশ্বের বিশেষ অঞ্চল সম্পর্কে ---------- ২৪
সমুদ্রবন্দর বিহীন দেশ সম্পর্কে ---------- ২৮
দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা সম্পর্কে ---------- ২৯
আইনসভা সম্পর্কে ---------- ২৯
জাতিসংঘ সম্পর্কে ---------- ৩২
জাতিসংঘ ও অন্যান্য সংস্থা ---------- ৩৩
বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে ---------- ৩৪
বিভিন্ন সংস্থার সদরদপ্তর ---------- ৩৫
কমনওয়েলথ, OIC, সার্ক ---------- ৩৮
আসিয়ান D-8 (Developing of Eight) ---------- ৩৮
G-8 (Group of Eight) ---------- ৩৮
SAARC + SAFTA + SAPTA ---------- ৩৯
বেনেলাক্স, বিমসটেক, ECO ---------- ৩৯
NATO, ওপেক, GCC, EU ---------- ৩৯
এশিয়া মহাদেশ সম্পর্কে ---------- ৪০
অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ সম্পর্কে ---------- ৪০
ইউরোপ মহাদেশ সম্পর্কে ---------- ৪১
বিশ্বের বিখ্যাত সীমারেখা ---------- ৪২
বিভিন্ন দেশের জাতীয় খেলা ---------- ৪৩
বিশ্বের বিখ্যাত প্রণালী ---------- ৪৩
বিভিন্ন মিশ্র টেকনিক ---------- ৪৫
প্রাণী বিজ্ঞান (Zoology) ---------- ৪৮
ভৌগলিক উপনাম, বাংলাদেশের সংবিধান ---------- ৪৯
বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ, নির্বাচন, আইন ---------- ৫০
বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনী ---------- ৫০
বাংলাদেশের যোগাযোগ ---------- ৫১
বাংলাদেশের প্রথম ---------- ৫১
বাংলাদেশের বৃহত্তম ---------- ৫২
বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম ---------- ৫৩
বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠতম ---------- ৫৩
আরো কিছু তথ্য ---------- ৫৩
সাম্প্রতিক তথ্যাবলি ---------- ৫৪
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে বর্তমানে যারা ---------- ৫৭
এশিয়া মহাদেশ ---------- ৫৭
ইউরোপ মহাদেশ ---------- ৫৮
আফ্রিকা মহাদেশ, উত্তর আমেরিকা মহাদেশ ---------- ৫৯
দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ ---------- ৬০
বাংলাদেশের ভৌগোলিক নাম ---------- ৬০
বাংলাদেশের বর্তমান ও পুরাতন নাম ---------- ৬০
কিছু স্থান ও প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ও পুরাতন নাম ---------- ৬১

বাংলা সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ---------- ৬২
কাজী নজরুল ইসলাম ---------- ৬৪
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ---------- ৬৫
জহির রায়হান, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ---------- ৬৬
জসীম উদ্দীন ---------- ৬৭
ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান ---------- ৬৮
গোলাম মোস্তফা, আব্দুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন ---------- ৬৮
আলাউদ্দীন আল আজাদ, রোমেনা আফাজ ---------- ৬৮
আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ---------- ৬৯
আবু জাফর শামসুদ্দিন ---------- ৬৯
আল-মাহমুদ, এম.আর.আখতার মুকুল ---------- ৬৯
আবুল মনসুর আহমেদ, মানিক বন্দোপাধ্যায় ---------- ৬৯
শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ ---------- ৭০
প্রমথ চৌধুরী, আহসান হাবীব ---------- ৭০
সুকান্ত ভট্টাচার্য, মুনীর চৌধুরী ---------- ৭১
মাইকেল মধুসূদন দত্ত ---------- ৭১
হুমায়ুন আহমেদ ---------- ৭২
রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ---------- ৭২
রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ---------- ৭২
বেগম সুফিয়া কামাল ---------- ৭২
জীবনানন্দ দাস, মীর মশাররফ হোসেন ---------- ৭২
কায়কোবাদ, শামসুর রাহমান ---------- ৭৩
প্রথম কাব্যগ্রন্থ/ উপন্যাস/ গল্পগ্রন্থ/ অনুবাদ গ্রন্থ/ বাজেয়াপ্ত বইসমূহ ---------- ৭৩
বিভিন্ন প্রকার শব্দ ---------- ৭৪
বাংলা বানান মনে রাখার কৌশল ---------- ৭৭
কিছু শব্দের বানান মনে রাখার টেকনিক ---------- ৭৮
কিছু গুরুত্বপূর্ণ Common Noun-এর ছন্দ ---------- ৭৮
যে শব্দগুলি সর্বদা Uncountable Noun হিসেবে ব্যবহৃত হয় ---------- ৭৮
Collective Noun-এর টেকনিক ---------- ৭৮
Factitive Verb সমূহ ---------- ৭৯
কিছু Intransitive ও Transitive মনে রাখার টেকনিক ---------- ৭৯
Preposition Diagram ---------- ৮০

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে

❑ ১৯৭১ সালে সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল। সেগুলো সূত্র আকারে সহজে তুলে ধরা হলো।

* ১নং সেক্টর এবং সেক্টর কমান্ডার

❑ ফেনী শহরের এক নাম্বার টার্মিনালে রফিক সড়কে জিয়াউর রহমানের বাচ রাখা আছে।
ফেনী, বান্দরবান, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি মুক্তিযুদ্ধের সময় এই জেলাগুলো ১নং সেক্টরের অধীনে ছিল এবং কমান্ডার ছিলেন জিয়াউর রহমান ও রফিক।

সূত্রঃ ফরিদ ভৈরব নদী থেকে দুইটি কুমির ধরে আখিকে দেখিয়ে ঢাক পিটিয়ে নোয়াখালী নিয়ে গেল।

ব্যাখ্যাঃ ফরিদ → ফরিদপুর, ভৈরব, কুমির → কুমিল্লা, আখি → আখাউড়া, ঢাক → ঢাকা, নোয়াখালী। মুক্তিযুদ্ধের সময় এইগুলো ২নং সেক্টরের অধীনে ছিল।

সূত্রঃ শফিউল্লাহ ও নুরুজ্জামান ৩ নাম্বার স্টেডিয়ামে হকি খেলছে।

ব্যাখ্যাঃ হ → হবিগঞ্জ, কি → কিশোরগঞ্জ, এই জেলাগুলো ৩নং সেক্টরের অধীনে ছিল। কমান্ডার ছিল মেজর শফিউল্লাহ ও মেজর নুরুজ্জামান।

সূত্রঃ দত্তের চ্যানেল সিলেটের ৪ নং এলাকার শায়েস্তাগঞ্জ পর্যন্ত চলে গেছে।
মুক্তিযুদ্ধের সময় সিলেট, শায়েস্তাগঞ্জ ৪নং সেক্টরের অধীনে ছিল এবং কমান্ডার ছিল সি. আর. দত্ত।

সূত্রঃ শওকত আলী এখন সময় কত? ৫ টা

ব্যাখ্যাঃ সু → সুনামগঞ্জ, ময় → ময়মনসিংহ মুক্তিযুদ্ধের সময় এই জেলাগুলো ৫ নং সেক্টরের অধীনে ছিল এবং কমান্ডার ছিল শওকত আলী।

সূত্রঃ বাশার ছয় ঘণ্টায় রংপুর গিয়ে ঠাকুর কে প্রণাম করল।

ব্যাখ্যাঃ রংপুর, ঠাকুর → ঠাকুরগাঁও।
মুক্তিযুদ্ধের সময় এই জেলাগুলো ৬নং সেক্টরের অধীনে ছিল এবং কমান্ডার ছিল বাশার।

সূত্রঃ নুরুজ্জামান সাত বউকে নিয়ে দিব পারা বাস করে।

ব্যাখ্যাঃ দি → দিনাজপুর, ব → বগুড়া, পা → পাবনা, রা → রাজশাহী।
মুক্তিযুদ্ধের সময় এই জেলাগুলো ৭নং সেক্টরের অধীনে ছিল এবং কমান্ডার ছিল কাজী নুরুজ্জামান।

❑ মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিব নগর ৮নং সেক্টরের অধীনে ছিল।

সূত্রঃ জলিল নয় মঞ্জুর দৌলতপুর নদীতে খুব বড় একটি সাপ দেখেছে।

ব্যাখ্যাঃ খু → খুলনা, ব → বরিশাল, সা → সাতক্ষীরা, প → পটুয়াখালী, মুক্তিযুদ্ধের সময় এই জেলাগুলো ৯নং সেক্টরের অধীনে ছিল এবং কমান্ডার ছিল আব্দুল জলিল ও এম. এ. মঞ্জুর।

❑ মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌ সেক্টর ছিল ১০ নং সেক্টরের অধীনে।

❑ মুক্তিযুদ্ধের সময় ১১ নং সেক্টরের অধীনে ছিল টাঙ্গাইল জেলা।

❑ **যে সকল দেশগুলো বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছিলঃ**

সূত্র : ভেফি ভাই মা ও বাবা পোলায়ে একটি কানা গরু পোসে।

ব্যাখ্যাঃ ভে → ভেনিজুয়েলা, ফি → ফিজি, ভা → ভারত, ই → ইরাক, মা → মালয়েশিয়া, বাবা → বার্বাডোজ, পোলায়ে → পোলান্ড, কানা → কানাডা, পো → পোল্যান্ড, সে → সেনেগাল। → বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম দক্ষিণ আমেরিকান দেশ → ভেনিজুয়েলা। → বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম ওশেনিয়ান দেশ → ফিজি। → বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম দেশ → ভারত।

→ বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আরব দেশ → ইরাক।
→ বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম অনারব মুসলিম দেশ → মালয়েশিয়া।
→ বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম উত্তর আমেরিকার দেশ → বার্বাডোজ।
→ বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ → পোল্যান্ড।
→ বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আমেরিকান দেশ → কানাডা।
→ বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম ইউরোপ দেশ → পোল্যান্ড।
→ বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আফ্রিকান দেশ → সেনেগাল।

উপজাতি সম্পর্কে

❑ **পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সকল উপজাতি বসবাস করে :**
সূত্রঃ লুসা ত্রি মগ চা দাও।
ব্যাখ্যাঃ লুসা → লুসাই, ত্রি → ত্রিপুরা, মগ, চা → চাকমা।

❑ **বান্দরবান জেলায় যে সকল উপজাতি বসবাস করেঃ**
সূত্র : মামু পাত্রি দেখতে খুব চক চকে কালো।
ব্যাখ্যাঃ মা → মারমা, মু → মুয়ং, পা → পাংখো, ত্রি → ত্রিপুরা, খু → খুমী, ব → বনজোগী, চক।

❑ **সুন্দরবনে বসবাস করে যে উপজাতিগুলো :**
মৌয়ালী, বাওয়ালী

❑ **যে সকল উপজাতির সমাজব্যবস্থা মাতৃতান্ত্রিক :**
সূত্রঃ গাসাখা ব্যাখ্যাঃ গা→ গারো, সা → সাওতাল, খা → খাসিয়া।

❑ **যে সকল উপজাতির সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিকঃ**
সূত্রঃ হামা ব্যাখ্যাঃ হা → হাজং, মা → মারমা।

❑ **যে সকল উপজাতিরা মৌলভীবাজার জেলায় বাস করেঃ**
সূত্রঃ নুনিয়া ক খ পড়ে পাশ করেছে।
ব্যাখ্যাঃ নুনিয়া, ক → কন্দ, খ → খড়িয়া, পা → নাঙন, শ → শবর।

❑ **যে সকল উপজাতি সিলেট জেলায় বাস করেঃ**
সূত্রঃ বোবী মনি, কুমুর পাত্র দেখতে নায়ক ভূমিখার মত।
ব্যাখ্যাঃ বো → বোনাজ, বী → বীন, মনি → মনিপুরী, কু → কুর্মি,
মু → মুন্ডা, র → রবিদাস, পাত্র, নায়ক → নায়েক,
ভূমি → ভূমিজ, খা → খাসিয়া।

❑ **যে সকল উপজাতিরা বাংলাদেশে বসবাস করে নাঃ**
সূত্রঃ মামুর টুপি জুলু কুলু কুথাই শেরেছে
ব্যাখ্যাঃ মা → মাওরী, মুর, টু → টুডা, পি → পিগমী, জুলু, কুলু,
কু → কুদী, শের → শেরপা।

❑ **যে সকল উপজাতি মুসলমান সম্প্রদায়ঃ**
সূত্রঃ পালাও ব্যাখ্যাঃ পা → পাঙন, লাও → লাওয়া।

❑ **অন্যান্য উপজাতির বসবাসঃ**
সূত্রঃ রংপুরের রাজ ও নেত্রকোনার হাদু ওরা বগুড়া থেকে একসাথে ময়মনসিংহে হজু করতে গেল।
ব্যাখ্যাঃ রাজ → বাজবংশী → রংপুর
হদু, হাদু → নেত্রকোনা
ওরা → ওরাও → বগুড়া
হজু → হাজং → ময়মনসিংহ

রেলপথ সম্পর্কে

❑ বাংলাদেশের যে সকল জেলায় কোনো রেলপথ নাই :

✓ **খুলনা বিভাগ :**

সূত্র : মাগুর মাছ নড়া দিয়ে মেহেরপুর চলে গেল।

ব্যাখ্যা: মাগুর → মাগুরা
নড়া → নড়াইল, মেহেরপুর।

✓ **বরিশাল বিভাগ :**

সূত্র : পপির বর ভুলে ঝাল বরি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

ব্যাখ্যা:
প → পটুয়াখালী
পি → পিরোজপুর
বর → বরগুনা
ভুলে → ভোলা
ঝাল → ঝালকাঠি
বরি → বরিশাল

বি: দ্র: বরিশাল বিভাগে কোনো রেলপথ নেই।

✓ **ঢাকা বিভাগ :**

সূত্র : মামু মা শেশ হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা:
মা → মানিকগঞ্জ
মু → মুন্সিগঞ্জ
মা → মাদারীপুর
শে → শেরপুর
শ → শরীয়তপুর

✓ **চট্টগ্রাম বিভাগ :**

সূত্র : পার্বত্য চট্টগ্রামে কল নাই

ব্যাখ্যা:
পার্বত্য চট্টগ্রাম → বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি
ক → কক্সবাজার
ল → লক্ষীপুর

মুদ্রা সম্পর্কে

টেকনিক-১

❑ **যে সকল দেশের মুদ্রার নাম 'দিনার'**

সূত্র: মেজবা তিসা কে বলল নদীর কুলি আই কথা আছে

ব্যাখ্যা:		দেশ		রাজধানী
মে	→	মেসিডোনিয়া	→	স্কোপজে
জ	→	জর্ডান	→	আম্মান
বা	→	বাহরাইন	→	মানামা
তি	→	তিউনিশিয়া	→	তিউনিশ

সা	→	সার্বিয়া	→	বেলগ্রেড
কু	→	কুয়েত	→	কুয়েতসিটি
লি	→	লিবিয়া	→	ত্রিপোলী
আ	→	আলজেরিয়া	→	আলজিয়ার্স
ই	→	ইরাক	→	বাগদাদ

❑ যে সকল দেশের মুদ্রার নাম 'ক্রোনা'

সূত্রঃ ভেতরে আসুন

ব্যাখ্যাঃ		**দেশ**		**রাজধানী**
আ	→	আইসল্যান্ড	→	রিকজাভিক
সু	→	সুইডেন	→	স্টকহোম
ন	→	নরওয়ে	→	অসলো

❑ যে সকল দেশের মুদ্রার নাম 'ইউরো'

সূত্রঃ ফিজা নামের এক ষোল বছরের মেয়ে আমাই ভীষণ ভাল বেসে মোনে খুব কষ্ট পেয়ে আমাকে অভিসাপ দিয়ে এক বুক জ্বালা নিয়ে আসাম চলে গেল তখন থেকে আমার জীবন হয়ে গেল ষোল আনাই ফাকি।

ব্যাখ্যাঃ		**দেশ**		**রাজধানী**
ফি	→	ফিনল্যান্ড	→	হেলসিংকি
জা	→	জার্মানি	→	বার্লিন
এ	→	এস্তোনিয়া	→	তাল্লিন
ক	→	কসোভো	→	প্রিস্টিনা
স্লো	→	স্লোভাকিয়া	→	ব্রাটিস্লাভা
আ	→	আয়ারল্যান্ড	→	ডাবলিন
মা	→	মাল্টা	→	ভেলেটা
ই	→	ইতালি	→	রোম
ভা	→	ভ্যাটিকান	→	ভ্যাটিকান সিটি
ল	→	লুক্সেমবার্গ	→	লুক্সেমবার্গ
বে	→	বেলজিয়াম	→	ব্রাসেলস
সে	→	স্পেন	→	মাদ্রিদ
মো	→	মোনাকো	→	মোনাকো সিটি
নে	→	নেদারল্যান্ড	→	আমস্টারডাম
অ	→	অস্টিয়া	→	ভিয়েনা
ভি	→	(বাক্য তৈরির প্রয়োজনে ভি শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।)		
সা	→	সাইপ্রাস	→	নিকোশিয়া
প	→	পর্তুগাল	→	লিসবন
আ	→	অ্যান্ডোরা	→	অ্যান্ডোরা লা ভিলা
সা	→	সানমেরিনো	→	সানমেরিনো
ম	→	মন্টিনিগ্র	→	পোডগোরিকা
স্লো	→	স্লোভেনিয়া	→	লুবজানা
ফা	→	ফ্রান্স	→	প্যারিস
গি	→	গ্রিস	→	এথেন্স

বিঃ দ্রঃ সূত্রটি সুন্দর এবং সহজভাবে তৈরি করার জন্য 'ভি' এবং 'গি' এর পরিবর্তে কি ব্যবহার করা হয়েছে।

❑ যে সকল দেশের মুদ্রার নাম 'পাউন্ড'

সূত্র: আমি যুলি কে একটি SMS দিলাম

ব্যাখ্যা:		দেশ		রাজধানী
যু	→	যুক্তরাজ্য	→	লন্ডন
লি	→	লিবানন	→	বৈরুত
S	→	সিরিয়া	→	দামেস্ক
M	→	মিশর	→	কায়রো
S	→	সুদান	→	খার্তুম

❑ যে সকল দেশের মুদ্রার নাম 'পেসো'

সূত্র: কিউবা তে খেলতে গিয়ে মেচি ফিকআ হয়ে গেল।

ব্যাখ্যা:		দেশ		রাজধানী
ক	→	কিউবা	→	হাভানা
উ	→	উরুগুয়ে	→	মন্টিভিডিও
বা	→	বলিভিয়া	→	লাপাজ
মে	→	মেক্সিকো	→	মেক্সিকো সিটি
চি	→	চিলি	→	সান্টিয়াগো
ফি	→	ফিলিপাইন	→	ম্যানিলা
ক	→	কলম্বিয়া	→	বোগোতা
আ	→	আর্জেন্টিরা	→	বুয়েন্সআয়ার্স

❑ যে সকল দেশের মুদ্রার নাম 'ফ্রাঙ্ক'

সূত্র: সুআগি, গাজি, রুমা এবং সেবুক্যা কবে থেকে নাটোক করে।

ব্যাখ্যা:		দেশ		রাজধানী
সু	→	সুইজারল্যান্ড	→	বার্ন
আ	→	আইভরিকোস্ট	→	ইয়ামুসুক্রো
গি	→	গিনি	→	কোনাক্রি
গা	→	গ্যাবন	→	লিব্রোভিলে
জি	→	জিবুতি	→	জিবুতি
রু	→	রুয়ান্ডা	→	কিগালি
মা	→	মালি	→	বামাকো
সে	→	সেনেগাল	→	ডাকার
বু	→	বুরুন্ডি	→	বুজমবুরা
ক্যা	→	ক্যামেরুন	→	ইয়াউন্ডি
ক	→	কমোরোশ	→	মরোনি
বে	→	বেনিন	→	পোটনোভো
না	→	নাইজার	→	নিয়ামে
টো	→	টোগো	→	লোমে
ক	→	কঙ্গো	→	কিনসাসা

❑ যে সকল দেশের মুদ্রার নাম 'ডলার'

সূত্রঃ মা বাবা কে একা কবে জিব্রু-সোমা, টুসি-নিপা ও সেযুনা লাকি কে নিয়ে ত্রিস দিন পূর্বে পালিয়ে গেলে অবশেষে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ফিরে এলে পিতামাতা অডোগ্রাসে বলেন, তোমাদের জন্য ঘরে কোনো জাইগা নাই।

ব্যাখ্যাঃ		দেশ		রাজধানী
মা	→	মার্শাল দীপপুঞ্জ	→	মাজুরু
বা	→	বার্বাডোস	→	ব্রিজটাউন
বা	→	বাহামাস	→	নাসাউ
এ	→	এলসালভেদর	→	সানসালভেদর
কা	→	কানাডা	→	অটোয়া
জি	→	জিম্বাবুয়ে	→	হারারে
ব্রু	→	ব্রুনাই	→	বন্দরসেরি বেগওয়ান
সো	→	সোলমান দীপপুঞ্জ	→	হানিয়ারা
মা	→	মাইক্রোনেশিয়া	→	পালিকির
টু	→	টুভ্যালু	→	ফুনাফুটি
সি	→	সিঙ্গাপুর	→	সিঙ্গাপুরসিটি
নি	→	নিউজিল্যান্ড	→	ওয়েলিংটন
পা	→	পালাউ	→	মেলিকিওক
সে	→	সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস	→	বাসেতোর
যু	→	যুক্তরাষ্ট্র	→	ওয়াশিংটন ডি. সি.
না	→	নাউরু	→	ইয়ারেন
লা	→	লাইবেরিয়া	→	মনরোভিয়া
কি	→	কিরিবাতি	→	তারাওয়া
ত্রি	→	ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো	→	পোর্ট অব স্পেন
স	→	সুরিনাম	→	প্যারামারিবো
পূ	→	পূর্বতিমুর	→	দিলি
বে	→	বেলিজ	→	বেলমোপান
ফি	→	ফিজি	→	সুভা
সে	→	সেন্ট লুসিয়া	→	কাস্ট্রিস {বিঃদ্রঃসূত্রে সে পরিবর্তে রে ব্যবহার করা হয়েছে}
অ	→	অস্ট্রেলিয়া	→	ক্যানবেরা
ডো	→	ডোমিনিকা	→	রোজাও
গ্রা	→	গ্রানাডা	→	সেন্ট জর্জেস
সে	→	সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড দ্যা গ্রানাইডস	→	কিংসটাউন
জা	→	জ্যামাইকা	→	কিংসটন
ই	→	ইকুয়েডর	→	কিটো
গা	→	গায়ানা	→	জর্জটাউন
না	→	নামিবিয়া	→	উইন্ডহক
ই	→	ইন্টিগুয়া অ্যান্ড বারমুডা	→	সেন্টজনস

❑ যে সকল দেশের মুদ্রার নাম 'রিয়াল'

সূত্রঃ ওই বাকাআ কই

ব্যাখ্যাঃ		**দেশ**		**রাজধানী**
ও	→	ওমান	→	মাস্কট
ই	→	ইয়েমেন	→	সানা
বা	→	ব্রাজিল	→	ব্রাসিলিয়া
কা	→	কাতার	→	দোহা
আ	→	আরব	→	রিয়াদ
ক	→	কম্বোডিয়া	→	নমপেন
ই	→	ইরান	→	তেহরান

❑ যে সকল দেশ ও রাজধানীর নাম একই

সূত্রঃ মোসা এবং সিভা ঢাকায় গিয়ে মেজিক দেখে পাগলু হয়ে গেল।

ব্যাখ্যাঃ		**দেশ**		**রাজধানী**
মো	→	মোনাকো	→	মোনাকো সিটি
সা	→	সানমেরিনো	→	সানমেরিনো সিটি
সি	→	সিঙ্গাপুর	→	সিঙ্গাপুর সিটি
ভা	→	ভ্যাটিকান	→	ভ্যাটিকান সিটি
মে	→	মেক্সিকো	→	মেক্সিকো সিটি
জি	→	জিবুতি	→	জিবুতি সিটি
ক	→	কুয়েত	→	কুয়েত সিটি
পা	→	পানামা	→	পানামা সিটি
গ	→	গুয়েতমালা	→	গুয়েতমালা সিটি
লু	→	লুক্সেমবার্গ	→	লুক্সেমবার্গ সিটি

টেকনিক-২

❑ যে সব দেশের মুদ্রার নাম 'ফ্রাঙ্ক'ঃ

গ্যামো এর মধ্যে গিনি ও সুমা আসেনা চাঁবুক এর ভয়ে।

গ্যাবন, মোনাকো, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র (বর্তমানে ইউরো), গিনি ও নিরিক্ষীয় গিনি, সুইজারল্যান্ড, মালাগাছি, আইভোরিকোস্ট, সেনেগাল, নাইজার, চাঁদ, বুরুন্ডি, কঙ্গো।

অথবা- সূত্রঃ গ্যামো মরুতে সুমা আসেনা চাবুকের ভয়ে।

গ্যা= গ্যাবোন; মো= মোনাকো; ম= মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র; সু= সুইজারল্যান্ড; মা= মালাগাছি; আ= আইভোরিকোস্ট; সে= সেনেগাল; না= নাইজার; চা= চাঁদ; বু= বুরুন্ডি; ক= কঙ্গো; এছাড়াও বেনিন, ক্যামেরুন ও টোঙ্গা।

❑ যে সব দেশের মুদ্রার নাম 'ডলার'ঃ

অষ্ট্রেলিয়া লাইব্রেরির বারান্দায় ডলার দিয়ে বেসি গাজা কি-না খায় পূর্ব ও নিউ এন্টিগুয়ার কানা মাজি সেন্টু লুভি, তাই ফিজির পুর্টো মার্শাল সলেমান টু/ত্রি মাইক্রো গ্রেনেড ডোমেনিকা বানাইয়া বাহামা পালাই।

ব্যাখ্যাঃ অষ্ট্রেলিয়া, লাইবেরিয়া, বারবাডোস, বেলিজ, সিঙ্গাপুর, গায়ানা, জ্যামাইকা, কিরিবাতি, নাউরু, পূর্ব তিমুর, নিউজিল্যান্ড, এন্টিগুয়া, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জিম্বাবুয়ে, সেন্টকিটস, সেন্টলুসিয়া, সেন্টভিসেন্ট, তাইওয়ান, ফিজি, পুর্টোনিকা, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, সলেমান দ্বীপপুঞ্জ, টুভ্যালু, ত্রিনিদাদ, মাইক্রোনেশিয়া, গ্রানাডা, ডোমেনিকা, ব্রুনাই, বাহামা, পালাউ।

অথবা: সূত্রঃ বেসি গাজা খায় পূর্ব নিউ এন্টিগুয়ার কানা মাজিরা।

বে= বেলিজ; সি= সিঙ্গাপুর; গা= গায়ানা; জা= জ্যামাইকা; পূর্ব= পূর্ব তিমুর; নিউ= নিউজিল্যান্ড; এন্টিগুয়া ও বারমুডা; কানা= কানাডা; মা= মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; জি= জিম্বাবুয়ে।

❑ **এশিয়ার যে সব দেশের মুদ্রার নাম 'ডলার'ঃ**

সূত্রঃ পূর্ব এশিয়ার ব্রুনাতাই, ডলার আনাতে সিঙ্গাপুর যায়।

ব্যাখ্যাঃ পূর্ব তিমুর, ব্রুনাই, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর।

❑ **যে সব দেশের মুদ্রার নাম 'দিনার'ঃ**

সূত্রঃ বাহ! কুলি বস-তিউ আল ইরাকে জর্ডা মেসিয়ে দিনার পায়।

ব্যাখ্যাঃ বা= বাহরাঈন; কু=কুয়েত; লি= লিবিয়া; বস= বসনিয়া; তিউ= তিউনেশিয়া; আল= আলজেরিয়া; ইরাকে= ইরাক; জর্ডা = জর্ডান; মেসি= মেসিডোনিয়া।

❑ **যে সব দেশের মুদ্রার নাম 'পেসো'ঃ**

সূত্রঃ আর্জেন্ট কলে কিউবান উরুর আন্ডার মেক্সি পিষে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

ব্যাখ্যাঃ আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া, কিউবা, উরুগুয়ে, অ্যান্ডোরা, মেক্সিকো, ফিলিপাইন, চিলি।

অথবা, সূত্রঃ মেক অ্যা ফিউ চিকিন ফ্রেন্ডস।

ব্যাখ্যাঃ মে= মেক্সিকো; ক=কলম্বিয়া, আ= আর্জেন্টিনা; ফি= ফিলিপাইন; উ= উরুগুয়ে; চি= চিলি; কি= কিউবা।

❑ **যে সব দেশের মুদ্রার নাম 'ক্রোনার'ঃ**

সূত্রঃ ক্রোনার আস্তো আইস-সুই-ডেন আসলাম চেকে খায়।

ব্যাখ্যাঃ এস্তোনিয়া, আইসল্যান্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, চেকপ্রজাতন্ত্র।

অথবাঃ সূত্রঃ আই নর সুই।

ব্যাখ্যাঃ আই= আইসল্যান্ড নর= নরওয়ে; সুই=সুইডেন।

❑ **যে সব দেশের মুদ্রার নাম 'রিয়াল'ঃ**

সূত্রঃ ওমা! ইয়েমেন দেখছি রিয়েলি ইরানের কাতা-কম্বল নিয়ে সৌদি যায়।

ব্যাখ্যাঃ ওমান, ইয়েমেন, ইরান, কাতার, কম্বোডিয়া, সৌদি আরব।

❑ **যে সব দেশের মুদ্রার নাম 'দিরহাম'ঃ**

সূত্রঃ সঙ্গে দিরহাম নিয়ে পশ্চিমের সাহারা বানু মরক্কো যায়।

ব্যাখ্যাঃ সংযুক্ত আরব আমিরাত, পশ্চিম সাহারা, মরক্কো।

❑ **যে সব দেশের মুদ্রার নাম 'রুপি'ঃ**

সূত্রঃ রুপির ভারিতে শ্রী নে পা সিচে মরে।

ব্যাখ্যাঃ ভারত, শ্রীলংকা, নেপাল, পাকিস্তান, সিসেলিস, মরিশাস।

❑ **যে সব দেশের মুদ্রার নাম 'শিলিং'ঃ**

সূত্রঃ শিলিং দিয়ে সোমতান উগান্ডা কেনিয়া খায়।

ব্যাখ্যাঃ সোমালিয়া, তানজানিয়া, উগান্ডা, কেনিয়া।

❑ **যে সব দেশের মুদ্রার নাম 'পাউন্ড'ঃ**

সূত্রঃ সুদানের লেবাররা সিরিয়াস পাউডার মিশায়।

ব্যাখ্যাঃ সুদান, লেবানন, সিরিয়া, মিশর।

অথবা, সূত্রঃ সুমি ইংল্যান্ড না গিয়ে সিরিয়া গেল।

ব্যাখ্যাঃ সু=সদান; মি= মিশর; ইংল্যান্ড= ইংল্যান্ড; সিরিয়া= সিরিয়া; লেবানন= লেবানন।

অথবাঃ SMS যুলে।

(S) -সিরিয়া; (M)-মিশর; (S)সুদান; যু-যুক্তরাজ্য; লে-লেবানন।

❑ **যে সব দেশের মুদ্রার নাম 'ইউরো'ঃ**

সূত্রঃ এক স্লো অফা ও গিসা মোনে ভাল বেসে আমাই আম, স্লো সাপ, ফিজা দিল।

ব্যাখ্যাঃ এ=এস্লোনিয়া; ক=কসোভো; স্লো=স্লোভাকিয়া; অ=অস্ট্রিয়া; ফা=ফ্রান্স; গি=গ্রিস; সা=সাইপ্রাস; মো=মোনাকো; নে=নেদারল্যান্ড; ভা=ভ্যাটিকান; লু=লুক্সেমবার্গ; বে=বেলজিয়াম; সে=স্পেন; আ=আয়ারল্যান্ড; মা=মাল্টা; ই=ইতালি; আ=অ্যান্ডোরা; ম=মন্টিনিগ্রো; স্লো=স্লোভেনিয়া; সা=সাইপ্রাস; প=পতুর্গাল; ফি=ফিনল্যান্ড; জা=জার্মানি।

অথবা, সূত্রঃ জার্মানির গ্রীপ অষ্ট্রিফিন ইউরোর লোভে হল্যান্ডের আলু বেল দিয়ে স্পেনে ফ্রাই বানায়।

ব্যাখ্যাঃ জার্মানি, গ্রীস, পর্তুগাল, অস্ট্রিয়া, ফিনল্যান্ড, হল্যান্ড লেদারল্যান্ড), আয়ারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ, বেলজিয়াম, স্পেন, ফ্রান্স, ইতালি।

অথবা সূত্রঃ স্পেনে আলু আনিতে জাইবে ফ্রান্সের গ্রিপ অস্টিফিন মন্টিসামা।

ব্যাখ্যাঃ স্পে= স্পেন; নে= নেদারল্যান্ড; আ=আয়ারল্যান্ড; লু=লুক্সেমবার্গ; জা=জার্মানি; ই= ইতালি; বে= বেলজিয়াম; মন্টি= মন্টিনিগ্রো; সা=সাইপ্রাস; মা= মাল্টা; ফ্রান্সের= ফ্রান্স; গ্রি= গ্রিস; প= পর্তুগাল; অস্ট্রি=অস্ট্রিয়া; ফিন=ফিনল্যান্ড।

সাল সম্পর্কে

➡ **ইংরেজি সাল থেকে বাংলা ও আরবি সাল বের করার নিয়মঃ**

→ ইংরেজি সাল থেকে ৫৯৩ বিয়োগ করলে বাংলা সাল পাওয়া যায়।

→ যেমন কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ইংরেজি ১৮৯৯ সাল তাহলে বাংলা জন্ম সাল (১৮৯৯-৫৯৩) = ১৩০৬ সাল।

→ বাংলা সালের সাথে ৫৯৩ যোগ করলে ইংরেজি সাল পাওয়া যায় (১৩০৬+৫৯৩) = ১৮৯৯

→ ইংরেজি সন থেকে ৫৭৮ বিয়োগ করলে আরবি সন পাওয়া যায়। যেমন- নজরুলের জন্ম ইংরেজি (১৮৯৯-৫৭৮)= ১৩২১ সন।

➡ **ইংরেজি মাস থেকে বাংলা মাস বের করার উপায়ঃ**

→ সেতুর জন্ম ইংরেজি মার্চ মাসে।

এখন ইংরেজি মাস থেকে তিন মাস বিয়োগ করতে হবে।

ইংরেজি মাস → (মার্চ-৩ মাস) = ডিসেম্বর

জন্ম সালের মাস থেকে বিয়োগ করে ইংরেজি যে মাস পাওয়া যাবে, ওই ইংরেজি মাসের বাংলা হলো সেতুর বাংলা জন্ম মাস অর্থাৎ জানুয়ারি-বৈশাখ, ফেব্রুয়ারি-জ্যৈষ্ঠ, তাহলে সেতুর জন্ম বাংলা বৈশাখ মাসে।

→ যেমন নজরুলের জন্ম ইংরেজি মে মাসে

এখন ইংরেজি মাস থেকে তিন মাস বিয়োগ করতে হবে।

ইংরেজি মাস (মে-৩ মাস) = ফেব্রুয়ারি

জন্ম সালের মাস থেকে বিয়োগ করে ইংরেজি যে মাস পাওয়া যাবে ওই ইংরেজি মাসের বাংলা হলো তার বাংলা জন্ম মাস অর্থাৎ নজরুলের জন্ম ফেব্রুয়ারি বাংলা- জ্যৈষ্ঠ।

* বিঃ দ্রঃ- কিছু কিছু ক্ষেত্রে চার মাস দিয়ে বিয়োগ করতে হয়।

❑ **বছর ও তারিখ বের করার পদ্ধতিঃ**

যে তারিখ গুলি একই দিনের হয়- ০৩/০১ তারিখ; ৪/৪ তারিখ; ৬/৬ তারিখ; ৮/৮ তারিখ; ১০/১০ তারিখ; ১২/১২ তারিখ;। [লিপইয়ার হলে ১ দিন যোগ করতে হবে]। অর্থাৎ জানুয়ারির ৩ তারিখ, এপ্রিলের ৪ তারিখ, জুনের ৬ তারিখ, আগস্টের ৮ তারিখ, অক্টোবরের ১০ তারিখ, ডিসেম্বরের ১২ তারিখ একই দিন হয়।

ছিটমহল সম্পর্কে

***ছিটমহল বলতে কি বুঝি?** একটি স্বাধীন দেশের অভ্যন্তরে সীমান্তবর্তী অন্য একটি স্বাধীন দেশের বিচ্ছিন্নভাবে থেকে যাওয়া ভূ-খণ্ড যা ছিটমহল নামে উল্লেখ করি।

❑ **সিলেট জেলায় যে সকল ছিটমহলগুলো অবস্থিত:**

সূত্র: জৈন্তাপুরের মীনা এবং প্রতাপপুরের কানাই দুজন একে অপরকে ভালোবেসে গোয়াইনবাজার থেকে একটি সোনার ও একটি তামার আংটি কিনে অদল-বদল করে বেআইনিভাবে পাদুটি বাড়িয়ে পালিয়ে গেলে সিলেটের জকিগঞ্জে গিয়ে ধরা পড়ে।

ব্যাখ্যা:

জৈন্তাপুর	→	জৈন্তাপুর
মীনা	→	মীনাটুলি
প্রতাপুর	→	প্রতাপপুর
কানাই	→	কানাইঘাট
গোয়াইনবাজার	→	গোয়াইনঘাট
সোনার	→	সোনারহাট
তামার	→	তামাবিল
আংটি	→	আংকি
পাদু	→	পাদুয়া
জকিগঞ্জ	→	জকিগঞ্জ
বেআইনি	→	বেয়ানীবাজার

❑ **লালমনিরহাট জেলায় যে সকল ছিটমহল অবস্থিত**

সূত্র: মোঘল আমলে লালমনিরহাট জেলার দহগ্রামে এক আদিবাসী বুড়িকে একটি হাতি পাট ক্ষেত্রের মধ্যে পারিয়ে মেরে ফেলে।

ব্যাখ্যা:

মোগল	→	মোঘলহাট
দহগ্রাম	→	দহগ্রাম
আদি	→	আদিতমারী
বুড়ি	→	বুড়িমারী
হাতি	→	হাতিবান্ধা
পাট	→	পাটগ্রাম

❑ **কুড়িগ্রাম জেলায় যে সকল ছিটমহল অবস্থিত:**

সূত্র: কুড়িগ্রামের ভন্দ রাজিব ইতালী থেকে ফিরে কলা বাড়ীর ভুরুঙ্গপাড়ার নাগেশ্বর আলীর মেয়ে রৌমা কে ফুল দিয়ে বড়াই করছে।

ব্যাখ্যা:

ভন্দ	→	ভন্দরচর
রাজিব	→	রাজিবপুর
ইতালী	→	ইতালামারী
কলাবাড়ী	→	কলাবাড়ী
ভুরুঙ্গপাড়া	→	ভুরুঙ্গমারী
নাগেশ্বর	→	নাগেশ্বরী
রৌমা	→	রৌমারী
ফুল	→	ফুলবাড়ী
বড়াই	→	বড়াইবাড়ি

❑ **চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় যে সকল ছিটমহল অবস্থিত:**

সূত্র: কিরণ মন ভোলানো কথা বলে শিবকে সাক্ষী রেখে জামিনপুরের সোনা বিবিকে বিয়ে করে তাকে কুপিয়ে গুম করে কেয়া পাতার নৌকায় ভাসিয়ে নবাবগঞ্জে পাটিয়ে দেয়।

ব্যাখ্যা:

কিরণ	→	কিরণগঞ্জ
মন	→	মনকষা
ভোলানো	→	ভোলাহাট
শিব	→	শিবগঞ্জ
জামিনপুর	→	জামিনপুর
সোনা	→	সোনা মসজিদ
কুপি	→	কুপিতলা
গুম	→	গুমস্তাপুর

❑ **ফেনী জেলায় যে সকল ছিটমহল অবস্থিত:**

সূত্র: বিলে মুহুরী ফুল ফুটেছে।

ব্যাখ্যা:

বিলে	→	বিলোনিয়া
মুহুরু	→	মুহুরীগঞ্জ
ফুল	→	ফুলগাজী

❑ **পঞ্চগড় জেলায় যে সকল ছিটমহল অবস্থিত:**

সূত্র: বাংলা মাঝি বড়ই তেতুল কী খাও?

ব্যাখ্যা:

বিলে	→	বাংলাবান্ধা
মাঝি	→	মাঝিপাড়া
বড়ই	→	বেরুবাড়ী
তেতুল	→	তেতুলিয়া

❑ **হবিগঞ্জ জেলায় যে সকল ছিটমহল অবস্থিত**

সূত্র: মাধবপুরের চুন ভালা।

ব্যাখ্যা: মাধবপুর, চুন → চুনারুঘাট, ভালা → বাল্লা

❑ **মৌলভীবাজার জেলায় যে সকল ছিটমহল অবস্থিত**

সূত্র: পাঁচ চোর আটক হয়েছে।

ব্যাখ্যা: পাঁচ → পাঁচবিবি, চোর → চেচড়া, আটক → আটপাড়া

❑ **নীলফামারী জেলায় যে সকল ছিটমহল অবস্থিত**

সূত্র: চিল ডালিয়া ফুল নিয়ে ডোমর গাছে বসেছে।

ব্যাখ্যা: চিল → চিলাহাটি, ডালিয়া, ডোমার

❑ **দিনাজপুর জেলায় যে সকল ছিটমহল অবস্থিত**

সূত্র: বাসুদের বাগানে অবিরাম হিলি ফুল ফুটেছে কিন্তু হাকিমের বাগানে বিরল

ব্যাখ্যা: বাসুদের → বাসুদেবপুর, অবিরাম → বিরামপুর, হিলি, ফুল → ফুলবাড়ি, হাকিম → হাকিমপুর, বিরল।

ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা

❑ ঢাকা বিভাগের যে জেলাগুলোর সাথে ভারতের সীমান্ত সংযোগ রয়েছে:

সূত্র: সিংহ আমার জামা নেশে।

ব্যাখ্যা: সিংহ → ময়মনসিংহ, জামা → জামালপুর, নেত্রকোনা, শেরপুর।

❑ রংপুর বিভাগের যে জেলাগুলোর সাথে ভারতের সীমান্ত সংযোগ রয়েছে:

সূত্র: লাল ঠাকুর কুড়ি দিন নীল পঞ্চকে দেখে নাই।

ব্যাখ্যা: লাল → লালমনিরহাট, ঠাকুর → ঠাকুরগাঁও, কুড়ি → কুড়িগ্রাম, দিন → দিনাজপুর, নীল → নীলফামারী, পঞ্চ → পঞ্চগড়

❑ খুলনা বিভাগের যে জেলাগুলোর সাথে ভারতের সীমান্ত সংযোগ রয়েছে:

সূত্র: যকু মিয়ার সাত মেয়ের জিনে চুয়েছে।

ব্যাখ্যা: য → যশোর, কু → কুষ্টিয়া, সাত → সাতক্ষীরা, মেয়ের → মেহেরপুর, জিনে → ঝিনাইদহ, চুয়েছে → চুয়াডাঙ্গা।

❑ রাজশাহী বিভাগের যে জেলাগুলোর সাথে ভারতের সীমান্ত সংযোগ রয়েছে:

সূত্র: রাজশাহী জয় করতে চান।

ব্যাখ্যা: রাজশাহী → রাজশাহী, জয় → জয়পুরহাট, চা → চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ন → নওগাঁ।

❑ চট্টগ্রাম বিভাগের যে জেলাগুলোর সাথে ভারতের সীমান্ত সংযোগ রয়েছে:

সূত্র: কুমিল্লা জেলার ফেনী নদীর পাশে বাচ রাখা আছে।

ব্যাখ্যা: কুমিল্লা, ফেনী, বা → ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চ → চট্টগ্রাম, রা → রাঙ্গামাটি, খা → খাগড়াছড়ি।

* সিলেট বিভাগের প্রত্যেক জেলার সাথে ভারতের সীমান্ত সংযোগ রয়েছে।
* বরিশাল বিভাগের সাথে ভারতের কোনো সীমান্ত সংযোগ নেই।

❑ ভারতের ছিটমহলগুলি বাংলাদেশের যে জেলাগুলিতে অবস্থিত:

সূত্র: কুলাপনী। **ব্যাখ্যা:** কু= কুড়িগ্রাম; লা=লালমনিরহাট; প=পঞ্চগড়; নী=নীলফামারী।

❑ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী স্থানগুলি:

সূত্র: পাদুয়ার জ্যান্ত কানাই সোনার কড়াইতে চুন, পানি, কলা চেঁচড়িয়ে ভেড়া ও হাতির জন্য হালুয়া তৈরী করল।

ব্যাখ্যা: পাদুয়া=পাদুয়া (সিলেট); জ্যান্ত=জৈন্তাপুর (সিলেট), কানাই=কানাইঘাট (সিলেট), সোনার= সোনারহাট (সিলেট), কড়াই= কড়াইতলী (ময়মনসিংহ), চুন=চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ), পানি= পাটগ্রাম (লালমনিরহাট), কলা=কলাবাড়ী (কুড়িগ্রাম), চেঁচড়িয়ে=চেঁচড়া (জয়পুরহাট), ভেড়া= ভেড়ামারা (কুষ্টিয়া), হাতি= হাতিবান্ধা (লালমনিরহাট), হালুয়া= হালুয়াঘাট (ময়মনসিংহ)।

❑ খুলনা ও সিলেটের বিল:

সূত্র: খুলনার ডাকাতরা সিলেটকে তামা করেছে।

ব্যাখ্যা: খুলনার ডাকাতিয়া বিল, সিলেটের তামা বিল।

❑ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তবর্তী এলাকা:

কুড়িগ্রাম অঞ্চল: সূত্র: কুড়াল দিয়ে বোয়ালের ভুঁড়ি কেটে রোমানা বড়াই করে।

ব্যাখ্যা: বোয়ালের= বোয়ালমারী; ভুঁড়ি= ভুরুঙ্গামারী; রোমানা=রৌমারী; বড়াই=বড়াইবাড়ি।

সিলেট অঞ্চলঃ সূত্রঃ কানাইগো বড় পাদুকা দিয়োনা।

ব্যাখ্যাঃ কানাই= কানাইঘাট, গো= গোয়াইন ঘাট, বড়=বড়লেখা (মৌলভীবাজার); পাদুকা= পাদুয়া।

লালমনিরহাট অঞ্চলঃ সূত্রঃ মোগলরা লালপাটের দড়ি দিয়ে হাতি ঘোড়া বেঁধে রাখত।

ব্যাখ্যাঃ মোগলরা= মোগলহাট; পাটের= পাটগ্রাম; হাতি= হাতিবান্ধা।

কুমিল্লা অঞ্চলঃ সূত্রঃ বিবির চৌদ্দটি কুকুর ছিল।

ব্যাখ্যাঃ বিবির= বিবির বাজার; চৌদ্দ= চৌদ্দগ্রাম।

যশোর ও সাতক্ষীরা অঞ্চলঃ সূত্রঃ যশের পোলা সাত দেশ ভ্রমণ করে।

ব্যাখ্যাঃ যশের পোলা= যশোরের বেনাপোল; সাতদেশ ভ্রমণ= সাতক্ষীরার ভোমরা।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ রাজশাহী নীলফামারী, জয়পুরহাট অঞ্চলঃ

সূত্রঃ নবাবযোগ নীল চিল রাজার নির্মাণরত বাড়িতে জয়ের হিলি।

ব্যাখ্যাঃ নবাবগো= নবাবগঞ্জের গোদাগাড়ি; নীল চিল= নীলফামারির চিলাহাটি; রাজার নির্মাণ= রাজশাহীর নির্মলচর; জয়ের হিলি= জয়পুরহাটের হিলি।

❑ **১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি যে দেশগুলি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ঃ**

সূত্রঃ আইন সুইডেন আই ব্রিটেনের ফিজা।

ব্যাখ্যাঃ আ= আইসল্যান্ড; ই= ইসরাঈল; ন= নরওয়ে; সুই= সুইডেন; ডেন= ডেনমার্ক; ব্রিটেন= ব্রিটেন; ফি= ফিনল্যান্ড; জা= জার্মানী।

❑ **বাংলাদেশ যে সংস্থাগুলির সদস্যঃ**

NAM, OIC, United Nations, SAARC, CIRDAP, AAPP, ADB, IDB, BIMSTEC, D-8, COLOMBOMPLAN, IAU, WB, INTERPOL, Common Wealth, WTO, UNICEF, IMF, WHO, ILO, UNESCO.

❑ **সেনাবাহিনীর পদক্রমঃ**

ছেলে ল্যাপ, ক্যাপ, মাছ লয়ে কাধে; কনের বাড়ি যায়
মেজ জালে লেজ নেড়ে স্বাগত জানায়
দিয়ে ফিরনি- সেমাই।

সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট; লেফটেন্যান্ট; ক্যান্টেন; মেজর; লেফটেন্যান্ট কর্নেল; কর্নেল; ব্রিগেডিয়ার জেনারেল/মেজর জেনারেল; লেফটেন্যান্ট জেনারেল; জেনারেল/ফিল্ড মার্শাল।

❑ **উন্নত জাতের টমোটোর টেকনিকঃ**

সূত্রঃ টমেটো খাওয়ার লোভ দেখিয়ে মানিক-রতন-বাহার/শিলা রুমা ও শ্রাবনীকে নিয়ে---- শেষে সিঁদুর পরিয়ে দিল।

ব্যাখ্যাঃ মানিক, রতন, বাহার, শিলা, রুমা, শ্রাবণী, সিদুর ইত্যাদি টমেটোর জাত।

❑ **বাংলাদেশের যে সকল জেলায় কোন রেলপথ নেইঃ**

খুলনা বিভাগঃ সূত্রঃ মাগুর মাঝ নড়া দিয়ে মেহেরপুর চলে গেল।

ব্যাখ্যাঃ মাগুরা; নড়াইল; মেহেরপুর।

বরিশাল বিভাগঃ সূত্রঃ পপির বর ভুলে ঝাল বরি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

ব্যাখ্যাঃ প=পটুয়াখালী; পি=পিরোজপুর; বর=বরগুনা; ভুলে=ভোলা; ঝাল=ঝালকাঠি; বরি=বরিশাল। বরিশাল বিভাগেই কোন রেলপথ নেই।

চট্টগ্রাম বিভাগঃ সূত্রঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে নাই।

ব্যাখ্যাঃ বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি।

ঢাকা বিভাগঃ সূত্রঃ মামু মা শেশ হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যাঃ মা=মানিকগঞ্জ, মু=মুন্সিগঞ্জ; মা=মাদারীপুর; শে=শেরপুর; শ=শরীয়তপুর।

সিলেট বিভাগ: শুধুমাত্র সুনামগঞ্জ জেলায় রেলপথ নেই।

❑ **বাংলাদেশের যে জেলাগুলোর উপর দিয়ে ৯০ ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখা অতিক্রম করেছেঃ**

সূত্র: মাগো নতুন জামা টা ফশে গেছে। পিরোজ গুনা বরি খেয়েছে।

ব্যাখ্যা: মা=মাদারীপুর; গো=গোপালগঞ্জ; জা=জামালপুর; মা=মানিকগঞ্জ; টা=টাঙ্গাইল; ফ=ফরিদপুর, শে=শেরপুর; পিরোজ=পিরোজপুর; গুনা=বরগুনা; বরি= বরিশাল।

❑ **বাংলাদেশের যে জেলাগুলোর উপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছেঃ**

সূত্র: মাঝি ডাঙ্গায় যাও। ফরিদ মুন্সি ঢাকার রাজ গঞ্জে কাজ করে। কুমির রাখা।

ব্যাখ্যা: মা=মাগুরা; ঝি=ঝিনাইদহ; ডাঙ্গায়= চুয়াডাঙ্গা; ফরিদ=ফরিদপুর; মুন্সি=মুন্সিগঞ্জ; ঢাকার = ঢাকা; রাজ = রাজবাড়ি; গঞ্জ=নারায়ণগঞ্জ, কুমির=কুমিল্লা; রা = রাঙামাটি; খা=খাগড়াছড়ি।

❑ **বাংলাদেশের জনপদগুলোর অবস্থানঃ**

***বঙ্গ জনপদ গড়ে উঠেছিল:**

সূত্র: ফরিদ কুময় নদী থেকে বাপ এর সাথে কুমির ধরে ঢাক পিটিয়ে যশোর নিয়ে গেল।

ব্যাখ্যা: ফরিদ=ফরিদপুর; কু=কুষ্টিয়া; ময়=ময়মনসিংহ; নদী=নদীয়া; ব=বরিশাল; প=পটুয়াখালী; কুমির=কুমিল্লা; ঢাক=ঢাকা; যশোর।

***পুন্ড্র জনপদ গড়ে উঠেছিল:**

সূত্র: মহারাজ বর আমার কাছে দিনা।

ব্যাখ্যা: মহা=মহাস্থানগড়; রাজ=রাজশাহী; ব=বগুড়া; র=রংপুর; দিনা=দিনাজপুর।

***যে অঞ্চলগুলোতে গৌড় জনপদ গড়ে উঠেছিল:**

সূত্র: মুর্শিদ বিহারে উড়ে যেতে চান না।

ব্যাখ্যা: মুর্শিদ=মুর্শিদাবাদ; বিহার; উড়ে=উড়িষ্যা; চা=চাঁপাইনবাবগঞ্জ; ন=নওগাঁ; না=নাটোর।

***যে অঞ্চলগুলোতে সমতট জনপদ গড়ে উঠেছিল:**

সূত্র: কুনো ব্যাঙ।

ব্যাখ্যা: কু=কুমিল্লা; নো=নোয়াখালী।

***যে অঞ্চলগুলোতে হরিকেল জনপদ গড়ে উঠেছিল:**

সূত্র: ত্রিচ সিট।

ব্যাখ্যা: ত্রি=ত্রিপুরা, চ=চট্টগ্রাম; সিট=সিলেট।

❑ **ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ৩০টি জেলার ঃ**

ময়মনসিংহ বিভাগের জেলাসমূহঃ সূত্র: জামা নেশে সিংহ।

ব্যাখ্যা: জামা=জামালপুর; নে=নেত্রকোনা; শে=শেরপুর; সিংহ=ময়মনসিংহ।

রংপুর বিভাগের জেলাসমূহ: সূত্র: লাল ঠাকুর কুড়ি দিন নীল পঞ্চকে দেখে নাই।

ব্যাখ্যা: লাল=লালমনিরহাট; ঠাকুর=ঠাকুরগাঁও; কুড়ি=কুড়িগ্রাম; দিন=দিনাজপুর; নীল= নীলফামারী; পঞ্চ=পঞ্চগড়।

খুলনা বিভাগের জেলাসমূহ: সূত্র: কুযসা মেহে, ঝিনাই ডাঙ্গা।

ব্যাখ্যা: কু=কুষ্টিয়া; য=যশোর; সা=সাতক্ষীরা; মেহে=মেহেরপুর; ঝিনাই= ঝিনাইদহ; ডাঙ্গা=চুয়াডাঙ্গা।

রাজশাহী বিভাগের জেলাসমূহঃ সূত্র: রাজশাহী জয় করতে চান।

ব্যাখ্যা: রাজশাহী; জয়=জয়পুরহাট; চা=চাঁপাইনবাবগঞ্জ; ন=নওগাঁ।

চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাসমূহঃ সূত্র: কুমিল্লা জেলার ফেনী নদীর পাশে বাচ রাখা হবে।

ব্যাখ্যা: কুমিল্লা; ফেনী; বা=ব্রাহ্মণবাড়িয়া; চ=চট্টগ্রাম; রা=রাঙামাটি; খা=খাগড়াছড়ি।

সিলেট বিভাগের জেলাসমূহ: সূত্র: সিলেটের মৌলভীর সুনাম হবি।

ব্যাখ্যা: সিলেট; মৌলভীর=মৌলভীবাজার; সুনাম=সুনামগঞ্জ; হবি=হবিগঞ্জ।

বিভিন্ন খাদ্য/শস্য সম্পর্কে

❑ উন্নত জাতের 'ধানের' নাম চিঠি আকারে তুলে ধরা হলো-

সূত্রঃ প্রিয় বউ শ্রাবনী,

আমার বিপ্লবী ভালোবাসা নিও। আমি আশা করি সৃষ্টিকর্তার রহমতে ময়না, মুহিনী, গাজী, নিজামী কে নিয়ে বেশ ভালো আছ। আমিও সকলের নিয়ামতে বিশাল ভাল আছি। আমি যখন তোমাকে ছেড়ে শাহজালাল এয়ারপোর্টে এলাম তখন আমার বুকে হার্ডবির্ডের গতি বেড়ে গিয়েছিল। যখন আমি একাকী চাদনী রাতে চন্দ্রনার কিরণে সুজলা সুফলা এই আলোকময় পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকি তখন তোমার মধুময় রঙ্গিন স্মৃতিগুলো ভেসে ওঠে আমার হৃদয়পটে আর আমি হাসিতে হাসিতে দিশেহারা হয়ে পড়ি। আমি আসার সময় তোমার জন্য একটি মুক্তার মালা নিয়ে আসব। আজ আর নয়। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুক।

ইতি তোমার
ইরাটম ধান

ব্যাখ্যাঃ বউ → বাউ
শ্রাবণী → শ্রাবণী
বিপ্লবী → বিপ্লব
আশা → আশা

ময়না, মুহিনী, গাজি, নিজামী, নিয়ামত, বিশাল→ ব্রিশাইল, রহমত, শাহজালাল, হার্ডবির্ড → হাইব্রিড, গতি → প্রগতি, রহমত, সুফলা, কিরণ, আলোক, হাসি, দিশেহারা → দিশারী, মুক্তা, মালা, মঙ্গল, ইরাটম, চন্দ্রনা, → চান্দিনা।

❑ উন্নত জাতের গমের নামঃ

সূত্রঃ ১৯৫২ সালে বাংলার মাটি ভাষা, ফুল, ফুলের সৌরভ, বলাকা, দোয়েল এদের সুমধুর কণ্ঠ রক্ষা করার জন্য বাংলার প্রতিভাবান সোনার ছেলে বরকত, কাঞ্চন, আকবর তাদের সোনালী প্রদিপ্তময় জীবন বাজী রেখে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে গৌরবময় বিজয় অর্জন করেছিল। আর এই সফলতার আনন্দ বাংলার মানুষের কাছে শতাব্দীর পর শতাব্দী অম্লান স্মৃতি হয়ে বেঁচে থাকবে।

ব্যাখ্যাঃ সৌরভ, বলাকা, দোয়েল, প্রতিভা, সোনার → সোনারা, বরকত, কাঞ্চন, আকবর, প্রদিপ্ত → প্রদীপ, অগ্রণী, গৌরব, বিজয়, সফল → সূফী, আনন্দ, শতাব্দী।

❑ উন্নতজাতের তুলা

সূত্রঃ ডেল রূপা — **ব্যাখ্যাঃ** ডেলফোর্স, রূপালি

❑ উন্নতজাতের তামাক

সূত্রঃ সুম্যা — **ব্যাখ্যাঃ** সু → সুমাত্রা, ম্যা → ম্যানিলা

❑ উন্নতজাতের ভুট্টা

সূত্রঃ শুভ্র বর্ণ — **ব্যাখ্যাঃ** শুভ্র, বর্ণালী

❑ উন্নতজাতের বেগুন

সূত্রঃ উত্তরে শুকতারা উঠেছে

ব্যাখ্যাঃ উত্তরে → ইওরা, শুক → শুকতারা, তারা → তারাপুরী।

বাংলাদেশের অবস্থান

❑ বাংলাদেশের উত্তরের অবস্থান :

সূত্র: পতে বাংলা জায় বাংলা

ব্যাখ্যা: প → পঞ্চগড়, তে → তেতুলিয়া, বাংলা → বাংলাবান্ধা,
জায় → জায়গীরজোত-বাংলাবান্ধা

❑ বাংলাদেশের দক্ষিণের অবস্থান :

সূত্র: কটে সেকছে

ব্যাখ্যা: ক → কক্সবাজার, টে → টেকনাফ,
সে → সেন্টমার্টিন, ক → কলাপাড়া, ছে → ছেড়াদ্বীপ

❑ বাংলাদেশের পূর্বের অবস্থান :

সূত্র: বাথাআ **ব্যাখ্যা:** বা → বান্দরবান, থা → থানচি, আ → আখাইনঠং

❑ বাংলাদেশের পশ্চিমের অবস্থান :

সূত্র: চাশিম **ব্যাখ্যা:** চা → চাঁপাইনবাবগঞ্জ, শি → শিবগঞ্জ, ম → মনাকষা

* দক্ষিণ-পশ্চিমের থানা- শ্যামনগর

বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনী

❑ বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে ১৬ বার

→ ১নং সংশোধনীর মূল বিষয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করা।

→ ২নং সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু : জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা।

→ ৩নং সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু : বেড়ুবাড়ী কে ভারতের নিকট হস্তান্তর।

→ ৪নং সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু : রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন পদ্ধতি ও বাকশাল প্রবর্তন।

→ ৫নং সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু সামরিক সরকারের যাবতীয় কর্মকান্ডের বৈধতা দান।

→ ৬নং সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু উপরাষ্ট্রপতি পদ হতে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের বিধান নিশ্চিত করা।

→ ৭নং সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু : সামরিক আদেশ, নির্দেশ অধ্যাদেশ অনুমোদন প্রসঙ্গে।

→ ৮নং সংশোধনীর মূল বিষয় ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্মের স্বীকৃতি, হাইকোর্ট বিভাগের ছয়টি স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন, রাজধানীর বানান ও ভাষার নাম পরিবর্তন।

→ ৯নং সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু : রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির সঙ্গে নির্বাচন ও তাদের মেয়াদ সীমিত করণ।

→ ১০নং সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু : মহিলাদের সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।

→ ১১নং সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু : অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের স্বপদে ফিরে যাওয়া প্রসঙ্গে।

→ ১২নং সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন।

→ ১৩নং সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু : তত্ত্বাবধায়কের অধীনে নির্বাচন।

→ ১৪নং সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু মহিলাদের ৪৫টি সংরক্ষিত আসন, বিচারপতি ও পিএসসির অবসর বয়সসীমা বৃদ্ধিকরণ, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সংরক্ষণ।

→ ১৫নং সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু : তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলকরণ।

→ ১৬নং সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু বিচারকদের বয়স সীমা, বিচারকদের অভিশংসন ক্ষমতা, বিচারকের অসদাচরণ বা অসামর্থ সম্পর্কে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ।

❑ যে সকল দেশের সংবিধান অলিখিত →

সূত্র: সৌদি থেকে নিউ স্প্রে যুক্ত করা হয়েছে

ব্যাখ্যা: সৌদি আরব, নিউজিল্যান্ড, স্পেন, যুক্তরাজ্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে

- ✓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস → ১ জুলাই।
- ✓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত কমিশনের নাম → নাথান কমিশন (গঠিত হয় ১৯১২ সাল ২৭ মে, ১৩ জন সদস্য)
- ✓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভিসি → পি জে হার্টস (ফিলিপ জোসেফ)
- ✓ বর্তমান ভিসি → ২৭তম
- ✓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের প্রথম ছাত্রী → নীল নাগ, প্রথম নারী শিক্ষক → করুণাকণা গুপ্তা, ইতিহাস বিভাগ, মুসলিম ভাইস চ্যান্সেলর → এ. এফ.রহমান, উপমহাদেশের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর → এ.এফ. রহমান, প্রথম চ্যান্সেলর → লর্ড ডানডাস (জেসি আই), ভাইস চ্যান্সেলর → পি জে হার্টস, প্রথম প্রো-ভিসি → মফিজুল্লাহ কবির, নারী প্রো-ভিসি → জিন্নাতুন নেসা তাহমিদা, নারী ডীন → আজিতুন্নেসা।
- ✓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর হন → সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন (৬ষ্ঠ)।
- ✓ ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় ঢা: বি: ভিসি ছিলেন → মোয়াজ্জেম হোসেন।
- ✓ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভিসি ছিলেন → বিচারপতি আবু সাইদ।
- ✓ জিল্লুর রহমান ঢা: বি: কোন বিভাগের ছাত্র ছিলেন → ইতিহাস, (আরেফিন সিদ্দিক-গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, শেখ হাসিনা- বাংলা, মুজিব-আইন)
- ✓ ঢাকা বি: প্রতিষ্ঠাকালীন হল তিনটি → সলিমুল্লাহ মুসলিম হল (SM), জগন্নাথ হল, জহুরুল হক হল)।

যে সকল ঐতিহাসিক বিষয়গুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত

- ✓ মুসা খানের মসজিদ → ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- ✓ অপরাজেয় বাংলা → ঢাবি
- ✓ স্বোপার্জিত স্বাধীনতা → ঢাবি
- ✓ মীর জুমলা গেইট → ঢাবি
- ✓ গ্রীক মেমোরিয়াল → ঢাবি
- ✓ বর্ধমান হাউজ (বাংলা একাডেমি) ঢাবি
- ✓ শিববাড়ি মন্দির → ঢাবি
- ✓ গুরুদুয়ারা নানকশাহী মন্দির → ঢাবি
- ✓ টিএসসির হিন্দু মাঠ → ঢাবি
- ✓ বিজয় উল্লাস → ঢাবি
- ✓ স্বামী বিবেকানন্দ → জগন্নাথ হলের সামনে, ঢাবি
- ✓ স্বাধীনতা সংগ্রাম → ঢাবি
- ✓ মধু স্মৃতিসৌধ → ঢাবি
- ✓ দুরন্ত শিশু একাডেমি, কাজী নজরুলের সমাধিসৌধ, জয়বাংলা জয় তারুণ, ক্যাকটাস, শান্তির পায়রা (টিএসসি), নজরুল ভাস্কর্য, নজরুল মঞ্চ, মোদের গরব, মা ও শিশু ভাস্কর্যটি (মুজিব হল), নারী, শিশু ও পুরুষ ভাস্কর্যটি → ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত
- ✓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মহসীন হলে ঢোকার মুখে নির্মিত তোরণের নাম → বসুনিয়া গেট
- ✓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোন হলের নাম একসময় 'ঢাকা হল' ছিল → শহীদুল্লাহ হল
- ✓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা ইনস্টিটিউট এর স্থপতি → মাযহারুল ইসলাম
- ✓ বাংলাদেশের একমাত্র খাদ্য ও পুষ্টি গবেষণা ইনস্টিটিউট → ঢাবি
- ✓ ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির ছাত্রসমাজের সভাপতি ছিলেন → গাজীউল হক
- ✓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন হলে একসময় সংসদের কার্যক্রম চলত → জগন্নাথ হলে
- ✓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কালো দিবস → ২৩ আগস্ট
- ✓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন হলে প্রথম পাকবাহিনী আক্রমণ করে → জহুরুল হক হলে (ইকবাল হল)

জাতীয় পতাকা সম্পর্কে

❑ যে সকল দেশের জাতীয় পতাকায় মানচিত্র রয়েছে
সূত্রঃ কসাই ব্যাখ্যাঃ ক → কসোভো, সাই → সাইপ্রাস

❑ যে সকল দেশের জাতীয় পতাকায় দেশের নাম রয়েছে
সূত্রঃ নিপা কখন এল ব্যাখ্যাঃ নি → নিকারাগুয়া, পা → প্যারাগুয়ে, এল → এলসালভেদর

❑ বাংলাদেশের পতাকার সাথে মিল রয়েছে যে দেশের পতাকারঃ
সূত্রঃ জাপা ব্যাখ্যাঃ জা → জাপান, পা → পালাউ

রাজ্য/সীমান্ত/রেখা অবস্থিত সম্পর্কে

❑ বাংলাদেশের পূর্বে ভারতের যে রাজ্যগুলো অবস্থিত
সূত্রঃ আমি ত্রিমা ব্যাখ্যাঃ আ → আসাম, মি → মিজোরাম, ত্রি → ত্রিপুরা, মা → মায়ানমার

❑ বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের যে রাজ্যগুলো অবস্থিত
সূত্রঃ আপ মেঘা
ব্যাখ্যাঃ আ → আসাম, প → পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়
পশ্চিমে → পশ্চিমবঙ্গ ❑ দক্ষিণে → বঙ্গোপসাগর

❑ যে জেলাগুলো সুন্দরবনকে স্পর্শ করছে
সূত্রঃ ব্যাগে খুব বড় একটি সাপ আছে
ব্যাখ্যাঃ ব্যাগে → বাগেরহাট, খু → খুলনা, ব → বরগুনা সা → সাতক্ষীরা, প → পটুয়াখালী

❑ বাংলাদেশে নিরক্ষরমুক্ত জেলা
সূত্র : রাসি মালা চুজ করে গাজী কে দিয়েছে
ব্যাখ্যাঃ রা → রাজশাহী, সি → সিরাজগঞ্জ, মা → মাগুরা, লা → লালমনিরহাট, চু → চুয়াডাঙ্গা, জ → জয়পুরহাট, গাজী → গাজীপুর

❑ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় যে রাজ্যগুলো বাংলাদেশের সীমান্তে অবস্থিত নয়
সূত্রঃ অনাম ব্যাখ্যাঃ আ → অরুণাচল, না → নাগাল্যান্ড, ম → মণিপুর

❑ মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের যে জেলাগুলোর সম্পর্ক রয়েছে
সূত্রঃ বারাক ওবামা ব্যাখ্যাঃ বা → বান্দরবান, রা → রাঙ্গামাটি, ক → কক্সবাজার

❑ ভারতের যে রাজ্যগুলোর সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত সংযোগ রয়েছে
সূত্রঃ আমি মেত্রিপ
ব্যাখ্যাঃ আ → আসাম, মি → মিজোরাম, মে → মেঘালয়, ত্রি → ত্রিপুরা, প → পশ্চিমবঙ্গ

❑ বাংলাদেশের যে জেলাগুলোর ওপর দিয়ে ৯০° দ্রাঘিমা রেখা অতিক্রম করেছে
ঢাকা বিভাগঃ সূত্রঃ মাগো নতুন জামা টা ফশে গেছে
ব্যাখ্যাঃ মা → মাদারীপুর, গো → গোপালগঞ্জ, জা → জামালপুর, মা → মানিকগঞ্জ, টা → টাঙ্গাইল, ফ → ফরিদপুর, শে → শেরপুর
বরিশাল বিভাগঃ সূত্রঃ পিরোজ গুনা বরি খেয়েছে ব্যাখ্যাঃ পিরোজপুর, বরগুনা, বরিশাল

❑ বাংলাদেশের যে জেলাগুলোর ওপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে
খুলনা বিভাগ
সূত্রঃ মাঝি ডাঙ্গায় যাও ব্যাখ্যাঃ মা → মাগুরা, ঝি → ঝিনইদাহ, ডাঙ্গায় → চুয়াডাঙ্গা
ঢাকা বিভাগঃ সূত্রঃ ফরিদ মুন্সি ঢাকার রাজ গঞ্জে কাজ করে
ব্যাখ্যাঃ ফরিদপুর, মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, রাজবাড়ী, গঞ্জ → নারায়ণগঞ্জ
চট্টগ্রাম বিভাগঃ সূত্রঃ কুমির রাখা ব্যাখ্যাঃ কুমির → কুমিল্লা, রা → রাঙ্গামাটি, খা → খাগড়াছড়ি

বিভিন্ন নদীর শাখানদী ও উপনদী

টেকনিক-১

❑ **পদ্মার শাখা নদী :**

সূত্রঃ কুমিরের বড় মাথাভেঙ্গে আড়িয়াল ভৈরবের সাথে মধুর সম্পর্ক গড়েছে

ব্যাখ্যাঃ কুমির → কুমার, বড় → বড়াল, মাথাভাঙ্গা, আড়িয়াল, ভৈরব, মধু → মধুমতি, গড়েছে → গড়াই।

❑ **পদ্মার উপনদী :**

সূত্রঃ কপোতাক্ষ মহাআনন্দে পুনরায় টাঙ্গ নগরে কুলি ফেললো

ব্যাখ্যাঃ কপোতাক্ষ, মহাআনন্দে → মহানন্দা, পুনরায় → পুর্নভরা, টাঙ্গা → টাঙ্গন, নগর, কুলি → কুলিখ

❑ **ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী :**

সূত্রঃ শ্রী বংশী ব্যানার শীতকালে সাতিয়ায় বেড়াইতে আসেন

ব্যাখ্যাঃ শ্রী → শ্রীকালি, বংশী, বানার, শীত → শীতলক্ষা, সাতিয়া

❑ **ব্রহ্মপুত্রের উপনদী :**

সূত্রঃ বাঙ্গালী তিতা দুধ ধক করে খায়

ব্যাখ্যাঃ বাঙ্গালি, তিতা → তিস্তা, দুধ → দুধকুমার, ধ → ধরলা, ক → করতোয়া, খায়

✓ যমুনার শাখা নদী→ ধলেশ্বরী

❑ **যমুনার উপনদী :**

সূত্রঃ আত্রা ধর তিস্তা কর

ব্যাখ্যাঃ আত্রাই, ধরলা, তিস্তা, করতোয়া

❑ **মেঘনার উপনদী :**

সূত্রঃ মুন ডাকাত তিতাসদের বাউলা থেকে গোম চুরি করেছে

ব্যাখ্যাঃ মুন, ডাকাত → ডাকাতিয়া, তিতাস, বাউলাই, গোম → গোমতী।

✓ মেঘনার শাখা নদী : তিতাস

❑ **কর্ণফুলীর উপনদী :**

সূত্রঃ কাসা দিয়ে বোয়ালের হাল ধর

ব্যাখ্যাঃ কাসা → কাসালং, বোয়াল → বোয়ালখালী, হালদা

✓ ধলেশ্বরী উপনদী → বুড়িগঙ্গা

❑ **যে নদী যে জেলার সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে**

- ✓ পচা → পদ্মা চাঁপাইনবাবগঞ্জের মধ্য দিয়ে।
- ✓ মেসি → মেঘনা সিলেটের মধ্য দিয়ে।
- ✓ নাক → নাফ কক্সবাজারের মধ্য দিয়ে।
- ✓ যকু → যমুনা কুড়িগ্রামের মধ্য দিয়ে।
- ✓ তিনি → তিস্তা নীলফামারীর মধ্য দিয়ে।
- ✓ বকু → ব্রহ্মপুত্র কুড়িগ্রামের মধ্য দিয়ে।
- ✓ গোকু → গোমতী কুমিল্লার মধ্য দিয়ে।
- ✓ ফেফে → ফেনী ফেনী জেলার মধ্য দিয়ে।
- ✓ সাপা → সাংগু পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে।
- ✓ হাখা → হালদা খাগড়াছড়ির মধ্য দিয়ে।
- ✓ কপ → করতোয়া পঞ্চগড়ের মধ্য দিয়ে।

নদীর মিলিতস্থল

❑ **সূত্রঃ** চাঁদে পদ্ম মেঘ জমেছে
ব্যাখ্যাঃ পদ্মা + মেঘনা = চাঁদপুর

❑ **সূত্রঃ** কুড়িগ্রামে তিব্র শীত পড়েছে
ব্যাখ্যাঃ তিস্তা + ব্রহ্মপুত্র = কুড়িগ্রাম

❑ **সূত্রঃ** আজ খুশির সুর বাজবে
ব্যাখ্যাঃ কুশিয়ারা + সুরমা = আজমিরীগঞ্জ

❑ **সূত্রঃ** বগুড়ার যবা ফুল
ব্যাখ্যাঃ যমুনা + বাঙ্গালি = বগুড়া

❑ **সূত্রঃ** চট্টগ্রামের হাল ধরেছে কর্ণ
ব্যাখ্যাঃ হালদা + কর্ণফুলী = চট্টগ্রাম

❑ **সূত্রঃ** খুলনার রূপ পশুর মত
ব্যাখ্যাঃ রূপসা + পশুর = খুলনা

❑ **সূত্রঃ** গোয়ালে পয ধরেছে
ব্যাখ্যাঃ পদ্মা + যমুনা = গোয়ালন্দ

❑ **সূত্রঃ** বড় মেঘ দেখে ভয় করো না
ব্যাখ্যাঃ ব্রহ্মপুত্র + মেঘনা = ভৈরব

❑ **সূত্রঃ** জামাল একটা যব দেওয়া যাবে?
ব্যাখ্যাঃ যমুনা + ব্রহ্মপুত্র = দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর

❑ **সূত্রঃ** শীতে ধলাদের খুব নারা দেয়
ব্যাখ্যাঃ শীতলক্ষা + ধলেশ্বরী = নারায়ণগঞ্জ

❑ **পদ্মার শাখা নদীঃ**

সূত্রঃ মধুমতি কুমারী বলে আড়িয়াল খাঁ, ভৈরব ও গড়াই নদী তীরে গিয়ে মাথায় ইচ্ছা করে পদ্মা পড়েছে।
ব্যাখ্যাঃ মধুমতি= মধুমতি; কুমারী= কুমার; আড়িয়াল খাঁ; ভৈরব= ভৈরব; গড়াই= গড়াই; মাথায়= মাথাভাঙ্গা; ইচ্ছা= ইছামতি।
অথবাঃ সূত্রঃ রব খাঁ সাহেবের মাথা ভেঙ্গে কুমারের দিকে গড়াইয়া মারল।
ব্যাখ্যাঃ রব= ভৈরব; খাঁ= আড়িয়াল খাঁ; মাথাভেঙ্গে= মাথাভাঙ্গা; কুমারের= কুমার; গড়াইয়া= গড়াই।

❑ **যমুনার উপনদীঃ** **সূত্রঃ** যমুনার ওপারে আত্রাই নদীর পাড়ে তিস্তা করলা ধরে।
ব্যাখ্যাঃ আত্রাই= আত্রাই; তিতা= তিস্তা; করলা= করতোয়া; ধরে= ধরলা।
অথবাঃ আত্রা ধর তিস্তা কর।

❑ **ভৈরব নদীর শাখা নদীঃ** **সূত্রঃ** ভরা মৌসুমে কপোতাক্ষয় প্রচুর শিংমাছ পাওয়া যায়।
ব্যাখ্যাঃ কপোতাক্ষয়= কপোতক্ষ; প্রচুর= পশুর; শিংমাছ= শিবসা। পদ্মার উপনদী= মহানন্দা।

❑ **মহানন্দার উপনদীঃ**
সূত্রঃ নগরের কুলিগণ টাকার কথা ভেবে পাগলা হয়ে মহানন্দায় পুনরায় কাজ শুরু করেছে।
ব্যাখ্যাঃ নগরের= নাগর; কুলি= কুলিখ; টাকার= টাঙ্গন; পাগলা= পাগলা; পুনরায়= পুনর্ভবা।
অথবাঃ মহানন্দা পুনর্ভবায় পাগলা নগর রাভিনা টাঙ্গন কে সাথে নিয়ে কুলি ছবি দেখতে গেল।

❑ **কর্ণফুলীর উপনদীঃ** **সূত্রঃ** কনক বোয়াল হাতে কাপ্তাই গেল।
ব্যাখ্যাঃ বোয়াল= বোয়ালখালী; হাতে= হালদা; কাপ্তাই= কাপ্তাই।
অথবাঃ মাইনি খেয়া নৌকা দ্বারা কাসালাং নদীতে চিংড়ি মাছ ধরতে গেল। (খেয়া= রানখেয়াং)
অথবাঃ কাসা দিয়ে বোয়ালের হাত ধর।

❑ **আত্রাই নদীর উপনদীঃ** **সূত্রঃ** আত্রাই নদীতে বড়াল মাঝি কাকাতুয়া পাখি দেখতে গেল।
ব্যাখ্যাঃ কাকাতুয়া= করতোয়া।

❑ **গোমতির শাখা নদীঃ**
সূত্রঃ গোমতি বুড়ি ডাকাতের ভয়ে লুকিয়ে পড়ল। **ব্যাখ্যাঃ** ডাকাতের= ডাকাতিয়া।

❑ **ব্রহ্মপুত্র নদীর শাখা নদীঃ** **সূত্রঃ** বরপুত্র ধলা দুধকুমার স্ত্রী তিসাকে নিয়ে হানিমুনে যাবে।
ব্যাখ্যাঃ বরপুত্র= ব্রহ্মপুত্র; ধলা= ধরলা; তিসা= তিস্তা।

❑ **ব্রহ্মপুত্র নদীর উপনদীঃ** **সূত্রঃ** বাঙালি তিতা দুধ ধক করে খায়।
ব্যাখ্যাঃ বাঙালি; তিতা-তিস্তা; দুধ-দুধকুমার; ধ-ধরলা; ক-করতোয়া।

❑ **মেঘনার শাখা ও উপনদীঃ**
সূত্রঃ মেঘনা তিতাসকে ডাকতে গিয়ে মতি ও সুমাকে কংশ মনু বলে আউলাইয়া ফেলল।
ব্যাখ্যাঃ তিতাসকে= তিতাস; ডাকতে= ডাকাতিয়া; মতি= গোমতি; সুমাকে= সোমেশ্বরী; আউলাইয়া= বাউলাই।

বিশ্বের বিশেষ অঞ্চল সম্পর্কে

টেকনিক-১

❑ **Seven sister's:** ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ৭টি রাজ্যকে একত্রে **Seven Sister's** বলে।

সূত্র: আমি মেম সাহেব না অতি সাধারণ একটি মেয়ে।

ব্যাখ্যা:
আ → আসাম
মি → মিজোরাম
মে → মেঘালয়
ম → মনিপুর
না → নাগাল্যান্ড
অ → অরুণাঞ্চল
ত্রি → ত্রিপুরা

❑ **ইন্দোচীন বলয়ের দেশ :**

সূত্র: লাকভি

ব্যাখ্যা:
লা → লাওস
ক → কম্বোডিয়া
ভি → ভিয়েতনাম

❑ **স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চলের দেশ :**

সূত্র: ডেফি ভেতরে আসুন।

ব্যাখ্যা:
ডে → ডেনমার্ক
ফি → ফিনল্যান্ড
আ → আইসল্যান্ড
সু → সুইডেন
ন → নরওয়ে

❑ **গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেলের অন্তর্ভূক্ত দেশসমূহ :**

সূত্র: মা থালা তে ভাত দাও

ব্যাখ্যা:
মা → মায়ানমার
থা → থাইল্যান্ড
লা → লাওস

❑ **গোল্ডেন ক্রিসেন্ট এর অন্তর্ভূক্ত দেশসমূহ:**

সূত্র: আই পাকিস্তান যাই

ব্যাখ্যা:
আ → আফগানিস্থান
ই → ইরান
পাকিস্তান।

❑ **গোল্ডেন ওয়েজের অন্তর্ভূক্ত দেশসমূহ:**

সূত্র: বাংলা চোরের ভাত নেই

ব্যাখ্যা:
বাংলা → বাংলাদেশ
নে → নেপাল
ই → ইন্ডিয়া/ভারত

❑ **গোল্ডেন ভিলেজ : কুষ্টিয়া জেলার ২৬টি গ্রামকে একত্রে গোল্ডেন ভিলেজ বলে।**

→ ছিদ্রায়িত রাষ্ট্র :

সূত্রঃ দই

ব্যাখ্যাঃ দ → দক্ষিণ আফ্রিকা
ই → ইতালি

❑ **Four Tigers এর অন্তর্ভূক্ত দেশসমূহ :**

সূত্রঃ সিতা কোহ

ব্যাখ্যাঃ সি → সিঙ্গাপুর
তা → তাইওয়ান
কো → কোরিয়া (দক্ষিণ)
হ → হংকং

❑ **Super Seven এর অন্তর্ভূক্ত দেশসমূহ :**

সূত্রঃ থাইমা সিতা কোহ

ব্যাখ্যাঃ থা → থাইল্যান্ড
ই → ইন্দোনেশিয়া
মা → মালয়েশিয়া
সি → সিঙ্গাপুর
তা → তাইওয়ান
কো → কোরিয়া (দক্ষিণ)
হ → হংকং

❑ **Economic Super power এর অন্তর্ভূক্ত দেশসমূহ :**

যুক্তরাষ্ট্র + চীন

→ **Three Tigers এর অন্তর্ভূক্ত দেশসমূহ :**

সূত্রঃ ইজাজা

ব্যাখ্যাঃ ই → ইতালি
জা → জার্মানী
জা → জাপান

❑ **বাল্টিক রাষ্ট্রের দেশসমূহ :**

সূত্রঃ এলালি

ব্যাখ্যাঃ এ → এস্তোনিয়া
লা → লাটভিয়া
লি → লিথুনিয়া

❑ **আরব উপদ্বীপের রাষ্ট্রসমূহ :**

সূত্রঃ কাকু আই লাভ ইউ তুমিও কি আমায় ভালো বাসো।

ব্যাখ্যাঃ কা → কাতার
কু → কুয়েত
আ → আরব আমিরাত
ই → ইয়েমেন
ও → ওমান
বা → বাহরাইন
সো → সৌদি আরব।

টেকনিক-২

❑ **বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহঃ (৩টি রাষ্ট্র)-** সূত্রঃ লিথু লাট বাল্টি নিয়ে আস্তে হাঁটে।

অথবাঃ এলালি। **অথবাঃ** LLA

ব্যাখ্যাঃ ক) L= লিথুনিয়া; খ) L=লাটভিয়া; গ) A=এস্তোনিয়া।

❑ **স্কান্ডিনেভিয়ান দেশসমূহ (৫টি):**

সূত্রঃ আ সু ডে ফি ন।

অথবাঃ ফিডে আসুন।

ব্যাখ্যাঃ ক) আ=আইসল্যান্ড খ) সু=সুইডেন গ) ডে-ডেনমার্ক ঘ) ফি=ফিনল্যান্ড ঙ) ন=নরওয়ে।

❑ **বলকান রাষ্ট্রসমূহ (১১টি)ঃ**

সূত্রঃ সার্বিয়ার বুল-গ্রীসের আল-রুমা স্লো ক্রোয়ে বসে মেসিডো তে মন্টের সাথে হাঙ্গামা ধরে।

অথবাঃ রোমার বস সার্বিয়া ও গ্রিস থেকে আল বুল মেসি মন্টিকে ক্রয় করে স্লোভেনিয়ার হাঙ্গারে ফুটবল প্রাকটিস করালেন।

ব্যাখ্যাঃ ক) সার্বিয়া, খ) বুলগেরিয়া, গ) গ্রীস, ঘ) আলবেনিয়া, ঙ) রুমানিয়া, চ) স্লোভেনিয়া, ছ) ক্রোয়েশিয়া, জ) বসনিয়া-হার্জেগোবিনা, ঝ) মেসিডোনিয়া, ঞ) মন্টেনিগ্রো, ট) হাঙ্গেরী।

❑ **আরব উপদ্বীপের রাষ্ট্রসমূহঃ**

সূত্রঃ আই কাকু ও বসো।

ব্যাখ্যাঃ আ=আরব আমিরাত; ই=ইয়েমেন; কা=কাতার; ও=ওমান; ব=বাহরাইন; সো=সৌদি আরব।

❑ **দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহঃ**

সূত্রঃ MBA IS BNP

ব্যাখ্যাঃ M=মালদ্বীপ; B=বাংলাদেশ; A=আফগানিস্তান; I=ইন্ডিয়া/ভারত; I=ইরান; S=শ্রীলঙ্কা; B=ভুটান; N=নেপাল; P=পাকিস্তান।

❑ **দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহঃ**

সূত্রঃ ETV তে FILM দেখলে BCS হবে না।

ব্যাখ্যাঃ E (East)=পূর্ব তিমুর; T=থাইল্যান্ড; V=ভিয়েতনাম; F=ফিলিপাইন; I=ইন্দোনেশিয়া; L=লাওস; M=মালয়েশিয়া; B=ব্রুনাই; C=কম্বোডিয়া; S=সিঙ্গাপুর।

❑ **দূরপ্রাচ্যের দেশসমূহঃ**

সূত্রঃ তাইওয়ানের জাম কোচি।

ব্যাখ্যাঃ তাইওয়ান; জা=জাপান; ম=মঙ্গোলিয়া; কো=কোরিয়া; চি=চীন।

❑ **মধ্য এশিয়ার দেশসমূহঃ**

সূত্রঃ উজবেকিস্তান আজ তুতা কাকির।

ব্যাখ্যাঃ উজবেকিস্তান; আজ=আজারবাইজান; তু=তুর্কমেনিস্তান; তা=তাজিকিস্তান; কা=কাজাখস্তান; কির=কিরগিজস্তান; আজ=আজারবাইজান।

❑ **উত্তর আমেরিকার দেশ-৩টিঃ**

সূত্রঃ CUM **ব্যাখ্যাঃ** C=Canada; U=USA; M=Mexico

অথবাঃ কানা মামে। **ব্যাখ্যাঃ** কানা=কানাডা; মা=মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; মে=মেক্সিকো।

❑ **মধ্য আমেরিকার দেশ-৭টিঃ**

সূত্রঃ বেগুনি এল পাকেহ।

ব্যাখ্যাঃ বে=বেলজি; গু=গুয়েতেমালা; নি=নিকারাগুয়া; এল=এলসালভেদর; পা=পানামা; কে=কোস্টারিকা; হ=হন্ডুরাস।

অথবাঃ সূত্রঃ নিপা হন্ডুরাস থেকে কোবে গুয়েতে এল।

ব্যাখ্যাঃ নি=নিকারাগুয়া; পা=পানামা; হন্ডুরাস; কো=কোস্টারিকা; বে=বেলিজ; গুয়েতে=গুয়েতেমালা; এল=এলসালভেদর।

❑ **দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহঃ**

সূত্রঃ আপা ভেপে বাজিএ কচি কণ্ঠে বেসুরি গান গাউ।

ব্যাখ্যাঃ আ-আর্জেন্টিনা; পা-প্যারাগুয়ে; ভে-ভেনিজুয়েলা; পে-পেরু; বাজি-ব্রাজিল; এ-একুয়েডর; ক-কলম্বিয়া; চি-চিলি; বে-বলিভিয়া; সুরি-সুরিনাম; গা-গায়ানা; উ-উরুগুয়ে।

❑ **পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহঃ**

সূত্রঃ আজ সারা বেলাই ঘুরব।

ব্যাখ্যাঃ আ=আর্মেনিয়া; জ=জর্জিয়া; সা=সাইপ্রাস; রা=রাশিয়া; বেলা=বেলারুশ; ই=ইউক্রেন।

❑ **পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহঃ**

সূত্রঃ ফ্রান্স থেকে একটি বেবি আনে দাও।

ব্যাখ্যাঃ ফ্রান্স; বে=বেলজিয়াম; বি=ব্রিটেন; আ=আয়ারল্যান্ড; নে=নেদারল্যান্ড।

❑ **উত্তর ইউরোপের দেশসমূহঃ**

সূত্রঃ ডেফি এলালি কে নিয়ে ভেতরে আসুন।

ব্যাখ্যাঃ ডে=ডেনমার্ক; ফি=ফিনল্যান্ড; এ=এস্তোনিয়া; লা=লাটভিয়া; লি=লিথুনিয়া; আ=আইসল্যান্ড; সু=সুইডেন; ন=নরওয়ে।

❑ **মধ্য ইউরোপের দেশসমূহঃ**

সূত্রঃ পোলি মজা করে হালুঅ ষোল বার চেক করে খেতে সুরু করল।

ব্যাখ্যাঃ পো=পোল্যান্ড; লি=লিচেনস্টাইন; ম=মলদোভা; জা=জার্মানি; হা=হাঙ্গেরী; লু=লুক্সেমবার্গ; অ=অস্ট্রিয়া; স্লো=স্লোভাকিয়া; চেক=চেকপ্রজাতন্ত্র; সু=সুইজারল্যান্ড; রু=রুমানিয়া।

❑ **উত্তর আফ্রিকার দেশ-৫টিঃ**

সূত্রঃ সুমি আলিতি। অথবাঃ মিলি সুআতি।

ব্যাখ্যাঃ সু=সুদান; মি=মিশর; আ=আলজিরিয়া; লি=লিবিয়া; তি=তিউনেশিয়া।

❑ **হর্ন অব আফ্রিকার দেশ-৪টিঃ**

সূত্রঃ ইজি সোই। ব্যাখ্যাঃ ই=ইথিওপিয়া; জি=জিবুতি; সো=সোমালিয়া; ই=ইরিত্রিয়া।

❑ **মাইক্রোনেশিয়া রাষ্ট্র-৫টিঃ**

সূত্রঃ মামা কে বাতি নাড়াইতেছে পালা।

ব্যাখ্যাঃ মা=মাইক্রোনেশিয়া ফেডারেশন; মা=মার্শালদ্বীপপুঞ্জ, কে=কিরিবাতি; নাড়াই=নাউরু; সূত্রঃ পালা-পালাউ।

অথবাঃ মামা কিনা কাটা করে পালাউ।

❑ **মেলানোশিয়া রাষ্ট্র-৪টিঃ**

সূত্রঃ পাপিয়া, সলোমান ও ভানু ফিজি গেল।

ব্যাখ্যাঃ পাপিয়া=পাপুয়া নিউগিনি; সলোমান=সলোমান দ্বীপপুঞ্জ; ভানু=ভানুয়াতু; ফিজি=ফিজি।

অথবাঃ ভানু ফি ছাড়া ভেতরে যাওয়ার পাস পেয়েছে।

❑ **পলিনেশিয়া রাষ্ট্র-৩টিঃ**

সূত্রঃ STT ব্যাখ্যাঃ S=সামোয়া; T=ট্যুভালু; T=টোঙ্গা।

অথবাঃ সামো টু টোঙ্গা।

❑ **ভারতে ৭টি রাজ্য (সেভেন সিস্টারস)ঃ**

সূত্রঃ অরুণাচলে মেঘ আসায় মণি মিজোরামের ত্রি-নাগাল পেল না।

(ক) অরুণাচল (খ) মেগালয় (গ) আসাম (ঘ) মণিপুর (ঙ) মিজোরাম (চ) ত্রিপুরা (ছ) নাগাল্যান্ড।

❑ **সেভেন সিস্টারসঃ**

সূত্রঃ আমিত্রিমেঅনাম।

ব্যাখ্যাঃ আ=আসাম; মি=মিজোরাম; ত্রি=ত্রিপুরা; মে=মেঘালয়; অ=অরুণাচল; না=নাগাল্যান্ড। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোকে সেভেন সিস্টারস বলে।

অথবাঃ মিম ত্রিনা অ আত্রি (ধরুণ তিনজন মেয়ের নাম মিম, ত্রিনা এবং আত্রি)।

❑ **সেভন সিস্টারস রাজ্য ও রাজধানীঃ**

সূত্রঃ ত্রি আগরের মেঘ শিলং
না কোহিমা মিজাইজল
আসাদিসপুর মনিইস্ফল
অরুণা-ইন্দিরাই সেভেন সিস্টারস।

ব্যাখ্যাঃ ত্রি আগর= ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা, মেঘশিলং= মেঘালয়ের রাজধানী শিলং; না কোহিমা= নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমা; মিজাইজল= মিজোরামের রাজধানী আইজল; আসাদিসপুর= আসামের রাজধানী দিসপুর; মনিইস্ফল= মনিপুরের রাজধানী ইস্ফল; অরুনা=ইন্দিরাঃ অরুনাচলের রাজধানী ইন্দিরাগিরি।

❑ **বাংলাদেশের সাথে ভারতের যে রাজ্যগুলো অবস্থিতঃ**

সূত্রঃ আমিত্রিমেপ।

ব্যাখ্যাঃ আ=আসাম; মি=মিজোরাম; ত্রি=ত্রিপুরা; মে=মেঘালয়; প=পশ্চিমবঙ্গ।

সমুদ্রবন্দর বিহীন দেশ সম্পর্কে

❑ **এশিয়া মহাদেশের যে দেশগুলোতে কোনো সমুদ্রবন্দর নেই**

সূত্রঃ ভুলা মনে পাকিস্তান ব্যতিত ছয় স্থানে যাও।

ব্যাখ্যাঃ
ভু → ভুটান
লা → লাওস
ম → মঙ্গোলিয়া
নে → নেপাল

ছয় স্থান → আফগানিস্থান, কাজাকিস্তান, কিরগিজিস্থান, উজবেকিস্থান, তাজিকিস্থান, তুর্কমেনিস্থান।

❑ **আমেরিকা মহাদেশের যে দেশে সমুদ্রবন্দর নেইঃ** প্যারাগুয়ে + বলিভিয়া

❑ **যে দেশগুলোতে কোনো সমুদ্রবন্দর নেই**

সূত্রঃ লিউনেল মেসি শ্লো বছর বয়সে বাপ মা ভাই বুন কে হারিয়ে জীবনে অনেক সোমস্যা অতিক্রম করেছে।

ব্যাখ্যাঃ লি → লিচেনস্টাইন, উ → উগান্ডা, নে → নেপাল
ল → লুক্সেমবার্গ, মেসি → মেসিডোনিয়া
শ্লো → শ্লোভাকিয়া, বা → বারকিনা ফাসা
প → প্যারাগুয়ে, মা → মালি, ভা → ভ্যাটিকান,
ই → ইথিওপিয়া, বু → বুরুন্ডি, ন → নাইজার
হা → হাঙ্গেরী, রি → রিয়ান্ডা {বিঃ দ্রঃ দেশটির নাম রুয়ান্ডা}
এ → এন্ডোরা, জি → জিম্বাবুয়ে,
ব → বলিভিয়া, নে → নেপাল, অ → অস্টিয়া,
নে → নেপাল, ক → কসোভো, সো → সোয়াজিল্যান্ড
ম → মঙ্গোলিয়া, স্যা → স্যানমেরিনো।

দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা সম্পর্কে

❑ যে সকল দেশের আইনসভার উচ্চকক্ষের নাম 'সিনেট' ও নিচ কক্ষের নাম 'হাউজ অব দ্য রিপ্রেজেনটেটিভস'।

❑ **এশিয়া মহাদেশ :**

সূত্র: থাইমা ফিলিপাইন যাবে?

ব্যাখ্যা: থাই → থাইল্যান্ড, মা → মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন

❑ ইউরোপ মহাদেশ : নেদারল্যান্ডস

❑ **আফ্রিকা মহাদেশ :**

সূত্র: লাইব্রেরিতে বই নাই

ব্যাখ্যা: লাইবেরি → লাইবেরিয়া, নাই → নাইজেরিয়া

❑ **অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ**

সূত্র: অফি

ব্যাখ্যা: অ → অস্ট্রেলিয়া, ফি → ফিজি।

❑ **আমেরিকা মহাদেশ**

সূত্র : যুতির জন্য কবে থেকে জাইগা নাই।

ব্যাখ্যা: যু → যুক্তরাষ্ট্র, তি → ত্রিনিদাদ ৪ টোবাকো,
ক → কলম্বিয়া, বে → বেলিজ, জা → জ্যামাইকা,
ই → ইন্টিগুয়া এন্ড বারমুডা, গা → গ্রানাডা

❑ যে সকল দেশের আইনসভার উচ্চ কক্ষের নাম সিনেট ও নিচকক্ষের নাম হাউস অব অ্যাসেম্বলী

সূত্র: বাবা জি সোয়া কী আমায় ভালো বাসে?

ব্যাখ্যা: বাবা → বার্বাডোজ, জি → জিম্বাবুয়ে, সোয়া → সোয়াজিল্যান্ড,
বা → বাহামাস, সে → সেন্টলুসিয়া

❑ যে সকল দেশের আইনসভার উচ্চ কক্ষের নাম ন্যাশনাল কাউন্সিল ও নিচকক্ষের নাম ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী।

সূত্র: সোনার ভুট

ব্যাখ্যা: সো → স্লোভেনিয়া
না → নামিবিয়া
ভুট → ভুটান

আইনসভা সম্পর্কে

টেকনিক-১

❑ যে সকল দেশের আইনসভার নাম 'ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী'

✓ **এশিয়া মহাদেশ :**

সূত্র: দলা আপু আজ বাভি কুথাই

ব্যাখ্যা: দ → দক্ষিণ কোরিয়া, লা → লাওস।
আ → আজারবাইজান, পু → পূর্বতিমুর, আ → আফগানিস্থান
অ → জর্ডান, বা → বাহরাইন, ভি → ভিয়েতনাম,
কু → কুয়েত, থাই → থাইল্যান্ড।

✓ আমেরিকা মহাদেশ :

সূত্র: বন্যার পানিতে ভেসে আসুহাই মানুষ গা হারিয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ পা → পানামা, নি → নিকারাগুয়া,
ভে → ভেনিজুয়েলা, সে → সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস,
আ → আর্মেনিয়া, সু → সুরিনাম, হাই → হাইতি,
গা → গায়ানা।

❑ **অস্টেলিয়া মহাদেশ :** পাপুয়া নিউগিনি

✓ **ইউরোপ মহাদেশ : সূত্রঃ** হাবুল বেলা আসার আগে গ্রাম ছেড়ে পোলাও

ব্যাখ্যাঃ হা → হাঙ্গেরী, বুল → বুলগোরিয়া,
বেলা → বেলারুশ, আ → অ্যান্ডোরা, সার → সার্বিয়া,
পোলাও → পোল্যান্ড।

❑ যে সকল দেশের আইনসভার নাম 'ন্যাশনাল কংগ্রেস'

সূত্রঃ বাহ বই টি নিয়ে চিল পালিয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ বা → ব্রাজিল, হ → হন্ডুরাস, ব → বলিভিয়া,
ই → ইকুয়েডর, চিল → চিলি, পালিয়েছে → পালাউ।

☑ যে সকল দেশের আইনসভার নাম 'কংগ্রেস'

সূত্রঃ যুমাই তুমি কল করতে পারো?

ব্যাখ্যাঃ যু → যুক্তরাষ্ট্র, মাই → মাইক্রোনেশিয়া,
কল → কলম্বিয়া, পারো → প্যারাগুয়ে।

❑ যে সকল দেশের আইনসভার নাম 'সুপ্রিম কাউন্সিল'

সূত্রঃ UK, ইউক্রেন, কিরগিস্তান

❑ যে সকল দেশের আইনসভার নাম 'ফেডারেল অ্যাসেম্বলী'

ব্যাখ্যাঃ অসুরা → অ → অস্ট্রিয়া, সু → সুইজারল্যান্ড, রা → রাশিয়া।

☑ যে সকল দেশের আইনসভার নাম 'পার্লামেন্ট'

সূত্রঃ আমি ইডে মা বাবা ভাবি কাকা ও নানাদের জন্য জামা কাপড় ও বউ এর জন্য একটি সুন্দর মোবাইল কিনলাম।

ব্যাখ্যাঃ আ → আলজেরিয়া, মি → মিশর,
ই → ইতালি, ডে → ডেনমার্ক, মা → মালয়েশিয়া,
বাবা → বার্বাডোজ, ভা → ভারত, বি → ব্রিটেন,
কা → কানাডা, কা → কাজাখস্তান, না → নাউরু
না → নামিবিয়া, জা → জার্মানী, মা → মাদাগাস্কার,
ব → বতসোয়ানা, ই → ইথিওপিয়া (বি : দ্র : সাজানোর ক্ষেত্রে উ ব্যবহার করা হয়েছে)
সু → সুয়াজিল্যান্ড, ন → নাউরু, দ → দক্ষিণ আফ্রিকা,
র → রুয়ান্ডা, মো → মোরক্কো, বা → বাহামাস,
ই → ইন্টিগুয়া এন্ড বারমুডা, ল → লসেথো

টেকনিক-২

❑ **যে সব দেশের আইন সভার নাম 'পার্লামেন্ট'ঃ**

সূত্রঃ কুয়েতের পার্লামেন্টে শ্রী ইন্দো অ কা যু ভাই সিঙ্গারা কোথাই।

ব্যাখ্যাঃ কুয়েত, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, যুক্তরাজ্য, ভারত, ইরাক, সিঙ্গাপুর, রাশিয়া, কঙ্গো, থাইল্যান্ড।

অথবা, সূত্রঃ ইসিকা রাফি যুইর কথা কুশ্রী।

ব্যাখ্যাঃ ই= ইরাক; সি= সিঙ্গাপুর; কা=কানাডা; রা=রাশিয়া; ফি=ফিজি/ফিলিপাইন; যু= যুক্তরাজ্য; ই=ইন্দোনেশিয়া; ক=কঙ্গো; থা=থাইল্যান্ড; কু=কুয়েত; শ্রী=শ্রীলংকা।

অথবা, সূত্রঃ পার্লামেন্ট ডাকে UK, কানাডা, কম্ব, কঙ্গো, কাজায়।

ব্যাখ্যাঃ মিশর, মালয়, ভারত, ভুটান/সিঙ্গা, শ্রীলং, গ্রানায়।

❑ **যে সব দেশের আইন সভার নাম 'কংগ্রেস'ঃ**

সূত্রঃ ব্রাজিল কংগ্রেসকে যুক্তরাষ্ট্রের কলম বলিয়া দীনে চলিয়া গেল।

ব্যাখ্যাঃ ব্রাজিল, যুক্তরাষ্ট্র, কলাম্বিয়া, লিবিয়া, চীন, নেপাল, চিলি।

অথবা, সূত্রঃ যুনে চীন ও ব্রাজিলে যাব।

ব্যাখ্যাঃ যু=যুক্তরাষ্ট্র; নে=নেপাল; চীন=চীন; ব্রাজিল।

অথবাঃ কলি BBA পড়তে নেপাল থেকে চীনে চলিয়া গেল।

ব্যাখ্যাঃ ক=কঙ্গো; লি=লিবিয়া; B=বলিভিয়া; B=ব্রাজিল; A=আমেরিকা; নেপাল=নেপাল; চীনে= চীন; চলিয়া=চিলি।

❑ **যে সব দেশের আইন সভার নাম 'মজলিস'ঃ**

সূত্রঃ সৌদির মালা মাল এখন ইরানের মজলিশে

ব্যাখ্যাঃ সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, ইরান।

অথবা, সূত্রঃ মাইমা সৌদি যায়।

ব্যাখ্যাঃ মা= মালয়েশিয়া; ই=ইরান; মা=মালদ্বীপ; সৌদি=সৌদি আরব।

❑ **যে সব দেশের আইন সভার 'সুপ্রিম কাউন্সিল'ঃ**

সূত্রঃ কি যুই।

ব্যাখ্যাঃ কি-কিরগিস্তান; যু-যুক্তরাজ্য; ই-ইউক্রেন।

❑ **যে সব দেশের আইন সভার নাম 'ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি'ঃ**

সূত্রঃ বেনিনে বুল হা কে।

ব্যাখ্যাঃ বেনিন, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, কেনিয়া।

এশিয়া মহাদেশঃ সূত্রঃ আপু, দলা বাভি আজি কুথাই।

ব্যাখ্যাঃ আ=আজারবাইজান; পু=পূর্বতিমুর, দ=দক্ষিণ কোরিয়া; লা=লাওস; বা=বাহরাইন; ভি=ভিয়েতনাম; আ=আজারবাইজান; জি=জিম্বাবুয়ে; কু=কুয়েত; থাই=থাইল্যান্ড।

আমেরিকা মহাদেশঃ সূত্রঃ আসুহাই গা পানিতে ভেসে গেছে।

ব্যাখ্যাঃ আ=আর্মেনিয়া; সু=সুরিনাম; হাই=হাইতি; গা=গায়ানা; ভে=ভেনিজুয়েলা; সে=সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস।

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশঃ পাপুয়া নিউগিনি।

ইউরোপ মহাদেশঃ আহা, বেবু সাপো।

ব্যাখ্যাঃ আ-অ্যান্ডোরা; হা-হাঙ্গেরী; বে-বেলারুশ; বু-বুলগেরিয়া; সা-সার্বিয়া; পো-পোল্যান্ড।

❑ **দেশ ও পালার্মেন্টঃ**

সূত্রঃ আমি জাই সুদা ডানে।

ব্যাখ্যাঃ আফগানিস্তান=সুরা; মিশর=দারুল আওয়াম; জাপান=ডায়েট; ইসরাইল= নেসেট।

❑ **যে সব দেশের আইনসভার উচ্চকক্ষের নাম 'সিনেট' এবং নিম্ন কক্ষের নাম 'হাউজ অব দ্যা রিপ্রেজেনটেটিভস'ঃ**

এশিয়া মহাদেশঃ সূত্রঃ থাইমা ফিলিপাইন যাবে।

ব্যাখ্যাঃ থাই=থাইল্যান্ড; মা=মালয়েশিয়া; ফিলিপাইন।

ইউরোপ মহাদেশঃ নেদারল্যান্ডস।

আফ্রিকা মহাদেশঃ সূত্রঃ লাইব্রেরিতে বই নাই।

ব্যাখ্যাঃ লাইব্রেরি=লাইব্রেরিয়া; নাই=নাইজেরিয়া।

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশঃ সূত্রঃ অফি

ব্যাখ্যাঃ অ=অস্ট্রেলিয়া; ফি=ফিজি

আমেরিকা মহাদেশঃ সূত্রঃ যুতির জন্য কবে জাইগা নাই।

ব্যাখ্যাঃ যু=যুক্তরাষ্ট্র, তি=ত্রিনিদাদ ও টোকাগো; ক=কলম্বিয়া; বে=বেলিজ; জা=জ্যামাইকা; ই=এন্টিগুয়া ও বারমুডা; গা-গ্রানাডা।

❑ **যে সব দেশের আইনসভার উচ্চকক্ষের নাম 'সিনেট' এবং নিম্ন কক্ষের নাম 'হাউজ অব অ্যাসেম্বলী'ঃ**

সূত্রঃ জি বাবা, সোয়া বাসে।

ব্যাখ্যাঃ জি=জিম্বাবুয়ে; বাবা=বার্বাডোজ; সোয়া=সোয়াজিল্যান্ড; বা=বাহামাস; সে=সেন্টলুসিয়া।

❑ **যে সব দেশের আইনসভার উচ্চকক্ষের নাম 'ন্যাশনাল কাউন্সিল' এবং নিম্ন কক্ষের নাম 'ন্যাশনাল আসেম্বলী'ঃ**

সূত্রঃ সোনার ভুট।

ব্যাখ্যাঃ সো=স্লোভেনিয়া; না=নামিবিয়া; ভুট=ভুটান।

❑ **যে সব দেশের আইনসভার নাম ফেডারেল অ্যাসেম্বলিঃ**

সূত্রঃ অসুরা।

ব্যাখ্যাঃ অ=অস্ট্রিয়া; সু=সুইজারল্যান্ড; রা=রাশিয়া।

❑ **বিভিন্ন দেশের আইনসভাঃ**

পোল্যান্ড এর সীম, স্পেনের ক্রোটমাছ (ক্রোটিস), সুইডেনের ড্যাগে (রিকসড্যাগ) পাক করে, ফ্রান্সের চেম্বারে নিয়ে ডেনমার্কে ফ্যাকেটিং (ফোকেটিং) করে পাঠানোর আগে নরওয়েতে (স্টরটিং) দিয়ে জার্মানীতে রেখে (রাইখস্ট্যাগ), রামিয়ার ডুমা বা ইসরাইলের নেসেটে বসে খেলে, জাপানীদের ডায়েট ভাল হয়।

জাতিসংঘ সম্পর্কে

❑ **জাতিসংঘ গঠনের প্রস্তাবকারী দেশ**

সূত্রঃ সোচীন ব্রিটেনের হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে খেলবে।

ব্যাখ্যাঃ সো → সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন → চীন, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র।

❑ **স্বাধীন দেশ হয়েও জাতিসংঘের সদস্য নয় যে দেশগুলোঃ**

সূত্রঃ তাইওয়ানের কফি খেতে ভ্যাট লাগে

ব্যাখ্যাঃ তাইওয়ান, ক → কসোভো,
ফি → ফিলিস্থিন, ভ্যাট → ভ্যাটিকান

❑ **জাতিসংঘের স্থায়ী পর্যবেক্ষক দেশগুলো**

ব্যাখ্যাঃ V.F → ভ্যাটকান, ফিলিস্থিন

❑ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য দেশগুলো ও যাদের Veto Power ক্ষমতা রয়েছে।

সূত্রঃ রাযু ফ্রাই খাবার কি চিনবি?

ব্যাখ্যাঃ রা → রাশিয়া, যু → যুক্তরাষ্ট্র,
ফ্রাই → ফ্রান্স, চিন → চীন, বি → ব্রিটেন।

❑ যে সকল দেশগুলোর জাতিসংয়ের চাঁদা প্রদান করতে হয় নাঃ

সূত্রঃ নাটোকি সংলাপ

ব্যাখ্যাঃ না → নাউরু, টো → টোংগা, কি → কিরিবাতি

❑ বিশ্বব্যাংকের সর্বাধিক চাঁদা প্রদানকারী দেশ

সূত্রঃ 4 J. F

ব্যাখ্যাঃ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, জার্মানী, ফ্রান্স

❑ জাতিসংঘের অফিসিয়াল ভাষা ৬টিঃ

সূত্রঃ আই রুচী চানাচুর সফ খেয়ে ফেলি

ব্যাখ্যাঃ আ → আরবি, ই → ইংরেজি, রু→ রুশ,
চী → চীন, স → স্প্যানিশ, ফ → ফরাসী।

নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য

❑ **যে সকল দেশগুলো নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যঃ**

সূত্রঃ শর্মি আপা কম দামের জামা পড়ে ভাপ নিয়ে আমার মনে গুটো দিয়ে আফ্রিকা চলে গেল।

ব্যাখ্যাঃ আ → আজারবাইজান, পা → পাকিস্তান,
ক → কলম্বিয়া, ম → মরক্কো, জামা → জার্মানি,
ভা → ভারত, প → পর্তুগাল, গু → গুয়েতমালা,
টো → টোগো, আফ্রিকা।

জাতিসংঘ ও অন্যান্য সংস্থা

★ জাতিসংঘ সদর দপ্তরের স্থপতি → ডব্লিউ হ্যারিসন
★ জাতিসংঘের সদর দপ্তর অবস্থিত → নিউইয়র্ক
★ জাতিসংঘের নামকরণ করেন → ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট (১৯৪২ সালে)
★ জাতিসংঘ সনদের রচয়িতা → Archibald Maclesh
★ জাতিসংঘ সনদ কার্যকর হয় → ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর
★ এশিয়া থেকে এ পর্যন্ত জাতিসংঘের মহাসচিব নির্বাচিত হন → ২ জন
★ জাতিসংঘের মহাসচিবদের মধ্যে শান্তিতে নোবেল পান→ ২ জন
★ আয়তনে জাতিসংঘের ছোট দেশ → নাউরু
★ বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য দেশ → ১৯৩ (সর্বশেষ দক্ষিণ সুদান)
★ জাতিসংঘের সনদ সাক্ষরিত হয় → ১৯৪৫ সালে, সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে
★ জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিল → ৫১টি
★ জাতিসংঘ থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগকারী দেশ → ইন্দোনেশিয়া (১৯৬৫) সালে পুনরায় আবার ফিরে আসে ওই সালে।
★ পূর্বে যে দেশ জাতিসংঘের সদস্য ছিল বর্তমানে নেই → তাইওয়ান
★ জাতিসংঘ দিবস পালিত হয় → ২৪ অক্টোবর
★ জাতিসংঘের মূল ভবনে স্থপতি → ওয়ালেস কে. হ্যারিসন, (যুক্তরাষ্ট্র)
★ জাতিসংঘের ইউরোপীয় সদর দপ্তর অবস্থিত → জেনেভা
★ ফ্লাসিং মিডোস কি → জাতিসংঘের সভাস্থল, নিউইয়র্ক
★ জাতিসংঘে সবচেয়ে বেশি চাঁদা দেয় → যুক্তরাষ্ট্র
★ জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত → টোকিও, জাপান
★ জাতিসংঘ শান্তি বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত → কোস্টারিকায়
★ বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে → ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর
★ বাংলাদেশ জাতিসংঘের → ১৩৬তম সদস্য
★ বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম অধিবেশন সদস্য পদ লাভ করে → ২৯তম
★ জাতিসংঘের মূল অঙ্গ সংগঠন → ৬টি
★ নিরাপত্তা বা স্বস্তি পরিষদের সদস্য → ১৫টি (স্থায়ী ৫, অস্থায়ী ১০টি)

★ নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির কার্যকাল → ১ মাস
★ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয় → ২ বছরের জন্য
★ সাধারণ পরিষদের অপর নাম → আলোচনা পরিষদ
★ সাধারণ পরিষদের সভাপতির মেয়াদ → ১ মাস
★ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় → ওয়েস্ট মিনিস্টার হল, লন্ডন
★ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অপর নাম → উন্নয়ন পরিষদ
★ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হন → ৩ বছরের জন্য
★ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে অভিহিত করা হয় → Limited Nations Family
★ আন্তর্জাতিক আদালতের অপর নাম → স্থায়ী সালিসী আদালত
★ আন্তর্জাতিক আদালতের সদর দপ্তর → নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে
★ আন্তর্জাতিক আদালতের সদর দপ্তরের নাম → শান্তি প্রসাদ
★ আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক → ১৫ জন (অপরাধ আদালতের বিচারক →১৮ জন)
★ আন্তর্জাতিক আদালতের বর্তমান প্রেসিডেন্ট → পিটার টমকা (স্লোভাকিয়া)
★ আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকগণ নির্বাচিত হন → ৯ বছরের জন্য
★ জাতিসংঘের সচিবালয়ের প্রধান → মহাসচিব (সেক্রেটারী জেনারেল)
★ জাতিসংঘের মহাসচিবের মেয়াদ → ৫ বছর ★ জাতিসংঘ সচিবালয় সদর দপ্তর → নিউইয়র্ক
★ জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব → অ্যান্টনিও গুতেরেস (পর্তুগাল)
★ জাতিসংঘের বর্তমান উপ-মহাসচিব → জন এলিয়াসন (সুইডেন)
★ জাতিসংঘের প্রথম এশীয় মহাসচিব → উ-থান্ট (মায়ানমার)
★ জাতিসংঘের কোন মহাসচিব বিমান দুর্ঘটনায় মারা যায় → দ্যাগ হেমারশোল্ড, সুইডেন, ১৯৬১ সালে।

বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে

❑ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অক্ষশক্তি ছিল যে রাষ্ট্রগুলি:

সূত্র: অতুর জামা হাবুল পড়েছে

ব্যাখ্যা: অ → অস্ট্রিয়া, তুর → তুরস্ক, জামা → জার্মানী, হা → হাঙ্গেরী, বুল → বুলগেরিয়া

❑ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্র শক্তি ছিল যে রাষ্ট্রগুলি :

সূত্র: ইসা রাজা তার বউ রোমা কে একটি বেবি ফ্রি গিপ করেছে।

ব্যাখ্যা: ই → ইতালি, সা → সার্বিয়া, রা → রাশিয়া,
জা → জাপান, রো → রোমানিয়া, মা → মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র,
বে → বেলজিয়াম, বি → ব্রিটেন, ফ্রি → ফ্রান্স, গি → গ্রিস,
প → পর্তুগাল।

❑ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অক্ষশক্তি ছিল যে রাষ্ট্রগুলি:

সূত্র: জাপান জাই

ব্যাখ্যা: জাপান, জা → জার্মানী, ই → ইতালি

❑ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্র শক্তি ছিল যে রাষ্ট্রগুলি:

সূত্র: রাবিতে পোচিয পি ফ্রি ছিট আছে

ব্যাখ্যা: রা → রাশিয়া, বি → ব্রিটেন, পো → পোলান্ড, চি → চীন,
য → যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রি → ফ্রান্স।

বিভিন্ন সংস্থার সদরদপ্তর

টেকনিক-১

✓ যে সকল সংস্থার সদরদপ্তর নিউইয়র্ক

★ মানুষ সংক্রান্ত বিষয়ক সংস্থার সদরদপ্তর → নিউইয়র্ক
★ UNFPA→ United Nations Population Fund. (জনসংখ্যা তহবিল)
★ UNIFEM → United Nations Development Fund For Women (নারী উন্নয়ন তহবিল)
★ UNICEF → United Nations Children's Fund (শিশু তহবিল)

✓ যে সকল সংস্থার সদরদপ্তর রোম

✓ কৃষি সংক্রান্ত সংস্থার সদর দপ্তর রোম

★ FAO → Food & Agricultural Organization (খাদ্য ও কৃষি সংস্থা)
★ IFAD → International Fund for Agricultural Development (কৃষি উন্নয়ন তহবিল)

✓ যে সকল সংস্থার সদরদপ্তর ওয়াশিংটন ডি. সি

★ অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ক সংস্থার সদরদপ্তর → ওয়াশিংটন ডি. সি
★ IMF → International Monetary Fund (মুদ্রা তহবিল)
★ WB → World Bank (বিশ্ব ব্যাংক + বিশ্ব ব্যাংকের অঙ্গ সংগঠন ৫টি): অঙ্গ সংগঠন পাঁচটি
★ IBRD → International Bank for Reconstruction & Development, (পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য ব্যাংক)
★ IDA → International Development Association (উন্নয়ন সমিতি)
★ IFC → International Finance Corporation (পুঁজি বিনিয়োগ সমিতি)
★ ICSID → International Centre for Settlement of Investment disputes (পুঁজি বিনিয়োগ জনিত বিরোধ নিষ্পত্তি কেন্দ্র)
★ MIGA→ Multilateral Investment Guarantee Agency (বহুপাক্ষিক বিনিয়োগ নিশ্চয়তা সংস্থা)

✓ যে সকল সংস্থার সদরদপ্তর জেনেভা

★ WTO→ World Trade Organization (বাণিজ্য সংস্থা)
★ WHO → World Health Organization (স্বাস্থ্য সংস্থা)
★ WMO → World Metrorological Organization (আবহাওয়া সংস্থা)
★ WIPO → World Intellectual Proper Organization (বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদ সংস্থা)
★ ILO → International Labour Organization (শ্রম সংস্থা)
★ ITU→ International Telecommunication Union (টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন)
★ UNCTAD→ United Nations Conference on Trade & Development (বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন)

✓ যে সকল সংস্থার সদরদপ্তর ভিয়েনা

★ UNIDO → United Nationa Industrial Development Organization (শিল্পোন্নয়ন সংস্থা)
★ IAEA → International Automic Energy Agency (আনবিক শক্তি)

✓ যে সংস্থার সদরদপ্তর বার্ন

★ UPU → Universal Postal Union (ডাক ইউনিয়ন)

✓ যে সংস্থার সদরদপ্তর লন্ডন

★ IMO → International Maritime Organization (সমুদ্র চলাচল সংস্থা)

✓ যে সংস্থার সদরদপ্তর মান্ট্রিল, কানাডা

★ ICAO → International Civil Aviation Organization (বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা)

✓ যে সংস্থার সদরদপ্তর প্যারিস

★ UNESCO → United Nations Education Scientific & Cultural Organization (শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিক সংস্থা)

✓ যে সংস্থার সদরদপ্তর নাইরোবী, কেনিয়া

★ UNEP → United Nations Environment Programme (পরিবেশ কর্মসূচি)

টেকনিক-২

❑ **সদর দপ্তর একাধিক যেখানেঃ**

সদর দপ্তর	সংস্থাসমূহ
জেনেভা (সুইজারল্যান্ড)	WHO, WTO (GATT), WIPO, WMO, ILO, UNCTAD, ITU, UNHCR, UNRISD, UNITAR, Red Cross, EFTA.
ওয়াশিংটন ডিসি	IMF, World Bank, (IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID), CARE, OAS.
নিউইয়র্ক	UN, UNDP, UNICEF, UNV, UNFPA, UNIFEM, UNITR, UNHHSF.
ব্যাংকক (থাইল্যান্ড)	SEATO, ESCAF.
ভিয়েনা (অস্ট্রিয়া)	IAEA, UNIDO, OPEC, UNIDCP.
রোম (ইতালি)	FAO, IFAD, UNHICRI (WFP).
প্যারিস ফ্রান্স	UNESCO, OECD, FC, Interpol (লিঁও)
লন্ডন (যুক্তরাজ্য)	IMO (IMCO), Common Wealth, Amnesty International.
ঢাকা (বাংলাদেশ)	GIRDAP, AAPP, USG
জেদ্দা (সৌদি আরব)	OIC, IDB, GCC. (রিয়াদ)
ম্যানিলা (ফিলিপাইন)	ADB, IRRI.
সিংগাপুর সিটি	ASEAN, APEC, AFIC, PECC.
হেগ (নেদারল্যান্ড)	IJB, ICJ.
ব্রাসেলস (বেলজিয়াম)	NATO, EU, BENELUX, EEC, ECSC.

❑ **সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় মোট ৯টি সংস্থার সদর দপ্তর অবস্থিতঃ**

*যার মধ্যে ৫টি সংস্থার শেষের অক্ষর O এবং ৩টি সংস্থার প্রথম অক্ষর U এবং একটি সংস্থার শেষের অক্ষর U।

যেমনঃ O যুক্ত সংস্থাগুলো- ILO, WTO, WHO, WMO, WIPO এবং U যুক্ত সংস্থাগুলো- UNCTAD, UNHCR, UNRISD ও ITU.

নিউইয়র্কে যে সব সংস্থাগুলো অবস্থিত সেগুলোর প্রথম অক্ষর U যেমন- UN, UNDP, UNICEF, UNFPA, UNV, UNDFW, UNITAR.

*ভিয়েনায় ৩টি সংস্থা অবস্থিত। যথা- UNTDO, IAEA, UNIDCP.

*রোমে ৩টি সংস্থা অবস্থিত। যথা- FAO, IEAD, WEP.

*ওয়াশিংটন ভিসিতে ২টি সংস্থা অবস্থিত। যথা- IMF (IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID).

বাকিগুলো হলোঃ UPU-বার্ণ (সুইজারল্যান্ড), UNESCO-প্যারিস (ফ্রান্স), ICAO-মন্ট্রিল (কানাডা), IMO-লন্ডন (ইংল্যান্ড), UNEP-নাইরোবি (কেনিয়া), UNU- টোকিও (জাপান)।

❑ **সদর দপ্তর নেই যে সংস্থাগুলিরঃ**

NAM, G-77, G-8, ASPAC, BIMSTEC.

কমনওয়েলথ

❑ **ব্রিটিশ উপনিবেশ হয়েও যে দেশগুলো কমনওয়েলথ এর সদস্য হয়নি ঃ**

সূত্রঃ আমি ইমা K একটি ইসু বা, কামিজ কিনে দিলাম।

ব্যাখ্যাঃ আ=আরব আমিরাত; মি=মিয়ানমার; ই=ইরাক; মা=মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; K=কুয়েত; ই=ইয়েমেন; সু=সুদান; বা=বাহরাইন কা=কাতার; মি=মিশর; জ=জর্ডান।

OIC

❑ মুসলমান প্রধান না হলেও OIC এর সদস্য দেশ :

সূত্রঃ সুমো ক্যাবিনি বসে গান গাউ।

ব্যাখ্যাঃ সু → সুরিনাম, মো → মোজাম্বিক,
ক্যা → ক্যামেরুন, বিনি → বেনিন,
গা → গায়ানা, উ → উগান্ডা

সার্ক

❑ সার্কের অন্তর্ভূক্ত দেশগুলো:

সূত্রঃ আপা বাশী ভাত মা কে ভুনে দাও

ব্যাখ্যাঃ আ → আফগানিস্তান, পা → পাকিস্তান,
বা → বাংলাদেশ, শী → শ্রীলংকা, ভাত → ভারত,
মা → মালদ্বীপ, ভু → ভুটান, নে → নেপাল।

❑ সার্কভুক্ত যে দেশের সামরিক বাহিনী নাই।

সূত্রঃ ভুয়া মাল

ব্যাখ্যাঃ ভু → ভুটান, আ → আফগানিস্তান, মাল → মালদ্বীপ।

❑ **সার্কের পর্যবেক্ষকের মযার্দা দেওয়া হয়েছে যে দেশগুলোর:**

সূত্রঃ অমি ইদ এলে যুচী কে নতুন জামা কিনে দেই।

ব্যাখ্যাঃ অ → অস্ট্রেলিয়া, মি → মিয়ানমার, ই → ইরান,
দ → দক্ষিণ কোরিয়া, যু → যুক্তরাষ্ট্র, চী → চীন,
জা → জাপান, মা → মরিশাস।

❑ **সার্ক (SAARC= South Asian Association for Regional Co-opeation) এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহঃ**

সূত্রঃ শ্রী আপা বা মা সার্ক গঠন করতে ভুটান ও ভারতকে সাথে নিয়ে নেপালের কাঠমন্ডুতে গেল।

ব্যাখ্যাঃ শ্রী=শ্রীলংকা; আ= আফগানিস্তান; পা = পাকিস্তান; বা বাংলাদেশ; মা=মালদ্বীপ; ভুটান; ভারত; নেপাল।

বি:দ্র: সার্কের মোট সদস্য রাষ্ট্র ৮টি। সদর দপ্তর নেপালের কাঠমন্ডু।

অথবাঃ সূত্রঃ MBA IS BNP

ব্যাখ্যাঃ M= মালদ্বীপ; B= বাংলাদেশ; A= আফগানিস্তান; I=ইন্ডিয়া/ভারত; S=শ্রীলঙ্কা; B= ভুটান; N=নেপাল; P= পাকিস্তান।

মনে রাখবেনঃ বিএনপি নামক রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান এবং এই সার্কের প্রতিষ্ঠাতাও জিয়াউর রহমান।

আসিয়ান

টেকনিক-১

❑ যে সকল দেশগুলো আসিয়ানের সদস্য

সূত্রঃ MTV তে FILM দেখলে BCS হবেনা।

ব্যাখ্যাঃ M → মালয়েশিয়া, T → থাইল্যান্ড,
V → ভিয়েতনাম, F → ফিলিপাইন, I → ইন্দোনেশিয়া,
L→ লাওস, M→ মিয়ানমার, B→ ব্রুনাই,
C→ কম্বোডিয়া S→ সিঙ্গাপুর।

টেকনিক-২

❑ **আসিয়ান (ASEAN) এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহঃ**

সূত্রঃ ভিসি মামা ব্রুফি থালা কই।

ব্যাখ্যাঃ ভি= ভিয়েতনাম; সি= সিঙ্গাপুর; মা= মালয়েশিয়া; মা= মায়ানমার; ব্রু= ব্রুনাই; ফি= ফিলিপাইন; থা= থাইল্যান্ড; লা= লাওস; ক= কম্বোডিয়া; ই= ইন্দোনেশিয়া।

অথবা- **ASEAN-এর সদস্য দেশঃ- সূত্রঃ** "নিউজ দেখ CSB তে আর FILM দেখ MTV তে।"

ব্যাখ্যাঃ C= কম্বোডিয়া; S= সিঙ্গাপুর; B= ব্রুনাই; F= ফিলিপাইন; I= ইন্দোনেশিয়া L= লাওস; M= মায়ানমার; M= মালয়েশিয়া; T= থাইল্যান্ড; V= ভিয়েতনাম।

অথবাঃ "BCS দেওয়ার পূর্বে MTV তে FILM দেখ।"

D-8 (Developing of Eight)

টেকনিক-১

❑ যে সকল দেশগুলো D-8 এর সদস্য :

সূত্রঃ বাপ মা কেউ নাই তুমিই সব।

ব্যাখ্যাঃ বা → বাংলাদেশ, প → পাকিস্তান, মা → মালয়েশিয়া,
না → নাইজেরিয়া, ই → ইরান, তু → তুরস্ক, মি → মিশর,
ই → ইন্দোনেশিয়া।

টেকনিক-২

❑ **D-8 (Developing of Eight) এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহঃ**

সূত্রঃ বাংলার পাখি তুরস্কের মাল ইরানে মিশায় কতবার তার ইন্দো নাই।

ব্যাখ্যাঃ বাংলার= বাংলাদেশ; পাখি= পাকিস্তান; তুরস্কের= তুরস্ক; মাল= মালয়েশিয়া; ই= ইরান; মিশায় = মিশর; ইন্দো= ইন্দোনেশিয়া; নাই= নাইজেরিয়া।

অথবা **(D = 8)**: এর সদস্য দেশঃ সূত্রঃ মিতু ইমা ইন্দোপার্ক বাংলায় নাই।

ব্যাখ্যাঃ মি=মিশর; তু=তুরস্ক; ই=ইরান; মা=মালয়েশিয়া; ইন্দো=ইন্দোনেশিয়া; পাক= পাকিস্তান; বাংলায়= বাংলাদেশ; নাই=নাইজেরিয়া।

G-8 (Group of Eight)

❑ **G-8 (Group of Eight) এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহঃ**

সূত্রঃ বৃটেনের কানা রাজা যুক্তরাষ্ট্রে ফ্রাই খায়।

ব্যাখ্যাঃ বৃটেন = বৃটেন; কানা= কানাডা; রা=রাশিয়া; জা=জাপান; জা= জার্মান; যুক্তরাষ্ট্র= যুক্তরাষ্ট্র; ফ্রা= ফ্রান্স; ই= ইতালি।

SAARC + SAFTA + SAPTA

সূত্রঃ আপা বাশী ভাত মা কে ভুনে দাও।

ব্যাখ্যাঃ আ → আফগানিস্তান, প → পাকিস্তান, বা → বাংলাদেশ,
শী → শ্রীলংকা, ভাত → ভারত, মা → মালদ্বীপ, ভু → ভুটান, নে → নেপাল।

বেনেলাক্স

❑ বেনেলাক্স এর সদস্য দেশগুলো :

সূত্রঃ বেলুন **ব্যাখ্যাঃ** বে → বেলজিয়াম, লু → লুক্সেমবার্গ, ন → নেদারল্যান্ড।

বিমসটেক

❑ যে সকল দেশগুলো বিমসটেক এর সদস্য

সূত্রঃ থাইমা বাশী ভাত ভুনে খাও

ব্যাখ্যাঃ থাই → থাইল্যান্ড, মা → মায়ানমার, বা → বাংলাদেশ,
শ্রী → শ্রীলংকা, ভাত → ভারত, ভু → ভুটান, নে → নেপাল।

ECO

❑ **ECO (Economic Co-operation Organization) এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহঃ**

সূত্রঃ তুই আজারবাইজানে গিয়ে ৭ স্থান দেখে আসবি

ব্যাখ্যাঃ তু → তুরস্ক, ই → ইরান, আজারবাইজান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, কাজাখস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিস্তান।

অথবাঃ আপা ও কাফি তুর্কি, তাজি, উজ দিয়ে আজই তুরস্কে যাবে।

NATO

❑ NATO ভূক্ত মুসলিম দেশ :

সূত্রঃ আলতু **ব্যাখ্যাঃ** আলবেনিয়া, তু → তুরস্ক

ওপেক

❑ **ওপেক (OPEC) এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহঃ**

সূত্রঃ আলি কাকু আই না সংগেই সৌভে।

ব্যাখ্যাঃ আ = আলজেরিয়া; লি= বিবিয়া; কা= কাতার; কু= কুয়েত; আ= অ্যাঙ্গেলা; ই= ইরাক; না= নাইজেরিয়া; সংগে= সংযুক্ত আরব আমিরাত; ই=ইরান; সৌ= সৌদি আরব; ভে= ভেনিজুয়েলা ও ইকুয়েডর।

GCC

❑ **GCC (Gulf Co-operative Council) এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহঃ**

সূত্রঃ ও কাকু বাসং সৌদি গেছে।

ব্যাখ্যাঃ ও = ওমান; কা= কাতার; কু= কুয়েত; বা= বাহরাইন; সং= সংযুক্ত আরব আমিরাত; সৌদি= সৌদি আরব।

অথবা GCC-এর সদস্য রাষ্ট্রঃ- সূত্রঃ কাকু সৌদিতে JOB করে।

ব্যাখ্যাঃ কা=কাতার; কু=কুয়েত; সৌদি= সৌদিআরব; J= Joint (সংযুক্ত আরব আমিরাত); O= ওমান; B= বাহরাইন।

অথবাঃ বাহ কাকু সৌদি থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমান যাবে।

অথবাঃ কাকু সৌদি সংযুক্ত ওমান ও বাহরাইনে বসবাস করেন।

অথবাঃ জিসিসিং-সৌদি সং, বাহ! ও কাকু কী দারুণ!

EU

❑ **EU এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহঃ**

লিথু লাট হাঙ্গরী তাই
চিকেন পোলা ও আস্ত খাই
স্লো স্লো সাইপ্রাসের মাল্টা চাই।

এশিয়া মহাদেশ সম্পর্কে

দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সম্পর্কে সূত্র

সূত্রঃ আপা বাশী ভাত মামা কে ভুনে দাও

ব্যাখ্যাঃ আ → আফগানিস্তান, পা → পাকিস্তান, বা → বাংলাদেশ,
শ্রী → শ্রীলংকা, ভাত → ভারত, মা → মালদ্বীপ,
মা → মায়ানমার, ভু → ভুটান, নে → নেপাল

বিঃ দ্রঃ বাংলাদেশ ব্যতিত দ. এশিয়ার দেশগুলো স্বাধীনতা লাভ করে বৃটেনের কাছ থেকে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ সম্পর্কে সূত্র

সূত্রঃ ETV-তে FILM দেখলে BCS হবে না

ব্যাখ্যাঃ E → (East) পূর্ব তিমুর, T→ থাইল্যান্ড, V→ ভিয়েতনাম,
F→ ফিলিপাইন, I→ ইন্দোনেশিয়া, L→ লাওস,
M→ মালয়েশিয়া, B → ব্রুনাই, C→ কম্বোডিয়া,
S → সিঙ্গাপুর।

দূর প্রাচ্যের দেশ সম্পর্কে সূত্র :

সূত্রঃ জামটি কোচি তাই খাই

ব্যাখ্যাঃ জা → জাপান, ম → মঙ্গোলিয়া, কো → কোরিয়া, চি → চীন, তাই → তাইওয়ান

মধ্য এশিয়ার দেশ সম্পর্কে সূত্র

সূত্রঃ উজবেকিস্তানের তুতা কাকির আজ বিয়ে

ব্যাখ্যাঃ উজবেকিস্তান, তু → তুর্কমেনিস্তান, তা → তাজিকিস্তান, কা → কাজাখস্তান, কির → কিরগিজস্তান, আজ → আজারবাইজন।

বিঃ দ্রঃ মধ্য এশিয়ার দেশগুলো স্বাধীনতা লাভ (উপনিবেশ) করে → সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে।
→ এশিয়ার বাকী সমস্ত দেশগুলোর মধ্য প্রাচ্যের অন্তর্ভূক্ত

বিঃ দ্রঃ মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলো ব্রিটেনের উপনিবেশ ছিল (সিরিয়া + লেবানন)
ফ্রান্সের, তুরস্ক → অটোমান সাম্রাজ্যের

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ সম্পর্কে

পলিনেশিয়া দেশসমূহ

সূত্রঃ সমো টু টোঙ্গো

ব্যাখ্যাঃ সামো → সামোয়া, টু → টুভ্যালু, টোঙ্গো, ইস্টার, তাহিতি

বিঃ দ্রঃ সামোয়া স্বাধীনতা লাভ করে নিউজিল্যান্ড থেকে আর বাকি দুটি দেশ স্বাধীনতা লাভ করে বৃটেনের নিকট থেকে।

মাইক্রোনেশিয়া দেশসমূহ

সূত্রঃ মামা কিনা কাটা করে পালাউ

ব্যাখ্যাঃ মা → মাইক্রোনেশিয়া, মা → মার্শাল দীপপুঞ্জ,
কি → কিরিবাতি, না → নাউরু, পালাউ। ক্যালেডোনিয়া, গেরিয়ানা

বিঃ দ্রঃ মাইক্রোনেশিয়া দেশসমূহ স্বাধীনতা লাভ করে বৃটেনের নিকট থেকে মাইক্রোনেশিয়া (স্বাধীনতা পায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে)

মেলানেশিয়া দেশসমূহ

সূত্রঃ ভানু ফি ছাড়া ভেতরে যাওয়ার পাস পেয়েছে

ব্যাখ্যাঃ ভানু → ভানুয়াতু, ফি → ফিজি, পা → পাপুয়া নিউগিনি, স → সলোমান দ্বীপপুঞ্জ

বি: দ্র: (ফিজি + সলোমন → ব্রিটেনের) পাপুয়া নিউগিনি → অস্ট্রেলিয়া,
ভানুয়াতি → ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল।

দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহ

সূত্র: আপা ভেপে বাজিএ কচি কণ্ঠে বেসুরি গান গাউ

ব্যাখ্যা: আ → আর্জেন্টিনা, পা → প্যারাগুয়ে, ভে → ভেনিজুয়েলা,
পে → পেরু, বাজি → ব্রাজিল, এ → একুয়েডর,
ক → কলম্বিয়া, চি → চিলি, বে → বলিভিয়া,
সুরি → সুরিনাম, গা → গায়ানা, উ → উরুগুয়ে।

বি: দ্র: দ. আমেরিকার ৯টি দেশ স্বাধীনতা লাভ করে স্পেনের নিকট থেকে এবং এদের প্রধান ভাষা স্প্যানিশ। {ব্রাজিল → পর্তুগাল, গায়ানা → ব্রিটেন, সুরিনাম → নেদারল্যান্ডস} এর নিকট থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

উত্তর আমেরিকার দেশসমূহ

সূত্র: কানা মামে

ব্যাখ্যা: কানা → কানাডা, মা → মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মে → মেক্সিকো

বি: দ্র: উত্তর আমেরিকার দেশ বৃটেনের উপনিবেশ ছিল (মেক্সিকো ব্যতীত)

মধ্য আমেরিকার দেশসমূহ

সূত্র: নিপা হান্ডুরাস থেকে কোবে গুয়েতে এল

ব্যাখ্যা: নি → নিকারাগুয়া, পা → পানামা, হন্ডুরাস,
কো → কোস্টারিকা, বে → বেলিজ, গুয়েতে → গুয়েতেমালা,
এল → এলসালভেদর

বি: দ্র: মধ্য আমেরিকার দেশগুলো স্বাধীনতা লাভ করে (উপনিবেশ ছিল) স্পেনের নিকট থেকে এবং এদের প্রধান ভাষা স্প্যানিশ (পানামা → কলম্বিয়া থেকে)

ইউরোপ মহাদেশ সম্পর্কে

পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহ

সূত্র: আজ সারা বেলাই ঘুরব

ব্যাখ্যা: আ → আর্মেনিয়া, জ → জর্জিয়া, সা → সাইপ্রাস,
রা → রাশিয়া, বেলা → বেলারুশ, ই → ইউক্রেন

বি: দ্র: পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো স্বাধীনতা লাভ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে (সাইপ্রাস → গ্রীস থেকে)

পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ

সূত্র: ফ্রান্স থেকে একটি বেবি আনে দাও

ব্যাখ্যা: ফ্রান্স, বে → বেলজিয়াম, বি → বৃটেন, আ → আয়ারল্যান্ড, নে → নেদারল্যান্ড

উত্তর ইউরোপের দেশসমূহ

সূত্র: ডেফি এলালি কে নিয়ে ভেতরে আসুন

ব্যাখ্যা: ডে → ডেনমার্ক, ফি → ফিনল্যান্ড, এ → এস্তোনিয়া,
লা → লাটভিয়া, লি → লিথুনিয়া, আ → আইসল্যান্ড, সু → সুইডেন, ন → নরওয়ে।

মধ্য ইউরোপের দেশসমূহ

সূত্র: পোলি মজা করে হালুঅ ষোল বার চেক করে খেতে সুরু করল

ব্যাখ্যা: পো → পোলান্ড, লি → লিচেনস্টাইন, ম → মলদোভা,
জা → জার্মানি, হা → হাঙ্গেরী, লু → লুক্সেমবার্গ,
অ → অস্টিয়া, স্লো → স্লোভাকিয়া,
চেক → চেকপ্রজাতন্ত্র, সু → সুইজারল্যান্ড, রু→ রুমানিয়া।

বি: দ্র: বাকি দেশগুলো দক্ষিণ ইউরোপের দেশ

সম্রাটদের পর্যায়ক্রম

*সূত্রঃ বাবার হয়েছিল একবার জ্বর সারিল ঔষধে

ব্যাখ্যাঃ বাবার → বাবর, হয়েছিল → হুমায়ূন, একবার → আকবর,
জ্বর → জাহাঙ্গীর, সারিল → শাহজাহান, ঔষধে → আওরঙ্গজেব।

*সূত্রঃ SPAA ব্যাখ্যাঃ S → সক্রেটিস, P → প্লেটো, A→ এরিস্টটল, A → আলেকজান্ডার।

বিশ্বের বিখ্যাত সীমারেখা

❑ সূত্রঃ ডুরান আপা ব্যাখ্যাঃ ডুরান্ড লাইন, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের সীমারেখা

❑ সূত্রঃ ভাপা পিঠা কন্ট্রোল করে খাও
ব্যাখ্যাঃ লাইন অব কন্ট্রোল, ভারত ও পাকিস্তানের সীমারেখা

❑ সূত্রঃ কার্জন হল পোরাতন হয়ে গেছে
ব্যাখ্যাঃ কার্জন লাইন, পোল্যান্ড ও রাশিয়ার সীমারেখা

❑ সূত্রঃ সরকার ফস করে পোলি ব্যাগ উঠায়ে দিল
ব্যাখ্যাঃ ফস লাইন, পোল্যান্ড ও লিথুনিয়ার সীমারেখা

❑ সূত্রঃ ম্যাজিনো আমাকে একটি জামা ফ্রি দিয়েছে
ব্যাখ্যাঃ ম্যাজিনো লাইন, জার্মান ও ফ্রান্সের সীমারেখা

❑ সূত্রঃ সে আমাকে একটি সিগফ্রিডের জামা ফ্রি দিয়েছে
ব্যাখ্যাঃ সিগফ্রিড লাইন, জার্মান ও ফ্রান্সের সীমারেখা

❑ সূত্রঃ ওডার ও হিন্ডার কে পোজা করো না
ব্যাখ্যাঃ ওডারনিস লাইন, হিন্ডারবার্গ লাইন, পোল্যান্ড ও জার্মানীর সীমারেখা

❑ সূত্রঃ রাফি ম্যানার হেইম
ব্যাখ্যাঃ ম্যানারহেইম লাইন, রাশিয়া ও ফিনল্যান্ডের সীমারেখা

❑ সূত্রঃ সনো যুমে গেছে
ব্যাখ্যাঃ সনোরা লাইন, যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর সীমারেখা

❑ সূত্রঃ ম্যাকমোহনের সাথে দেখা করতে চাই
ব্যাখ্যাঃ ম্যাকমোহন লাইন, চায়না ও ইন্ডিয়ার সীমারেখা

❑ সূত্রঃ বাই র‍্যাড
ব্যাখ্যাঃ র‍্যাডক্লিফ লাইন, বাংলাদেশ ও ইন্ডিয়ার সীমারেখা

❑ সূত্রঃ একুচুয়ালী লাইন কন্ট্রোল করতে চাই
ব্যাখ্যাঃ লাইন অব একচুয়াল কন্ট্রোল, চায়না ও ইন্ডিয়ার সীমারেখা

❑ সূত্রঃ আই পারপল হয়ে যাই
ব্যাখ্যাঃ পারপল লাইন, আরব ও ইসরাইলের সীমারেখা

❑ সূত্রঃ ব্লু লেই ব্যাখ্যাঃ ব্লু লাইন, লেবানন ও ইসরাইলের সীমারেখা

❑ সূত্রঃ ইসি কে নির্বাচনে গ্রীন ভূমিকা রাখতে হবে
ব্যাখ্যাঃ গ্রীন লাইন, ইসরাইল ও সিরিয়ার সীমারেখা

হট লাইন → ক্রেমলিন ও হোয়াইট হাউজের মধ্যে সরাসরি টেলিফোন সংযোগ

* ৩৮° অক্ষরেখা : উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সীমারেখা

* ৪৯° অক্ষরেখা : যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সীমারেখা

বিভিন্ন দেশের জাতীয় খেলা

✓ যে সকল দেশের জাতীয় খেলা বেসবল

সূত্রঃ বৃষ্টির পানিতে যুতা ভিজে গেছে

ব্যাখ্যাঃ পা → পানামা, নি → নিকারাগুয়া, যু → যুক্তরাষ্ট্র,
তা → তাইওয়ান

✓ দ. আমেরিকার দেশগুলোর জাতীয় খেলা → ফুটবল

✓ যে দেশগুলোর জাতীয় খেলা ব্যাডমিন্টন

সূত্রঃ ইমা

ব্যাখ্যাঃ ই → ইন্দোনেশিয়া, মা → মালয়েশিয়া

✓ আফগানিস্তানের জাতীয় খেলা → বক্সিং
✓ অস্ট্রিয়ার জাতীয় খেলা → আলপিন স্কিং
✓ আজারবাইজানের জাতীয় খেলা → দাবা
✓ বেলজিয়ামের জাতীয় খেলা → সাইক্লিং
✓ ভুটানের জাতীয় খেলা → তীরন্দাজী
✓ জাপানের জাতীয় খেলা → জুডো
✓ কানাডার জাতীয় খেলা → লাক্রসী ও হকি
✓ চীনের জাতীয় খেলা → টেবিলটেনিস
✓ স্পেনের জাতীয় খেলা → ষাড়ের লড়াই
✓ তুর্কমেনিস্থানের জাতীয় খেলা → ঘোড় দৌড়
✓ কিউবার জাতীয় খেলা → বাস্কেটবল

বিশ্বের বিখ্যাত প্রণালী

❑ **প্রণালীসমূহ ঃ**
ফসফরাসের মরমর দেশে ইংলিশরা ডোভার তৈরী করেছে। উত্তর ভূ মধ্যসাগরের জিব্রাল্টার ভারত সাগরকে পক দিয়ে বেরিং এ পৌঁছেছে।

❑ **প্রাণালীসমূহ সংযুক্ত করেছেঃ** ফসফরাস প্রণালী= মরমর ও কৃষ্ণসাগর; ডোভার প্রণালী= ইংলিশ ও উত্তর সাগর; জিব্রাল্টার প্রণালী= উত্তর আটলান্টিক ও ভূ মধ্যসাগর; বেরিং প্রণালী= উত্তর সাগর ও বেরিং সাগর; পক প্রণালী= ভারত সাগর ও আরব সাগর।

❑ **পক প্রণালীঃ** ভারত শ্রীলংকাকে পক দিয়ে নিজেকে আরব সাগরের সাথে সংযুক্ত করেছে। অর্থাৎ পক প্রাণালী ভারত-শ্রীলংকাকে পৃথক করেছে; ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর সংযুক্ত করেছে।

❑ **দার্দানেলিস প্রণালীঃ** দার্দা তুরস্ককে দুইবার ঈজিয়ান সাগরে মরেছে।
অর্থাৎ দার্দানেলিস প্রণালী তুরস্ককে দুইভাগে পৃথক করেছে এবং ঈজিয়ান সাগর ও মরমর সাগরকে সংযুক্ত করেছে।

❑ **বসফরাস প্রণালীঃ** বসের শহর ইস্তাম্বুল (এ শহরটি এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশে অবস্থিত, এ প্রণালী দ্বারা বিভক্ত হয়েছে), তাই কৃষ্ণ ভয়ে মরে।
অর্থাৎ বসফরাস প্রণালী এশিয়া ইউরোপকে পৃথক করেছে; কৃষ্ণ সাগর ও মরমর সাগরকে সংযুক্ত করেছে।

- **বাবল মান্দেব প্রণালীঃ** বাবল মান্দের এশিয়া আফ্রিকা থেকে পৃথক হওয়ায় লোহিত সাগর এডেন সাগরে চলে গেল।
- **মালাক্কা প্রণালীঃ** মালাক্কা প্রণালী দেখতে সুমা বঙ্গ জাবে। অর্থাৎ মালাক্কা প্রাণালী সুমাত্রা মালয়েশিয়াকে পৃথক করেছে; বঙ্গোপসাগর ও জাভা সাগরকে সংযুক্ত করেছে।
- **বিশ্বের বিখ্যাত প্রণালী অন্যান্য ঃ**

  জিব্রাল্টার প্রণালীঃ সূত্রঃ জিবা আই আটলা ও ভুমধ্য কে সংযুক্ত করি।

  ব্যাখ্যাঃ জিব্রাল্টার প্রণালী আফ্রিকা-ইউরোপ কে পৃথক করেছে এবং উত্তর আটলান্টিক+ভুমধ্যসাগরকে সংযুক্ত করেছে।
- **লুজন প্রণালীঃ সূত্রঃ** ফিতা লুজ হয়ে দক্ষিণ ফিলি চলে গেছে।

  ব্যাখ্যাঃ লুজন প্রণালী ফিলিপাইন ও তাইওয়ানকে পৃথক করেছে। ফিলিপাইন সাগর+দক্ষিণ চীন সাগরকে সংযুক্ত করেছে।
- **ডোভার প্রণালীঃ সূত্রঃ** ডোভার ফ্রাই না খেয়ে ইলিশ সাগর খেয়েছে।

  ব্যাখ্যাঃ ডোভার প্রণালী- ফ্রান্স-ইংল্যান্ডকে পৃথক করেছে এবং ইংলিশ চ্যানেল ও উত্তর সাগরকে সংযুক্ত করেছে।
- **বাব-এল মানদেব প্রণালীঃ সূত্রঃ** বাবা এডেন ও লোহিত কে নিয়ে এশিয়া ঘুরে এল।

  ব্যাখ্যাঃ বাব এল-মানদেব প্রণালী এশিয়া-আফ্রিকাকে পৃথক করেছে এবং এডেন সাগর ও লোহিত সাগরকে সংযুক্ত করেছে।
- **বেরিং প্রণালীঃ সূত্রঃ** এশি আম কে বেরা দিয়ে উবে সাগর কে যুক্ত করেছে।

  ব্যাখ্যাঃ বেরিং প্রণালী এশিয়া ও উত্তর আমেরিকা কে পৃথক করেছে এবং উত্তর সাগর বেরিং সাগরকে সংযুক্ত করেছে।
- **পক প্রণালীঃ সূত্রঃ** শ্রীভা পক মেরে আভাকে সংযুক্ত করেছে।

  ব্যাখ্যাঃ শ্রীলংকা ও ভারত পৃথক হয়েছে এবং আরব সাগর ও ভারত মহাসাগর সংযুক্ত হয়েছে।
- **বসফরাস প্রণালীঃ সূত্রঃ** এই বস মম ও কৃষ্ণ কে মিলিয়ে দাও।

  ব্যাখ্যাঃ এশিয়া ইউরোপ পৃথক হয়েছে এবং মর্মর সাগর ও কৃষ্ণসাগর সংযুক্ত হয়েছে।
- **ইংলিশ চ্যানেলঃ সূত্রঃ** ইলিশ ফ্রাই নিয়ে উত্তর আটলান্টিক সাগরে যাব।

  ব্যাখ্যাঃ ফ্রান্স-ইংল্যান্ড পৃথক হয়েছে এবং উত্তর সাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর সংযুক্ত হয়েছে।
- **হরমুজ প্রণালীঃ সূত্রঃ** আই হরমুজ খেয়ে ওমান পার হয়ে যায়।

  ব্যাখ্যাঃ আরব-ইরান প্রথক হয়েছে এবং ওমান উপসাগর+পারস্য উপসাগর সংযুক্ত হয়েছে।
- **ইউকাটান চ্যানেলঃ সূত্রঃ** ইউকাটান মেকি কে আলাদা করে মেক্যারিকে এক করেছে।

  ব্যাখ্যাঃ মেক্সিকো-কিউবা কে পৃথক করেছে এবং মেক্সিকো উপসাগর + ক্যারিবিয়ান সাগর সংযুক্ত হয়েছে।
- **দার্দানেলিস প্রণালীঃ সূত্রঃ** এই দাদা এজে মরমর করছে।

  ব্যাখ্যাঃ এশিয়া-ইউরোপ পৃথক হয়েছে এবং এজিয়ান সাগর+মরমর সাগর সংযুক্ত হয়েছে।
- **ফরমোজা প্রণালীঃ সূত্রঃ** চীতা চীট ফর মি।

  ব্যাখ্যাঃ চীন-তাইওয়ান পৃথক হয়েছে এবং চীন সাগর+ টংটিং উপসাগর সংযুক্ত হয়েছে।
- **জহর প্রণালীঃ সূত্রঃ** জহর সিমা কে ছেড়ে দিয়েছে।

  ব্যাখ্যাঃ সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়াকে পৃথক করেছে।

বিভিন্ন মিশ্র টেকনিক

❑ দেশ ও জাতির প্রতীকঃ

সূত্রঃ আফগানিস্তানের ত্রিশপরির যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্ণদন্ড চুরি করে ভারতের সিংহ দরজা পর্যন্ত পৌঁছালে পাকিস্তান তাদেরকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে রাশিয়া ও স্পেনের দুইমাথাযুক্ত ঈগলে চড়িয়ে আয়ারল্যান্ডের ত্রিপত্র ও চীনের সিসাম গাছ এবং জাপানের ক্রিসেন থিয়াম দেখতে পাঠালো।

ব্যাখ্যাঃ আফগানিস্তান= ত্রিশপরি; যুক্তরাষ্ট্র= স্বর্ণদন্ড; ভারত= সিংহ দরজা; পাকিস্তান= অর্ধচন্দ্র; রাশিয়া= দুইমাথাযুক্ত ঈগল; স্পেন= ঈগল; আয়ারল্যান্ড= ত্রিপত্র গাছ; চীন= সিসাম গাছ; জাপান= ক্রিসেন থিয়াম।

সূত্রঃ ওদিকে মিশর ও ডেনমার্কের সমুদ্র সৈকত দেখে জার্মানী চোখে শস্য ফুল দেখছে এবং বাংলাদেশের সাদা শাপলা দেখে ইরান ও যুক্তরাজ্য গোলাপ লাগিয়েছে। এ অবস্থা দেখে অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙ্গারু ইতালি ও কানাডার শ্বেত পদ্মে লাফ দিয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ মিশর ও ডেনমার্ক= সমুদ্র সৈকত; জার্মানী= শস্যফুল; বাংলাদেশ= সাদা শাপলা; ইরান ও যুক্তরাজ্য= গোলাপ; অস্ট্রেলিয়া= ক্যাঙ্গারু; ইতালি ও কানাডা= শ্বেত পদ্ম।

❑ জলপ্রপাত ইজি টেকনিক ঃ

সূত্রঃ ভেনিজুয়েলার অ্যাঞ্জেল-মিস্টার যু-কা নায়াগ্রা নিউ সুদারল্যান্ডে ব্রাজিগুয়া দেখতে গিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার তুগেলাকে ভুলে জিম্বাবুয়ের ভিক্টোরিয়ার কাছে গেল।

ব্যাখ্যাঃ ভেনিজুয়েলাতে=অ্যাঞ্জেল; যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাতে= নায়াগ্রা; নিউজিল্যান্ডে=সুদান; ব্রাজিলে= গুয়ারিয়া; দক্ষিণ আফ্রিকায়= তুগেলা; জিম্বাবুয়েতে= ভিক্টোরিয়া।

❑ পর্বতমালাঃ

সূত্রঃ এশিয়ার হিমালয়ে আফ্রিকার ক্যামেরায় ইউরোপের কাছে অল্প মনে হওয়ায় উত্তর আমেরিকা আলাস্কায় বসে দক্ষিণে আন্দাজ করে বলল অস্ট্রেলিয়াই গ্রেট।

ব্যাখ্যাঃ এশিয়া=হিমালয়; আফ্রিকা=ক্যামেরুন; ইউরোপ=আল্পস; উত্তর আমেরিকা=আলাস্কা; দক্ষিণ আমেরিকা=আন্দিজ; অস্ট্রেলিয়া= গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ।

❑ মরভূমিঃ

সূত্রঃ উত্তর আফ্রিকার সাহারা ভারত ও পাকিস্তানের ভয়ে থর থর কাঁপতে কাঁপতে মধ্য এশিয়ার (মঙ্গোলিয়া) গোবি ও সৌদি আরবের রুবালখালি পার হয়ে চীনের তাকলামাকান পৌঁছায়ে দেখলো, দক্ষিণ আফ্রিকার কালাহারি, উত্তর আফ্রিকার মিস নুরিয়ানের দিকে তাকিয়ে আছে।

ব্যাখ্যাঃ উত্তর আফ্রিকার= সাহারা; ভারত ও পাকিস্তানের= থর; মধ্য এশিয়ার (মঙ্গোলিয়া)= গোবি; সৌদি আরবের= রুবালখালি; চীনে= তাকলামাকান; দক্ষিণ আফ্রিকার=কালাহারি; উত্তর আফ্রিকার= নুরিয়ানে।

অথবা- সূত্রঃ আফ্রিকার সাহারা ভারত ও পাকিস্তানের ভয়ে থরথর করে কাঁপছে এবং এশিয়ার গোবি চীনের তাকলামাকানে হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার কালাহারি পৌঁছেছে।

ব্যাখ্যাঃ আফ্রিকা= সাহারা; ভারত ও পাকিস্তান= থর; চীন= তাকলামাকান; দক্ষিণ আফ্রিকা= কালাহারি।

❑ আগ্নেয়গিরি (গুয়েতেমালার আগ্নেয়গিরি)ঃ

সূত্রঃ আতিক, তাজমুল সান্তাকে এ্যাকাটেনে গুয়েতমালার ফুয়েগো নিয়ে গিয়েছিল।

ব্যাখ্যাঃ আতিতলাম, তাজমুলকো, সান্তামেরিয়া, এ্যাকাটেনাঙ্গে, ফুয়েগো।

❑ **বিমান সংস্থাঃ**

সূত্রঃ স্পেনের ইবিরিয়া জার্মানির লুফথানসা ব্রাজিলের ব্যারিজ ভাঙ্গার জন্য রাশিয়ার এরোফ্লোটে চড়ে ইন্দোনেশিয়ার গারুদা পার হয়ে পানামার কোপায় পৌছেছে।

অথবাঃ স্পেনের ইবিরিয়ায় চড়ে জার্মানির লুফথানসা পানামার কোথায় পৌছেছে। রাশিয়ার এরোফ্লোটে ও ইন্দোনেশিয়ার গারুদা ফিনল্যান্ডের ফিন এয়ারে রওয়ানা হয়েছেন।

ব্যাখ্যাঃ স্পেন= ইবিরিয়া; জার্মানি= লুফথানসা; পানামা= কোপা; রাশিয়া= এরোফ্লেট; ইন্দোনেশিয়া= গারুদা; ফিনল্যান্ড= ফিন এয়ার।

❑ **লন্ডন থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র ঃ**

সূত্রঃ লন্ডনের ডেইলি মিররের ইকোনমিস্ট গার্ডিয়ান ইনডিপেন্ডেন্ট ম্যান টাইমস সানডে টাইমস ইউরোমানি দিয়ে ক্রয়ের জন্য টেলিগ্রাফ করলেন।

ব্যাখ্যাঃ ১. ডেইলি মিরর; ২. ইকোনমিস্ট; ৩. গার্ডিয়ান; ৪. ইনডিপেন্ডেন্ট; ৫. ম্যান টাইমস; ৬. সানডে টাইমস; ৭. ইউরোমানি; ৮. টেলিগ্রাফ।

❑ **নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র ঃ**

সূত্রঃ নিউইয়র্ক টাইমস এর হেরাল্ড ট্রিবিউন টাইম মত ডেইলি নিউজ না পড়ে নিউজ উইক পড়েন।

অথবাঃ নিউইয়র্কের হেরাল্ড টাইমমত ডেইলি নিউজ পড়েন।

ব্যাখ্যাঃ ১. নিউইয়র্ক টাইম; ২. হেরাল্ড ট্রিবিউন; ৩. টাইম; ৪. ডেইলি নিউজ; ৫. নিউজ উইক।

❑ **হংকং থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র ঃ**

সূত্রঃ হংকং এর এশিয়ান ওয়াল স্ট্রীট জার্নালের পিপলসরা ডেইলি এশিয়া উইক ফার ইস্টার্ণ ইকোনমিক রিভিউ করে।

❑ **মিশ্র ইজি টেকনিক ঃ**

সূত্রঃ ভারতের হিন্দুস্তান টাইমসের ও স্টেটম্যান মিশরের ডেইলি আকবর ও আল জুমহারিয়ার সাথে ম্যানিলা বুলেটিন শেষে ডেইলি ফ্রান্স সয়েরের থাইবাথে গোসল সারলেন যা মিশরের কায়রোতে আল-হরম এবং পাকিস্তানের দ্য নেশনে ডেইলি জং ডন হয়ে থাকবে।

ব্যাখ্যাঃ ভারত= হিন্দুস্তান টাইমস, স্টেটম্যান; মিশর= ডেইলি আকবর, আল জুমহরিয়া; ফিলিপাইন= ম্যানিলা বুলেটিন; ফ্রান্স= ডেইলি ফ্রান্স সয়ের; থাইল্যান্ড= থাইবাথ; মিশরের কায়রো= আল হারম; পাকিস্তান= দ্যা নেশন, জং, ডন।

❑ **কৃষিজ সম্পদ (বেশি উৎপাদনকারী দেশ) ঃ**

সূত্রঃ চীনের: কা তা গ ধা রে, ব্রাজিলের: কই, থাই: রাবার দিয়ে ভারত: চা পা দিয়ে।

ব্যাখ্যাঃ চীন = কার্পাস তুলা, তামাক, গম, ধান ও রেশম; ব্রাজিল = কফি ও ইক্ষু; থাইল্যান্ড = রাবার; ভারত = চা ও পাট।

❑ **বেশি রপ্তানিকারক দেশসমূহ ঃ**

সূত্রঃ শ্রী: চা চা ব্রা: ক থেকে আ: গ তু থাই: চা রা রপ্তানি করলেন।

ব্যাখ্যাঃ শ্রীলংকা = চা; ব্রাজিল = কফি; আমেরিকা = গম ও তুলা; থাইল্যান্ড = চাল ও রাবার।

❑ **বেশি আমদানী কারক দেশসমূহঃ**

সূত্রঃ চীন: তু বৃটেন: চায়ের আ: ক রায় চাল: ফেলিয়া CIS এ গম আনতে যায়।

ব্যাখ্যাঃ চীন = তুলা; বৃটেন = চা; আমেরিকা = কফি, রাবার; ফিলিপাইন = চাল;

CIS = গম। উৎপাদন, রপ্তানি ও আমদানিকারক দেশ

পণ্য	উৎপাদন	রপ্তানি	আমদানী
ধান	চীন	থাইল্যান্ড	ফিলিপাইন
গম	চীন	যুক্তরাষ্ট্র	রাশিয়া
চা	ভারত	শ্রীলংকা	ব্রিটেন
রাবার	থাইল্যান্ড	থাইল্যান্ড	যুক্তরাষ্ট্র
তুলা	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাষ্ট্র	ইন্দোনেশিয়া
কফি	ব্রাজিল	ব্রাজিল	যুক্তরাষ্ট্র

❑ **গেরিলা সংগঠন সমূহের টেকনিকঃ**

সূত্রঃ ভারতের ব্লাক ক্যাট ও শ্রীলংকার তামিল টাইগারের ভয়ে ইরাকের মাহদী আর্মি, মায়ানমারের গড়স আর্মি ও জাপানের রেড আর্মি, শংকিত। এজন্য ফিলিপাইনের আবু সায়াফ ও লেবাননের হিজবুল্লাহ প্যালেস্টাইনে ব্লাক সেপ্টেম্বর ও পাকিস্তানের ব্লাক ডিসেম্বর বৈঠক করবেন।

❑ **সমাজতন্ত্র চালু রয়েছে তিনটি দেশেঃ**

সূত্রঃ তুমি সমাজের কিবা চীন? উত্তর করিও।

ব্যাখ্যাঃ কিবা= কিউবা; চীন= চীন; উত্তর করিও= উত্তর কোরিয়া।

❑ **শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র চালু রয়েছে এ রকম উল্লেখযোগ্য দেশঃ**

সূত্রঃ স্পেনে নরম পানযুক্ত লেদারগুলো মার্ক করে মাল দিয়ে রাজাকে শাসন করে।

ব্যাখ্যাঃ স্পেনে= স্পেন, নরম= নরওয়ে; পান= জাপান; যুক্ত= যুক্তরাজ্য; লেদার= নেদারল্যান্ড; মার্ক= ডেনমার্ক; মাল= মালয়েশিয়া।

❑ **ইসলামি প্রজাতন্ত্র ঘোষিত দেশ ৪টিঃ**

সূত্রঃ মৌরিতানিয়া আপা ইরান গেল। ব্যাখ্যাঃ মৌরিতানিয়া; আফগানিস্তান; পাকিস্তান; ইরান।

অথবাঃ ইরান আপা মোর।

❑ **হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ৪টি রাষ্ট্রঃ**

সূত্রঃ হিন্দুরা-ভানে মরি গায়না।

ব্যাখ্যাঃ ভারত, নেপাল, মরিশাস, গায়না।

❑ **ক্রিকেট খেলার সাথে জড়িত বিখ্যাত স্থানসমূহঃ**

সূত্রঃ ক্রিকেটের লর্ডসরা লীডসের ইডেন ও গ্রীণপার্কে মেলা বসিয়েছেন।

ব্যাখ্যাঃ লর্ডসরা = লর্ডস; লীডসের= লীডস; ইডেন=ইডেন; গ্রীণপার্ক= গ্রীণপার্ক; মেলা= মেলবোর্ন।

❑ **ইংল্যান্ডের প্রধান প্রধান সমুদ্র বন্দরঃ**

সূত্রঃ নিউম্যান কার গ্লাসে লিভারের ওষুধ খেয়ে ইংল্যান্ডের ব্রিস্টলে গেল।

ব্যাখ্যাঃ নিউ= নিউক্যালস; ম্যান= ম্যানচেস্টার; কার= কারডিফ; গ্লাসে= গ্লাসকো; লিভারের= লিভারপুল; ব্রিস্টলে= ব্রিস্টল।

❑ **বিখ্যাত গ্রীক শিক্ষক-ছাত্র ক্রমঃ**

সূত্রঃ SPAA

ব্যাখ্যাঃ S= সক্রেটিস; P= প্লেটো; A=এরিস্টোটল; A=আলেকজান্ডার।

❑ **মেসোপটেমীয় সভ্যতার ৪টি পর্যায়ঃ**

সূত্রঃ মেসোমসাই, ইরাক হতে সুমা ভাবী আসছে কাল।

ব্যাখ্যাঃ সুমেরীয় সভ্যতা; ব্যাবিলনীয় সভ্যতা; অ্যাসেরীয় সভ্যতা; ক্যালডীয় সভ্যতা।

❑ **১ থেকে ১০০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাঃ**

২৫টি। ফোন নাম্বারের মত নিচের সংখ্যাগুলো মুখস্ত করা। ৪৪২২৩২২৩২১

মৌলিক সংখ্যার ছক

প্রদত্ত সংখ্যা	সংখ্যা	মৌলিক সংখ্যা	মৌলিক সংখ্যাগুলির যোগফল
১-১০ পর্যন্ত	৪টি	২,৩,৫,৭	১৭
১১-২০ পর্যন্ত	৪টি	১১,১৩,১৭,১৯	৬০
২১-৩০ পর্যন্ত	২টি	২৩,২৯	৫২
৩১-৪০ পর্যন্ত	২টি	৩১, ৩৭	৬৮
৪১-৫০ পর্যন্ত	৩টি	৪১,৪৩,৪৭	১৩১
৫১-৬০ পর্যন্ত	২টি	৫৩,৫৯	১১২
৬১-৭০ পর্যন্ত	২টি	৬১,৬৭	১২৮
৭১-৮০ পর্যন্ত	৩টি	৭১,৭৩,৭৯	২২৩
৮১-৯০ পর্যন্ত	২টি	৮৩, ৮৯	১৭২
৯১-১০০ পর্যন্ত	১টি	৯৭	৯৭
১-১০০ পর্যন্ত	১৫টি		১০৬০

প্রাণী বিজ্ঞান (Zoology)

★ জীনতত্ত্ব বা বংশগতি বিদ্যার নাম → Genetics
★ বাস্তুসংস্থান বিদ্যার নাম → Ecology
★ কীটপতঙ্গ সম্পর্কিত বিদ্যার নাম → Entomology
★ বিষ সম্পর্কিত বিদ্যার নাম → Toxicology
★ উভচর বা সরীসৃপ বিষয়ক বিদ্যার নাম → Herpetology
★ মাছ সম্পর্কিত বিদ্যার নাম → Ichthyology
★ মানুষের উৎপত্তি বা বিকাশ সম্পর্কিত বিদ্যার নাম → Anthropology
★ পাখি সম্পর্কিত বিদ্যার নাম → Ornithology
★ হাঁস-মুরগী পালন বিদ্যা → Poultry Farming
★ উদ্যান পালন বিদ্যার নাম → Horticulture
★ পাখি পালন বিদ্যার নাম → Aviculture
★ রেশম চাষ সম্পর্কিত বিদ্যার নাম → Sericulture
★ মৎস চাষ সম্পর্কিত বিদ্যার নাম → Pisciculture
★ ব্যাঙ সম্পর্কিত বিদ্যার নাম → Frog Culture
★ মৌমাছি পালন বিদ্যার নাম → Apiculture
★ চিংড়ি সম্পর্কিত বিদ্যার নাম → Prawn Culture
★ গবাদী পশু পালন বিদ্যা → Animal husbandry
★ ডাকটিকিট সম্পর্কিত বিদ্যার নাম → Philately
★ ভাষা সম্পর্কিত বিজ্ঞান → Philogy

ভৌগলিক উপনাম

★ প্রাচ্যের ড্যান্ডি → নারায়ণগঞ্জ
★ মন্দিরের শহর → বেনারস (ভারত)
★ ভূ-স্বর্গ → কাশ্মির
★ বজ্রপাতের দেশ → ভুটান
★ মুক্তার দ্বীপ → বাহরাইন
★ পবিত্র ভূমি → জেরুজালেম
★ সকাল বেলার শান্তি → কোরিয়া
★ পৃথিবীর ছাদ → পামির মালভূমি
★ দ্বীপের নগর → ভেনিস, ইতালি
★ গ্রানাইটের শহর → এবারডিন
★ হাজার হ্রদের দেশ → ফিনল্যান্ড
★ ইউরোপের মিল → সুইডেন
★ বাজারের শহর → কায়রো, মিশর
★ স্বর্ণনগরী → জোহানেসবার্গ (দ. আফ্রিকা)
★ পৃথিবীর চিনির আধার, মুক্তার দেশ → কিউবা
★ চির বসন্তের নগরী → কিটো, ইকুয়েডর
★ দক্ষিণের রাণী → সিডনি, অস্ট্রেলিয়া
★ পশ্চিমের জিব্রাল্টার → কুইবেক, কানাডা
★ বাংলার ভেনিস → বরিশাল
★ গোলাপি শহর → রাজস্থান, ভারত
★ ভারতের উদ্যান → লক্ষ্ণৌ, ভারত
★ ইউরোপের রুগ্ন মানুষ → তুরস্ক
★ পবিত্র দেশ → ফিলিস্তিন
★ নিষিদ্ধ নগরী → লাসা, তিব্বত
★ সোনালী প্যাগোডার দেশ → মিয়ানমার
★ সমুদ্রের বধু → গ্রেট ব্রিটেন
★ নীরব শহর → রোম, ইতালি
★ সাদা শহর → বেলগ্রেড
★ উত্তরের ভেনিস → স্টকহোম, সুইডেন
★ নীল নদের দেশ, পিরামিডের দেশ → মিশর
★ অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ → আফ্রিকা
★ চির সবুজের দেশ → নাটাল
★ কানাডার প্রবেশদ্বার → সেন্ট লরেন্স
★ ইউরোপের ক্রিড়া ভূমি → সুইজারল্যান্ড
★ দক্ষিণের গ্রেট ব্রিটেন → নিউজিল্যান্ড
★ আফ্রিকার হৃদয় → সুদান
★ বিশ্বের রুটির ঝুড়ি → প্রেইরি, উত্তর আমেরিকা
★ পবিত্র পাহাড় → ফুজিয়ানা, জাপান
★ পশমের দেশ, ক্যাঙ্গারুর দেশ, দ্বীপ মহাদেশ → অস্ট্রেলিয়া
★ রাজ প্রসাদের নদর, নিশ্চুপ সড়ক শহর → ভেনিস, ইতালি
★ চির শান্তির শহর, সাত পাহাড়ের শহর → রোম, ইতালি
★ মরুভূমির দেশ, বৃহদাকার চিড়িয়াখানা → আফ্রিকা
★ ম্যাপল পাতার দেশ, লিলি ফুলের দেশ → কানাডা
★ জাকজমকের নগরী, গগণচুম্বী অট্টালিকার শহর → নিউইয়র্ক
★ সোনালী তোরণের শহর → সানফ্রান্সিসকো, যুক্তরাষ্ট্র
★ উদ্যানের শহর, বাতাসের শহর, পৃথিবীর কসাইখানা → শিকাগো, যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশের সংবিধান

★ সংবিধানের কয়টি ভাগ আছে → ১১টি
★ বাংলাদেশের সংবিধান থেকে সমাজতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা কোন সালে বাদ দেওয়া হয়েছিল → ১৯৭৮ সালে।
★ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে 'গণতন্ত্র ও মৌলিক মানবাধিকারের' নিশ্চয়তা দেয়া আছে → ১১ অনুচ্ছেদে
★ সংবিধানে 'শিক্ষার অধিকার' নিশ্চিত করা হয়েছে → ১৭ অনুচ্ছেদে
★ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে 'নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ' এর কথা বলা হয়েছে → ২২ অনুচ্ছেদে
★ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টি সমান' বর্ণিত হয়েছে → ২৭ অনুচ্ছেদে
★ 'ন্যায়পাল' নিয়োগের বিধান সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে → ৭৭নং
★ 'নির্বাচন কমিশন' গঠনের বিধান রয়েছে সংবিধানের → ১১৮ অনুচ্ছেদে
★ 'সরকারি কর্ম কমিশন' গঠিত হয়েছে সংবিধানের → ১৩৭ অনুচ্ছেদে সংবিধান
★ নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব দিয়েছে → সুপ্রিমকোর্টকে।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ, নির্বাচন, আইন

★ সংসদে 'কাস্টিং ভোট' বলা হয় → স্পিকারের ভোটকে
★ বাংলাদেশের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে → ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল
★ আইনের খসড়া বা প্রস্তাবকে বলা হয় → বিল
★ জাতীয় সংসদের সভাপতি → স্পিকার
★ বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় → ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ
★ কোন বিল রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত সংসদে উত্থাপন করা যায় না → অর্থ বিল
★ সংসদীয় পরিভাষায় 'বয়কট' শব্দের অর্থ → সংসদ বর্জন
★ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে কোরাম হয় → ৬০ জনে
★ জাতীয় সংসদের বেসরকারি দিবস → বৃহস্পতিবার
★ মন্ত্রীসভার অভিভাবক → জাতীয় সংসদ
★ রাষ্ট্রপতি নিজে যে আইন তৈরি করে তাকে কি বলে → অধ্যাদেশ
★ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের → ১নং আসন পঞ্চগড়, ৩০০ নং আসন বান্দরবন
★ কোন ব্যক্তি স্পিকার থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন → হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী
★ প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় → ১৯৭৩ সালের ৮ এপ্রিল
★ প্রথম প্রত্যক্ষ ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় → ১৯৭৮ সালে
★ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন গঠিত হয় → ১৯৭২ সালে
★ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কোন ধরনের সংস্থা → সাংবিধানিক সংস্থা
★ বাংলাদেশে প্রথম গণভোট অনুষ্ঠিত হয় → ১৯৭৭ সালে
★ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৬০ সালে
★ বাংলাদেশে 'বিশেষ ক্ষমতা আইন' পাস হয় → ১৯৭৪ সালে
★ বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে → জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
★ বাংলাদেশে ন্যায়পাল আইন জাতীয় সংসদে পাস হয় → ১৯৮০ সালে

বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনী

★ বাংলাদেশ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরী কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে → প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
★ SPARRSO কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে → প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
★ কোন সাল থেকে সশস্ত্রবাহিনীতে নারী নিয়োগ দেয়া শুরু হয় → ২০০০ সালে
★ 'সোর্ড অব অনার' সম্মান প্রদান করা হয় → সশস্ত্র বাহিনীর ক্যাডেটদেরকে
★ সশস্ত্রবাহিনীর সেনা প্রধানের পদবী → জেনারেল
★ নৌ-পরিক্রমা কি → বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ত্রৈমাসিক পত্রিকা
★ বিমান সেনা কি → বিমানবাহিনীর ষান্মাষিক পত্রিকা
★ কার শাসনামলে উপমহাদেশে পুলিশ সার্ভিস চালু হয় → লর্ড ক্যানিং ১৮৬১ সালে
★ বাংলাদেশ পুলিশ ইন্টারপোলের সদস্যপদ লাভ করে → ১৯৭৬ সালে
★ বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে প্রথম নারী সদস্য নিয়োগ করা হয় → ১৯৭৪ সালে
★ উপমহাদেশে কার শাসনামলে বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি চালু হয় → লর্ড হার্ডিঞ্জ
★ আনসার বাহিনীতে নারী নিয়োগ করা হয় → ১৯৭৬ সালে।
★ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে প্রকাশিত দেয়াল পত্রিকার নাম → দিশারী
★ কারাবার্তা কি → কারা অধিদপ্তরের ষান্মাসিক পত্রিকা

বাংলাদেশের যোগাযোগ

★ BRTC → Bangladesh Road Transport Corporation
★ বাংলাদেশের আন্তঃনগর ট্রেন সার্ভিস চালু হয় → ১৯৮৬ সালে
★ বাংলাদেশ রেলওয়ে → পূর্বাঞ্চলের সদর দপ্তর চট্টগ্রাম, পশ্চিমাঞ্চলের সদর দপ্তর রাজশাহী
★ কমলাপুর রেলস্টেশনের স্থপতি → বব বুই
★ বাংলাদেশের প্রথম রেললাইন প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৮৬৪ সালে দর্শনা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত
★ বাংলাদেশ বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এর সদরদপ্তর → কুর্মিটোলা, ঢাকা।
★ হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরের স্থপতি → লারোস
★ এয়ার লিফট কি → বিমানযোগে দ্রব্যাদি পরিবহন
★ ককপিট কি → বিমান চালকের বসার স্থান
★ এয়ার লাইন কি → বিমান চলাচলের জন্য নির্দিষ্ট পথ
★ এয়ার পারাবত কি → বাংলাদেশ বেসরকারি বিমান সংস্থা
★ বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্সের আন্তর্জাতিক ফ্লাইট → ১৯৭২ সালে (ঢাকা-লন্ডন-ঢাকা)

বাংলাদেশের প্রথম

★ বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয় → ভারত ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর
★ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্ণর → এ এন হামিদুল্লাহ
★ বাংলাদেশের প্রথম বিচারপতি → এ.এস.এম. সায়েম
★ বাংলাদেশের প্রথম অ্যাটর্নি জেনারেল → এম. এইচ খন্দকার
★ বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচন কমিশনার → মোহাম্মদ ইদ্রিস
★ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর → পি. জে. হার্টস
★ বাংলাদেশের প্রথম মহিলা ব্যারিস্টার → রাবেয়া ভূঁইয়া
★ বাংলাদেশের প্রথম মহিলা পাইলট → কানিজ ফাতেমা রোকসানা
★ বাংলাদেশের প্রথম বাংলা ছায়া ছবি → মুখ ও মুখোশ
★ বাংলাদেশের প্রথম অভিনেতা → পূর্ণিমা সেনগুপ্ত
★ বাংলাদেশের প্রথম এভারেস্ট জয়ী → মুসা ইব্রাহীম
★ বাংলাদেশের প্রথম ঢাবির প্রোভিসি → জিন্নাতুন নেসা তাহমিদা
★ বাংলাদেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় → ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়
★ বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্য জাহাজ → বাংলার দূত
★ বাংলাদেশের প্রথম জাতিসংঘে নারী স্থায়ী প্রতিনিধি → ইসমত জাহান
★ বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট → শেখ মুজিবুর রহমান
★ বাংলাদেশের প্রথম উপ-রাষ্ট্রপতি → সৈয়দ নজরুল ইসলাম
★ বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী → তাজউদ্দিন আহমেদ
★ বাংলাদেশের প্রথম স্পীকার → শাহ আব্দুল হামিদ
★ বাংলাদেশের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী → এইচ এম কামরুজ্জামান
★ বাংলাদেশের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী → খন্দকার মোশতাক আহমেদ
★ বাংলাদেশের প্রথম নারী উপাচার্য → ড. ফারজানা ইসলাম (জাবি)
★ বাংলাদেশের প্রথম আইনমন্ত্রী → ড. কামাল হোসেন
★ বাংলাদেশের প্রথম অর্থমন্ত্রী → মনসুর আলী
★ বাংলাদেশের প্রথম এভারেস্ট জয়ী নারী → নিশাত মজুমদার
★ বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক → জাকারিয়া পিন্টু

★ বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট ও ওয়ানডে সিরিজ জয় → জিম্বাবুয়ের সাথে
★ বাংলাদেশের প্রথম বিশ্বকাপে ক্রিকেট দলের জয় → স্কটল্যান্ডের সাথে
★ বাংলাদেশের প্রথম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় → ৭ মার্চ ১৯৭৩
★ বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় → ৩ জুন, ১৯৭৮
★ বাংলাদেশের প্রথম বিদেশী প্রধানমন্ত্রী আগমন → ইন্দিরা গান্ধী
★ বাংলাদেশের প্রথম মহিলা ট্রেন চালক → সালমা খান
★ বাংলাদেশের প্রথম রণতরী → বি এন এস পদ্মা
★ বাংলাদেশের প্রথম গ্যাস পাওয়া যায় → হরিপুর, সিলেট, ১৯৫৫ সালে
★ বাংলাদেশের প্রথম বাংলাদেশের রাজধানী হয় → ঢাকা, ১৬১০ সালে
★ বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী → খালেদা জিয়া
★ বাংলাদেশের প্রথম বিরোধী দলীয় নেত্রী → শেখ হাসিনা
★ বাংলাদেশের প্রথম মহিলা পুলিশ সুপার → রওশন আরা
★ বাংলাদেশের প্রথম উপগ্রহ কেন্দ্র → বেতবুনিয়া, রাঙামাটি
★ বাংলাদেশের প্রথম রঙিন টেলিভিশন চালু হয় → ১৯৮০ সালে
★ বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় → ২ মার্চ, ১৯৭১
★ বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয় → ৪ নভেম্বর, ১৯৭২
★ বাংলাদেশের প্রথম বিমান চালু হয় → ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২

বাংলাদেশের বৃহত্তম

★ বাংলাদেশের বৃহত্তম বিভাগ (আয়তনে) → চট্টগ্রাম
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম বিভাগ (জনসংখ্যায়) → ঢাকা
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম জেলা (আয়তনে) → রাঙামাটি
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম জেলা (জনসংখ্যায়) → ঢাকা
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম থানা (আয়তনে) → শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম থানা (জনসংখ্যায়) → বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম শহর → ঢাকা
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম গ্রাম → বানিয়াচং, হবিগঞ্জ (এশিয়ার বৃহত্তম)
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম নদী → মেঘনা
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত → কক্সবাজার
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওড় → হাকালুকি, মৌলভীবাজার (দ. এশিয়ার বৃহত্তম)
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর → চট্টগ্রাম
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ → ভোলা
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম সিনেমা হল → মনিহার, যশোর
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম হাসপাতাল → ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম মন্দির → ঢাকেশ্বরী মন্দির
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম পর্বত → তাজিং ডং (বিজয়) বান্দরবান
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম ব্যাংক → বাংলাদেশ ব্যাংক
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম পার্ক → রমনা পার্ক, ঢাকা
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম উদ্যান → সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম বাধ → কাপ্তাই বাধ, রাঙামাটি
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম মসজিদ → বায়তুল মোকাররম জামে মসজিদ
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম ঈদ গাঁ → শোলাকিয়া, কিশোরগঞ্জ

★ বাংলাদেশের বৃহত্তম গ্যাস ক্ষেত্র → তিতাস, বি-বাড়িয়া
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র → ভেড়ামারা কুষ্টিয়া
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র → কাপ্তাই, রাঙামাটি
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম বিল → চলন বিল (পাবনা ও নাটোর)
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম রেল স্টেশন → কমলাপুর, ঢাকা
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম বনভূমি → সুন্দরবন
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম সারকারখানা → যমুনা, জামালপুর
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম সিমেন্ট কারখানা → ছাতক সিমেন্ট কারখানা (সুনামগঞ্জ)
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় (আয়তনে) → রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম চিড়িয়াখানা → মিরপুর, চিড়িয়াখানা
★ বাংলাদেশের বৃহত্তম বন্দর → বেনাপোল, যশোর

বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম

★ বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম বিভাগ → সিলেট
★ বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম জেলা (আয়তনে) → নারায়ণগঞ্জ
★ বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম জেলা (জনসংখ্যায়) → বান্দরবান
★ বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম থানা (আয়তনে) → কোতোয়ালী (ঢাকা)
★ বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম থানা (জনসংখ্যায়) → রাজস্থলী (রাঙামাটি)
★ বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম ইউনিয়ন → সেন্টমার্টিন

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠতম

★ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ → ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
★ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক → হুমায়ূন আহমদ
★ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী → ড. কুদরত-ই-খুদা
★ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য শিল্পী → ফজলুর রহমান খান
★ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবি → কাজী নজরুল ইসলাম
★ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি → সুফিয়া কামাল
★ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ পল্লী কবি → জসীম উদ্দিন
★ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কাঠ খোদাই শিল্পী → অলক রায়
★ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কার্টুনিষ্ট → রফিকুন্নবী
★ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক → জহির রায়হান
★ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ দাবাড়ু → নিয়াজ মোর্শেদ
★ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সাঁতারু → ব্রজেন দাস
★ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা দাবাড়ু → রানী হামিদ
★ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার → সামাদ
★ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সংগীত সাধক → আলাউদ্দিন খাঁ

আরো কিছু তথ্য

★ বাংলাদেশের সবচেয়ে ঘন বসতি জেলা → ঢাকা
★ বাংলাদেশের সবচেয়ে কম ঘন বসতি জেলা → বান্দরবান
★ বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি শিক্ষার হার → বরিশাল বিভাগ
★ বাংলাদেশের সবচেয়ে কম শিক্ষার হার → সিলেট বিভাগ
★ বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি শিক্ষার হার → বরগুনা জেলায়

★ বাংলাদেশের সবচেয়ে কম শিক্ষার হার → জামালপুর জেলায়
★ বাংলাদেশের সবচেয়ে উচ্চ ভবন → সিটি সেন্টার (৩৭ তলা)
★ বাংলাদেশের সবচেয়ে উষ্ণতম স্থান → লালপুর, নাটোর
★ বাংলাদেশের সবচেয়ে শীতলতম স্থান → শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
★ বাংলাদেশের সবচেয়ে উচু বৃক্ষ → বৈলাম ২৪০ ফুট
★ বাংলাদেশের প্রশস্ততম নদী → মেঘনা
★ বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় → গাড়োপাহাড়, ময়মনসিংহ
★ বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় → লালখান, সিলেট
★ বাংলাদেশের সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয় → লালপুর, নাটোর
★ বাংলাদেশের দীর্ঘতম রেল সেতু → হার্ডিঞ্জব্রীজ, পাবনা
★ বাংলাদেশের দীর্ঘতম সড়ক সেতু → যমুনা (৪.৮ কি.মি)
★ বাংলাদেশের প্রথম নিরক্ষর মুক্ত জেলা → মাগুরা
★ বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি দরিদ্র লোক বাস করে কোন বিভাগে → বরিশাল, কম → ঢাকা
★ বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে কোন জেলার লোক → ময়মনসিংহ, কম → কুষ্টিয়া
♦ সবচেয়ে বেশি দরিদ্র মানুষ অধ্যুষিত বিভাগ → রংপুর এবং সবচেয়ে কম দরিদ্র অধ্যুষিত বিভাগ → সিলেট।
♦ বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি পাট ও গম উৎপন্ন হয় → ফরিদপুর জেলায়।
♦ বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি তুলা উৎপন্ন হয় → যশোর জেলায়।
♦ বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ধান উৎপন্ন হয় → ময়মনসিংহ জেলায়।
♦ বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি চা বাগান আছে → মৌলভীবাজার জেলায়।
♦ বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ হচ্ছে → প্রাকৃতিক গ্যাস।
★ বর্তমানে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার → ১.৩৭%
★ বর্তমানে মানুষের গড় আয়ু → ৬৯ বছর
★ বর্তমানে দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থিত জনসংখ্যার হার → ৩১.৫%
★ বাংলাদেশের পুরুষ ও মহিলার অনুপাত → ১০০.৩ : ১০০
★ মানব সূচক উন্নয়নে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান → ১৪২ তম
★ বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের বর্তমান অধিনায়ক → মাশরাফি বিন মূর্তাজা
★ বিশ্বের নিকৃষ্ট শহরের তালিকায় ঢাকার অবস্থান → দ্বিতীয়
★ বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী ধান উৎপন্ন হয় → ময়মনসিংহ
★ তামাক সবচেয়ে বেশি উৎপন্ন হয় → রংপুরে
★ আলু সবচেয়ে বেশি উৎপন্ন হয় → রংপুরে
★ আম সবচেয়ে বেশি উৎপন্ন হয় → চাঁপাইনবাবগঞ্জ
★ ডাল সবচেয়ে বেশি উৎপন্ন হয় → পাবনা
★ জনসংখ্যায় বাংলাদেশ বিশ্বের কততম → ৮ম, এশিয়ার → ৫ম, মুসলিম বিশ্বে → ৪র্থ, সার্কভূক্ত দেশের → ৩য়, দক্ষিণ এশিয়ার → ৩য়।

সাম্প্রতিক তথ্যাবলি

☞ বর্তমানে দেশে গ্রামের সংখ্যা → ৮৭,১৯১টি।
☞ বর্তমানে দেশে ইউনিয়নের সংখ্যা → ৪৫৬২টি।
☞ বর্তমানে দেশে থানার সংখ্যা → ৬৩৯টি।
☞ বর্তমানে দেশে উপজেলার সংখ্যা → ৪৯০টি।

- বর্তমানে দেশে পৌরসভার সংখ্যা → ৩২৬টি।
- বাংলাদেশে বিভাগের সংখ্যা → ৮টি।
- ময়মনসিংহ হচ্ছে দেশের → ৮ম বিভাগ।
- বর্তমানে দেশে সিটি কর্পোরেশনের সংখ্যা → ১১টি (সর্বশেষ-গাজীপুর)।
- জাতীয় সংসদের বর্তমান আসন সংখ্যা → ৩৫০টি।
- বর্তমানে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন → ৫০টি।
- বাংলাদেশে চা বাগান আছে → ১৬৬টি।
- বর্তমানে বাংলাদেশে গ্যাসক্ষেত্র রয়েছে → ২৬টি (সর্বশেষ- রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ)।
- বর্তমানে দেশে পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা হয় → ২৮টি জেলায়।
- প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য দেশের স্থলভাগকে ভাগ করা হয়েছে → ২৪টি ব্লকে।
- বাংলাদেশে বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর → ১৯টি (সর্বশেষ-বাঘা জাদুঘর, রাজশাহী)।
- বাংলাদেশের স্থলবন্দর মোট → ২৩টি (সর্বশেষ-বাল্লা)।
- দেশে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক → ৫টি (সোনালী, জনতা, অগ্রণী, রুপালী ও বেসিক ব্যাংক)।
- দেশে তফসিলভূক্ত বিশেষায়িত ব্যাংক → ৩টি (বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড)।
- দেশে মোট তফসিলী ব্যাংকের সংখ্যা → ৫৭টি।
- বর্তমানে দেশে ইসলামী ব্যাংক রয়েছে → ৮টি (সর্বশেষ- ইউনিয়ন ব্যাংক)।
- দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা → ৩৮টি।
- দেশে সরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে → ৫টি (ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকার শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়)।
- দেশে সরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা → ২৯টি।
- বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বয়সসীমা → ৩-৫ বছর।
- বাংলাদেশে মোট নিরক্ষর মুক্ত জেলা → ৭টি (মাগুরা, লালমনিরহাট, চুয়াডাঙ্গা, রাজশাহী, জয়পুরহাট, গাজীপুর ও সিরাজগঞ্জ)।
- প্রস্তাবিত পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য → ৬.১৫ কি. মি. ও প্রস্থ → ১৮.১০ মিটার।
- বাংলাদেশের দীর্ঘতম ফ্লাইওভার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভারের দৈর্ঘ্য → ১১.৮ কি.মি.।
- বাংলাদেশে এ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন → ১৭ জন ব্যক্তি।
- সুরেন্দ্র কুমার সিনহা হলেন দেশের → ২১তম প্রধান বিচারপতি।
- কাজী রকিব উদ্দিন আহম্মেদ হলেন দেশের → ১১তম প্রধান নির্বাচন কমিশনার।
- অ্যাডভোকেট মাহবুবে আলম হলেন দেশের → ১৫তম অ্যাটর্নি জেনারেল।
- মোঃ আব্দুল হামিদ এডভোকেট হলেন দেশের → ২০তম রাষ্ট্রপতি।
- শেখ হাসিনা হলেন দেশের → ১৩তম প্রধানমন্ত্রী।
- বাংলাদেশের সংবিধানের এ পর্যন্ত সংশোধনী হয়েছে → ১৬ বার।
- তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয় সংবিধানের → পঞ্চদশ (১৫তম) সংশোধনীর মাধ্যমে।
- নারী আসন বাড়িয়ে ৪৫ থেকে ৫০টি করা হয়েছে সংবিধানের → পঞ্চদশ (১৫তম) সংশোধনীর মাধ্যমে।
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অবস্থান → ১ম।
- বাংলাদেশ এ পর্যন্ত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করেছে → ৫৪টি।
- সিলেট ক্রিকেট স্টেডিয়াম হলো বাংলাদেশের → ৮ম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ভেন্যু।
- শ্রীলংকার চন্দ্রিকা হাথুরুসিংহে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের → ১৩তম কোচ।
- বাংলাদেশ এ পর্যন্ত বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অংশ নিয়েছে → ৫ বার (১৯৯৯, ২০০৩, ২০০৭, ২০১১ ও ২০১৫)।
- সর্বাধিক স্বর্ণপদক (১১১টি) জয় করে আনসার-ভিডিপি → ৮ম বাংলাদেশ গেমসে।
- বাংলাদেশের টেস্ট ইতিহাসে সর্বোচ্চ দলীয় ইনিংস → ৬৩৮ রান।

- বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সুবিধা লাভ করে → ৬৮% লোক।
- বর্তমানে দেশে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ → ৩৪৮ কিলোওয়াট-ঘণ্টা।

বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট-২০১৫

- বাংলাদেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার (২০১০-২০১৫) → ১.২%।
- জনসংখ্যায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান → ৮ম।
- জনসংখ্যায় মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান → ৪র্থ।
- জনসংখ্যায় এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান → ৫ম।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬

- বাংলাদেশের জনসংখ্যা → ১৫ কোটি ৯৯ লাখ।
- বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার → ১.৩৭%। *[১১তম শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৪ (স্কুল পর্যায় -২)]*
- জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গকিলোমিটারে) → ১০৬৩ জন।
- শিশু মৃত্যুহার (এক বছরের কমবয়সী প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) → ৩০ জন।
- বাংলাদেশের প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল → ৭০.৭ বছর।
- বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার → ৬২.৩%। *[৩৫তম বিসিএস]*
- বর্তমানে বাংলাদেশের গড় মাথাপিছু আয় → ১৪৬৬ মার্কিন ডলার বা ১,১৪,৫৪৭ টাকা।
- বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার → ৩১.৫০%। *[NSI'র সহকারী পরিচালক ২০১৫]*
- বাংলাদেশের মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য → ২৮৭৭ কি.মি.।
- বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সুবিধা লাভ করে → ৭৫% লোক।
- বর্তমানে দেশে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ → ৩৭১ কিলোওয়াট-ঘণ্টা।
- মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান → ১৪২তম (মানব উন্নয়ন রিপোর্ট-২০১৫)
- বিশ্বে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার (২০১০-২০১৫) → ১.১% (বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট-২০১৪)।
- জনসংখ্যায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান → ৮ম (বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট-২০১৪)।
  [২৭তম বিসিএস, প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক ২০০৮]
- জনসংখ্যায় মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান → ৪র্থ (বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট-২০১৪)।
- জনসংখ্যায় এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান → ৫ম (বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট-২০১৪)।
- আয়তনের দিক হতে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে → ৯১তম (ওয়ার্ল্ড অ্যাটলাস)।
- ইথনোলগের তথ্য অনুসারে, বর্তমানে বিশ্বে বাংলা ভাষার অবস্থান → ৭ম।
- বিশ্বে ইন্টারনেট সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান → ৬৩তম।
- ২০১৪ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান → ১৩১তম।
- রেমিটেন্স অর্জনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান → ৭ম।
- পোষাক রপ্তানিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান → ২য়।
- ৪৬তম বাজেট ঘোষণা করা হয় → ২ জুন, ২০১৬ সালে।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট বাজেটের পরিমাণ → ২,৯৫,১০০ কোটি টাকা।
- ২০১৫-১৬ বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ → ৩৪,৩৭০ কোটি টাকা।
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) → ৯৭,০০০ কোটি টাকা।
- বাংলাদেশে ব্যক্তি শ্রেণীভূক্ত করদাতাদের ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা → ২,৫০,০০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা)।
- FAO-এর রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট ভূমির বনভূমি রয়েছে → ১০ শতাংশ।
- বাংলাদেশে সম্ভাবনাময় কৃষি ঐতিহ্য রয়েছে → ৫টি (ভাসমান চাষ পদ্ধতি, ফুল চাষ, প্রচলিত ধান চাষ পদ্ধতি, জুম চাস পদ্ধতি এবং ধানের সাথে মাছ চাষ পদ্ধতি)।
- বাংলাদেশ এমডিজি ২০১০ পুরস্কার লাভ করে → ৪ নম্বর লক্ষ্য (শিশু মৃত্যুহার হ্রাস) অর্জনের জন্য।
- বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের আঞ্চলিক শাখা → ১০টি (সর্বশেষ-ময়মনসিংহ)।
- বাংলাদেশে কিশোর অপরাধী হিসেবে গণ্য হওয়ার বয়স → ৭-১৬ বছর।
- ২০১২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার পেয়েছেন → ১১ জন।
- বাংলাদেশের মোট সমুদ্রসীমা → ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার।

- বাংলাদেশ মায়ানমার সমুদ্রসীমা বিরোধের ঐতিহাসিক রায়ে বাংলাদেশ পায় → ১,১১,৬৩১ বর্গকিলোমিটার।
- বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে বিরোধপূর্ণ সমুদ্রসীমার বাংলাদেশ লাভ করে → ১৯,৪৬৭ বর্গকিলোমিটার।
- দেশের ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদকাল → ২০১১-২০১৫ সাল।
- দেশের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদকাল → ২০১৬-২০২০ সাল।
- ঢাকা মহানগরে প্রস্তাবিত মেট্রোরেলের দৈর্ঘ্য হবে → ২০.১ কিলোমিটার।
- বাংলাদেশ থেকে মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেছেন → ৫ জন (মুসা ইব্রাহীম, এম এ মুহিত, নিশাত মজুমদার, ওয়াসফিয়া নাজরীন ও মো.খালেদ হোসাইন)।
- দেশে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের জন্য যে হেল্প লাইন চালু করা হয়, তার নম্বর → ১০৯২১।
- জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা → ১৯৩টি (সর্বশেষ সদস্য-দক্ষিণ সুদান)।
- বর্তমানে বিশ্বে স্বাধীন দেশের সংখ্যা → ১৯৫টি (সর্বশেষ দেশ-দক্ষিণ সুদান)।
- ২০১৫ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করে মোট → ১৪টি দল।
- অলিম্পিক গেমস ২০১২তে সবচেয়ে বেশি পদক লাভ করে যুক্তরাষ্ট্র → ১০৪টি।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে ইতালি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে → ৪ বার (১৯৩৪, ১৯৩৮, ১৯৮২, ২০০৬)।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে জার্মানি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে → ৪ বার (১৯৫৪, ১৯৭৪, ১৯৯০, ২০১৪)।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে সবচেয়ে বেশি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ব্রাজিল → ৫ বার (১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৭০, ১৯৯৪ এবং ২০০২ সালে)।
- ইউরো মুদ্রা চালু আছে → ১৯টি দেশে।
- লিথুয়ানিয়া ইউরো মুদ্রা চালু করে → ১৯তম দেশ হিসেবে।
- বর্তমানে LDC বা স্বল্পোন্নত দেশ → ৪৮টি (মালদ্বীপ অব্যাহতি পায়)।
- মামনুন হুসাইন হলেন পাকিস্তানের → ১২তম প্রেসিডেন্ট।
- বারাক ওবামা দ্বিতীয় মেয়াদে পুন:নির্বাচিত হন → ৩৩২টি ইলেকটোরাল ভোট পেয়ে।
- জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য দেশ → ১০টি।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে বর্তমানে যারা

- ★ বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর → ফজলে কবির
- ★ বর্তমানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি → এডভোকেট আব্দুল হামিদ
- ★ বর্তমানে বাংলাদেশের স্পীকার → ড. শিরীন শারমীন চৌধুরী
- ★ বর্তমানে ঢাবির ভিসি → আ. আ. ম. স. আরেফীন সিদ্দিক
- ★ বর্তমানে দুদকের চেয়ারম্যান → ইকবাল মাহমুদ
- ★ বর্তমানে প্রধান বিচারপতি → সুরেন্দ্র কুমার (এস কে) সিনহা
- ★ বর্তমানে জাতীয় ক্রিকেট দলের কোচ → চন্ডিকা, হাথুরুসিংহ, শ্রীলংকা
- ★ মানবাধিকার কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান → ড. মিজানুর রহমান
- ★ বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান → ইকরাম আহমদ
- ★ সার্ক-এর বর্তমান মহাসচিব → অর্জুন বাহাদুর থাপা (নেপাল)
- ★ জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব → অ্যান্টনিও গুতেরেস (পর্তুগাল)
- ★ বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষ ধনী → বিল গেটস (যুক্তরাষ্ট্র)
- ★ বর্তমানে সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি → ভ্লাদিমির পুতিন
- ★ বর্তমানে অ্যাটর্নি জেনারেল → মাহবুবে আলম

এশিয়া মহাদেশ

- ★ আয়তনে পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ → এশিয়া
- ★ আয়তনে এশিয়ার বৃহত্তম দেশ → চীন
- ★ আয়তনে এশিয়ার ক্ষুদ্রতম দেশ → মালদ্বীপ
- ★ জনসংখ্যায় এশিয়ার বৃহত্তম দেশ → চীন

★ জনসংখ্যায় এশিয়ার ক্ষুদ্রতম দেশ → মালদ্বীপ
★ এশিয়ার বৃহত্তম হ্রদ → কাস্পিয়ান হ্রদ
★ এশিয়ার দীর্ঘতম হ্রদ → বৈকাল হ্রদ
★ এশিয়ার দীর্ঘতম নদীর নাম → ইয়াংসিকিয়াং
★ এশিয়ার সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম → মাউন্ট এভারেস্ট
★ এশিয়ার বৃহত্তম অরণ্য → তৈগা
★ এশিয়ার বৃহত্তম মরুভূমির নাম → গোবি মরুভূমি
★ এশিয়ার একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র → নেপাল
★ এশিয়ার একমাত্র খ্রিস্টান রাষ্ট্র → ফিলিপাইন
★ এশিয়ার একমাত্র বৌদ্ধ রাষ্ট্র → শ্রীলংকা
★ এশিয়ার কোন দেশে সারা বছর বৃষ্টিপাত হয় → শ্রীলংকা
★ এশিয়ার বৃহত্তম সাগর → দক্ষিণ চীন সাগর
★ এশিয়ার বৃহত্তম দ্বীপ → বোর্নিও
★ এশিয়ার সবচেয়ে ব্যস্ততম সমুদ্র বন্দর → সিঙ্গাপুর
★ জনসংখ্যার দিক দিয়ে এশিয়ার মুসলিম বিশ্বের ক্ষুদ্রতম দেশ → মালদ্বীপ
★ এশিয়ার ম্যান্ডেলা নামে পরিচিত → অং সান সূচি
★ এশিয়ার সবচেয়ে দুর্নীতি গ্রস্থ দেশ → উত্তর কোরিয়া
★ লোকসংখ্যায় এশিয়ার বৃহত্তম শহর → টোকিও
★ জনসংখ্যার দিক দিয়ে এশিয়ার মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তম দেশ → ইন্দোনেশিয়া
★ এশিয়ার শীর্ষ অর্থনৈতিক দেশ → চীন
★ এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে শিক্ষার হার কম → আফগানিস্তান
★ আয়তনে বৃহত্তম মুসলিম দেশ → কাজাখস্তান
★ এশিয়ার সবচেয়ে ধনী দেশ → কাতার
★ এশিয়ার সবচেয়ে মাথাপিছু আয় বেশী → কাতার
★ এশিয়ার মাথা পিছু আয় কম → আফগানিস্তান
★ এশিয়ার গড় আয়ু সবচেয়ে বেশি → জাপান
★ এশিয়ার গড় আয়ু সবচেয়ে কম → আফগানিস্তান

ইউরোপ মহাদেশ

★ আয়তনে ইউরোপের বড় দেশ → রাশিয়া
★ আয়তনে ইউরোপের ছোট দেশ → ভ্যাটিকান
★ জনসংখ্যায় ইউরোপের বড় দেশ → রাশিয়া
★ জনসংখ্যায় ইউরোপের ছোট দেশ → ভ্যাটিকান
★ ইউরোপের দীর্ঘতম নদীর নাম → ভলগা
★ ইউরোপের দীর্ঘতম পর্বত মালার নাম → আলপস
★ ইউরোপের উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গ → মাউন্ট ব্লান্ক
★ ইউরোপের বৃহত্তম সাগর → ভূমধ্যসাগর
★ ইউরোপের ককপিট বা রণক্ষেত্র বলা হয় → বেলজিয়ামকে
★ ইউরোপের বৃহত্তম দ্বীপের নাম → গ্রীণল্যান্ড
★ ইউরোপের লৌহ মানবী নামে পরিচিত → মার্গারেট থ্যাচার
★ ইউরোপের সর্বোচ্চ মাথাপিছু আয় → লুক্সেমবার্গ
★ ইউরোপের সবচেয়ে বড় সমুদ্র বন্দর → ডুইসবার্গ

★ ইউরোপের জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি → মোনাকো
★ ইউরোপের মধ্যে কোন দেশের নারীরা প্রথম ভোটাধিকার লাভ করে → ফিনল্যান্ড
★ ইউরোপের প্রথম মুসলিম রাষ্ট্র → আলবেনিয়া

আফ্রিকা মহাদেশ

★ আয়তনে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ → আফ্রিকা
★ আয়তনে আফ্রিকার বৃহত্তম দেশ → আলজেরিয়া
★ আয়তনে আফ্রিকার ছোট দেশ → সিচেলিস
★ জনসংখ্যায় আফ্রিকার বড় দেশ → নাইজেরিয়া
★ জনসংখ্যায় আফ্রিকার ছোট দেশ → সিচেলিস
★ আফ্রিকার দীর্ঘতম নদীর নাম → নীল নদ
★ আফ্রিকার সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গের নাম → কিলিমাঞ্জারো
★ আফ্রিকার বৃহত্তম মরুভূমি → সাহারা
★ আফ্রিকার বৃহত্তম হ্রদ → ভিক্টোরিয়া
★ আফ্রিকার মহাদেশের সবচেয়ে সম্পদশালী দেশ → দ. আফ্রিকা
★ আফ্রিকার মহাদেশের সর্বনিচ গড় আয়ুর দেশ → সিয়েরালিওন
★ আফ্রিকার মহাদেশের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ → বেনিন
★ আফ্রিকার মহাদেশের মধ্যে সবচেয়ে মনোরম দেশ → সিচেলিস

উত্তর আমেরিকা মহাদেশ

★ উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম দেশ → কানাডা (আয়তনে)
★ উত্তর আমেরিকার ক্ষুদ্রতম দেশ → বার্বাডোস (আয়তনে)
★ উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম দেশ → সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস (জনসংখ্যায়)
★ উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম জলপ্রপাত → নায়াগ্রা
★ উত্তর আমেরিকার সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ → ম্যাককিলনি
★ উত্তর আমেরিকার দীর্ঘতম নদী → মিসিসিপি মিসৌরী
★ উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম হ্রদের নাম → সুপেরিয়ার
★ উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম পার্কের নাম → উড বাফেলো

দক্ষিণ আমেরিকা

★ আয়তনে দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম দেশ → ব্রাজিল
★ আয়তনে দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্রতম দেশ → সুরিনাম
★ জনসংখ্যায় দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম দেশ → ব্রাজিল
★ জনসংখ্যায় দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্রতম দেশ → সুরিনাম
★ দক্ষিণ আমেরিকার সর্বোচ্চ পর্বতমালা → আন্দিজ পর্বতমালা
★ দক্ষিণ আমেরিকার দীর্ঘতম নদী → আমাজান নদী

★ দক্ষিণ আমেরিকার উচ্চতম জলপ্রপাত → অ্যাঞ্জেল
★ দক্ষিণ আমেরিকার উচ্চতম রাজধানী → লাপাজ
★ দক্ষিণ আমেরিকার উচ্চতম হ্রদ টিটি কাকা অবস্থিত → বলিভিয়া

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ

★ আয়তনে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের বৃহত্তম দেশ → অস্ট্রেলিয়া
★ আয়তনে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের ক্ষুদ্রতম দেশ → নাউরু
★ জনসংখ্যায় অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের বৃহত্তম দেশ → অস্ট্রেলিয়া
★ জনসংখ্যায় অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের ক্ষুদ্রতম দেশ → ট্রুভ্যালু
★ অস্ট্রেলিয়ার দীর্ঘতম দেশ → মারে ডালিং
★ অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ → কোসিয়াস্কো
★ অস্ট্রেলিয়ার মহাদেশের সবচেয়ে বেশি ঘন বসতিপূর্ণ দেশ → নাউরু
★ অস্ট্রেলিয়ার মহাদেশের কোন দেশের নারীরা প্রথম ভোটাধিকার লাভ করে → নিউজিল্যান্ড

বাংলাদেশের ভৌগোলিক নাম

★ নদী মাতৃক দেশ → বাংলাদেশ
★ পৃথিবীর ব-দ্বীপ → বাংলাদেশ
★ বাংলার ভেনিস → বরিশাল
★ মসজিদের শহর → ঢাকা
★ বাংলাদেশের প্রবেশ দ্বার → চট্টগ্রাম
★ সাগর দ্বীপ বলা হয় → ভোলা
★ বাংলার শস্য ভান্ডার → বরিশাল
★ কুমিল্লার দুঃখ → গোমতী
★ ভাটির দেশ → বাংলাদেশ
★ সোনালী আঁশের দেশ → বাংলাদেশ
★ প্রাচ্যের ড্যান্ডি → নারায়ণগঞ্জ
★ রিক্সার নগরী → ঢাকা
★ ৩৬০ আউলিয়ার দেশ → সিলেট
★ সাগর কন্যা বলা হয় → পটুয়াখালী
★ হিমালয়ের কন্যা → পঞ্চগড়
★ চট্টগ্রামের দুঃখ → চাকতাই খাল

বাংলাদেশের বর্তমান ও পুরাতন নাম

বর্তমান নাম	পুরাতন নাম
ঢাকা	জাহাঙ্গীরনগর
চট্টগ্রাম	ইসলামাবাদ
বরিশাল	চন্দ্রদ্বীপ/ বাকলা
সিলেট	জালালাবাদ / শ্রীহট্ট
খুলনা	জাহানাবাদ
নোয়াখালী	সুধারাম
ময়মনসিংহ	নাসিরাবাদ
কুমিল্লা	ত্রিপুরা

ফেনী	শমসের নগর
জামালপুর	সিংহজানী
রাঙামাটি	হরিকেল
রাজবাড়ি	গোয়ালন্দ
কুষ্টিয়া	নদীয়া
সাতক্ষীরা	সাতঘরিয়া
দিনাজপুর	গন্ডোয়ানাল্যান্ড
মুন্সিগঞ্জ	বিক্রমপুর
বগুড়া	বগরা
বাগেরহাট	খলিফাবাদ
ভোলা	শাহবাজপুর
যশোর	খলিফাতাবাদ
শরীয়তপুর	পরগনা
কক্সবাজার	ফালকিং
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	গৌড়
গাজীপুর	জয়দেবপুর

কিছু স্থান ও প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ও পুরাতন নাম

বর্তমান নাম	পুরাতন নাম
মহাস্থানগড়	পুন্ড্রবর্ধন
বাংলা একাডেমী	বর্ধমান হাউজ
সিরডাপ	চামেলী হউজ
বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	পি জি হাসপাতাল
বাহাদুর শাহপার্ক	ভিক্টোরিয়া পার্ক
লালবাগ দুর্গ	আওরঙ্গরাদ দূর্গ
সেন্টমার্টিন	নারিকেল জিঞ্জিরা
নিঝুম দ্বীপ	বাউলার চর,
হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
বঙ্গভবন	গভর্নর হাউজ
প্রধানমন্ত্রীর ভবন	গণভবন
উত্তরবঙ্গ	বরেন্দ্র ভূমি
শেরে বাংলা নগর	আইয়ুব গেইট
আসাদ গেইট	আইয়ুব গেইট
মুজিবনগর	বৈদ্যনাথ তলা
ময়নামতি	রোহিতগিরি
সোনারগাঁও	সুবর্ণগ্রাম

বাংলা সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(কলকাতা: ৭ মে ১৮৬১-৭ আগষ্ট ১৯৪১)

❑ **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস:**

ঘরের বাইরে বউ ঠাকুরাণীর হাটে শেষের কবিতা শুনতে গিয়ে গোরা রাজর্ষির চোখের বালি করুণা ও চতুরঙ্গ দুইবোন যোগাযোগের চার নৌকাডুবিতে মারা গেল।

অথবাঃ রাজর্ষি ও মালঞ্চ চারটি অধ্যায় সৃষ্টি করে ও ঘরে বাইরে যোগাযোগ করে রবীন্দ্রনাথের করুণা থেকে বঞ্চিত হয়ে চোখের বালি হয়েছে।

অথবাঃ গোরা, চতুরঙ্গ, দুইবোন, নৌকাডুবির কারণে শেষের কবিতা, হারিয়ে ফেলে তাই তারা বউ ঠাকুরাণীর হাটে যেতে পারেনি।

অথবাঃ বৌয়ের চোখে চার নৌকাডুবি দেখে দুইবোন করুণার শেষে চতুর রাজর্ষি গোরাকে নিয়ে ঘরে বাইরে যোগাযোগ করল।

ব্যাখ্যা: বৌ= বৌ ঠাকুরাণীর হাট; শেষে= শেষের কবিতা; চোখে= চোখের বালি; চতুর= চতুরঙ্গ; চার= চার অধ্যায়; নৌকাডুবি, দুইবোন, করুণা, রাজর্ষি, গোরা, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ।

অথবাঃ গোরা মালঞ্চরা দুইবোন। চতুরঙ্গ রাজর্ষির চোখের বালি তাই তারা ঘরে বাইরের যোগাযোগ ছিন্ন করে চার অধ্যায় শেষের কবিতা পাঠ করে এবং নৌকাডুবির ভয়ে বৌঠাকুরাণীর হাটে যাওয়া বন্ধ করে।

অথবাঃ রাজর্ষি ও গোরা ঘরে বাইরে পরস্পর চোখের বালি। তারা বউ ঠাকুরাণীর হাট ও চতুরঙ্গ দেখতে মালঞ্চকে নিয়ে যাই করল নৌকা ডুবিতে তার মৃত্যু হল। পরে শেষের কবিতার চার অধ্যায়ে তার প্রতি করুণা প্রকাশ করা হলেও যোগাযোগ করা যায়নি।

অথবাঃ রাজর্ষি ঘরের বাইরে গিয়ে চতুরঙ্গ গোরায় চড়ে, মালঞ্চ অতিক্রম করে নৌকা (নৌকা ডুবি) যোগা (যোগাযোগ) বৌ ঠাকুরাণীর হাটে গিয়ে চার অধ্যায়ের শেষের কবিতা কিনে চোখের বালির করুণ (করুণা) মৃত্যুর সংবাদ জানতে পারলো।

❑ **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক:**

তাসের দেশের ডাকঘরের পাশে মুকুট রাজা রক্তকবরী গাছের নীচে বসন্তের চিরকুমার সভার মুক্তধারার আলোচনা তাপসীর অরূপরতন চেহারা কালের যাত্রায় অচলায়তন হওয়ায় প্রায়শ্চিত্ত করতে বিসর্জনে যেতে হবে এটা কোন ধরণের মায়ার খেলা।

অথবাঃ রাজা অচলায়তন চিরকুমারকে ডেকে রক্তকবরী মুক্ত মুকুট উপহার দিল। অরুণাচল অরূপ রতনকে সঙ্গে নিয়ে কালের যাত্রায় বিসর্জন দিতে তাসের দেশে গেল।

ব্যাখ্যা: ১. রাজা, ২. অচলায়তন, ৩. চিরকুমার সভা, ৪. ডাকঘর, ৫. রক্তকবরী, ৬. মুক্তধরা, ৭. মুকুট, ৮. অরুণাচল, ৯. অরূপ রতন, ১০. কালের যাত্রা, ১১. বিসর্জন, ১২. তাসের দেশ।

অথবাঃ তপস্বী রাজা গৃহ প্রবেশ বিসর্জন করে তাসের দেশে ডাকঘরে চিরকুমার সভা করে। রক্তকবরী কালের যাত্রার অচলায়তন মুক্তধারা হয়।

অথবাঃ তাসের দেশের রাজা রবীন্দ্রনাথ পৃথ্বিরাজের ঘোড়ায় চড়ে নটীর পূজায় রক্তকরবী বিসর্জন দিতে গেলেন। সেখানে মুক্তধারা নাট্যদল অচলায়তনে বসন্তের নাটক পরিবেশন করছিল। ডাকঘরের চিরকুমার সভায় সিদ্ধান্ত হলো এ কালের যাত্রায় চিত্রাঙ্গদার মত প্রতিভা (বাল্মীকি প্রতিভা) খুব বিরল। কিন্তু লম্পট অধিকারিণীর মায়ার খেলায় বাঁশরী, তাপসী, শ্যামা, ফাল্গুনী, চার বোনের একজনও পরিত্রাণ পেলেন না।

❑ **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যঃ**

ভানু সিংহের পদাবলী গীতাঞ্জলীর শেষ লেখায় মহুয়ার বান্ধবী চিত্রার জন্মদিনের উৎসবে প্রভাত সঙ্গীত সন্ধ্যায় ব্যতিক্রম সাহিত্য সাংস্কৃতিক জোট গান গাইলেন।

❑ **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থঃ**

পূরবী মানসী মহুয়ার বান্ধবী চিত্রা চিত্রালীর নবজাতকের পুনশ্চ জন্মদিনে ভানুসিংহ ঠাকুরের প্রথম কাব্য বনফুল ও গীতাঞ্জলির শেষ লেখার লেখন প্রভাত সঙ্গীত সন্ধ্যার বিচিত্রিতা সানায়ে খেয়ার সোনারতরী বলাকায় ছড়ার ছবির মতো ক্ষণিক গল্পে-সল্পে শ্যামলীমায় উৎসর্গ হয়ে গেল।

অথবাঃ সেঁজুতির মেয়ে মানসী রোগশয্যা থেকে আরোগ্য লাভ করে, পূরবী নামে পুনশ্চ নবজাতকটির মাথায় চুল বলাকা প্লেট সানাই বাজিয়ে চৈতালীকে নিয়ে সোনারতরীতে চড়ে কড়ি ও কোমল মনে কল্পনা করতে করতে ক্ষণিকাদের বাড়ি গেল।

অথবাঃ ভানুসিংহের গীতাঞ্জলীর শেষ লেখায় মহুয়ায় বান্ধবী চিত্রার জন্মদিনের প্রভাতে সঙ্গীত সন্ধ্যার কথা আছে।

ব্যাখ্যাঃ ভানুসিংহের= ভানুসিংহের পদাবলী; গীতাঞ্জলীর= গীতাঞ্জলী; শেষ লেখায়= শেষ লেখা; চিত্রায়= চিত্রা; জন্মদিনের= জন্মদিন; প্রভাতে= প্রভাত; সঙ্গীত সন্ধার=সন্ধ্যা সঙ্গীত।

অথবাঃ চিত্রা, বলাকা, শ্যামলী, মহুয়া, পুনশ্চ, কণিকা, নবজাতকদের জন্মদিনে গীতাঞ্জলী শেষ লেখা। কল্পনা করা হয় সেদিনের প্রভাত সংগীত সন্ধ্যা সংগীত ও সানাই বাজানো হয় এবং বনফুল ও ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী উৎসর্গ করা হয়। চৈতালী, মানসী, ক্ষণিকা এবং কড়ি ও কমল ছবি ও গান, সেঁজুতি সেদিন সোনার তরীর খেয়া বন্ধ রাখে।

অথবাঃ ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলির ক্ষণিক কল্পনায় মানসী বনফুলের খেয়ার সোনার তরী ভাসিয়ে সন্ধাসংগীত ও প্রভাত সঙ্গীত গাইতে গাইতে পূর্ব দিকে চলে গেল। মহুয়ার জন্মদিনে সানাই বাজিয়ে চিত্রা কনিকা ও বলাকা শেষলেখা পত্রটি উপহার দিল।

ব্যাখ্যাঃ ১. ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী; ২. ক্ষণিকা; ৩. কল্পনা; ৪. মানসী; ৫. বনফুল; ৬. খেয়া; ৭. সোনারতরী; ৮. সন্ধ্যা সঙ্গীত; ৯. প্রভাত সঙ্গীত; ১০. গীতাঞ্জলী; গীতালি; ১১. পূরবী; ১২. মহুয়া; ১৩. জন্মদিন; ১৪. সানাই; ১৫. চিত্রা; ১৬. কনিকা; ১৭. বলাকা; ১৮. শেষ লেখা; ১৯. পত্রপুট। ব্যতিক্রম- কড়ি ও কোমল।

অথবাঃ কবি কাহিনীর বনফুল বলাকা ও শ্যামলী বান্ধবী মহুয়ার নবজাতক কল্পনার জন্মদিন উপলক্ষে শৈশবের (শৈশব সংগীত) প্রভাতে (প্রভাত সংগীত) সানাই বাজিয়ে সন্ধ্যা সঙ্গীতের আয়োজন করে। বীথিকা, কড়ি ও কোমল নিয়ে সেঁজুতিতে সোনারতরী নামক খেয়ায় চিত্রানদী পার হয়ে জানতে পারলো মানসী রোগসজ্জায় থাকলেও চৈতালীতে আরোগ্য হয়ে ক্ষণিকের জন্য স্মরণ করল পুনশ্চ গীতাঞ্জলি শেষ লেখা রবীন্দ্রনাথের কাব্য।

❑ **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধঃ**

প্রাচীন সাহিত্যগুলো সাহিত্যের যেন বিচিত্র প্রবন্ধ।

১. প্রাচীন সাহিত্য; ২. সাহিত্যের পথে; ৩. বিচিত্র প্রবন্ধ।

অথবাঃ স্বদেশের আধুনিক সাহিত্যের পাশাপাশি প্রাচীন ও লোক সাহিত্য বিচিত্র প্রবন্ধে সমৃদ্ধ করেছে। ফলে কালান্তর সভ্যতার সংকট থেকে পঞ্চভূত ও দূর হবে।

❑ **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র সাহিত্যঃ**

রাশিয়ার চিঠিগুলো একরকম ছিন্নপত্র।

১. রাশিয়ার চিঠি; ২. চিঠিপত্র; ৩. ছিন্নপত্র।

অথবাঃ জাপানের যাত্রী ছিন্নপত্র রাশিয়ার চিঠি পত্র আনে।

❑ **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর ত্রয়ী উপন্যাসঃ**

ত্রয়ী উপন্যাস: সীতা দেবী আনন্দমঠে।

❑ **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর প্রবন্ধঃ**

বঙ্গদেশের কৃষকেরা, বিবিধ প্রবন্ধ, কৃষ্ণচরিত, লোকরহস্য, বিজ্ঞানরহস্যের সাম্য বুঝতে না পেরে কমলাকান্তের দপ্তরে হাজির হল।

জহির রায়হান (ফেনী: ১৯৩৫-১৯৭২)

❑ **জহির রায়হানের উপন্যাসঃ**

সূত্র: হাজার বছর ধরে আরেক ফাল্গুন পর্যন্ত শেষ বিকেলের মেয়ে আর কত দিন তৃষ্ণা মেটানোর জন্য বরফ গলা নদীর পাশে অপেক্ষা করবে।

অথবাঃ এক শেষ বিকেলের মেয়ের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে আরেক ফাল্গুন পর্যন্ত হাজার বছর ধরে বরফ গলা নদীর তীরে আমি অপেক্ষা করছি।

অথবাঃ ওগো শেষ বিকেলের মেয়ে তোমার জন্য হাজার বছর ধরে বরফ গলা নদীর পাড়ে অপেক্ষা করতে পারি।

ব্যাখ্যা: ১. শেষ বিকালের মেয়ে, ২. হাজার বছর ধরে, ৩. বরফ গলা নদী।

অথবাঃ ওগো শেষ বিকেলের মেয়ে তোমার জন্য হাজার বছর ধরে বরফগলা নদীর তীরে তৃষ্ণার্ত হয়ে আরেক ফাল্গুন পর্যন্ত জহির রায়হান অপেক্ষা করছে।

অথবাঃ হাজার বছর ধরে বরফগলা নদীর তীরে শেষ বিকেলের মেয়ের জন্য জহির রায়হান আরেক ফাল্গুন পর্যন্ত আর কত দিন অপেক্ষা করবে?

❑ **জহির রায়হানের চলচ্চিত্রঃ**

আমার জীবন থেকে নেওয়া আনোয়ারা কাঁচের দেয়াল হয়ে গেল। অন্যদিকে ওর বান্ধবী বেহুলাও কখনো দেখতে আসেন। তাই আমি বললাম লেট দেয়ার বি লাইট কিন্তু জহির রায়হান বললেন স্টপ জেনোসাইড।

অথবাঃ সোনার কাজল মেয়ে বেহুলা আনোয়ারা কে সঙ্গে নিয়ে কাচের দেয়াল ভেঙ্গে বাহানা দলকে বলল, স্টপ জেনোসাইড, লেট দেয়ার বি লাইট।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (হুগলী: ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬-১৬ জানুয়ারী ১৯৩৮)

❑ **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর উপন্যাসঃ**

সূত্র: চরিত্রহীন দেবদাস ও বিপ্রদাসের সাথে চন্দ্রনাথের বড়দিদি ও মেজদিদির অন্যরকম সম্পর্ক থাকায় দেনা পাওনা হিসাবে পল্লীসমাজ তাদের গৃহদাহ করল। কিন্তু শ্রীকান্ত ও শুভদা তাদের পথের দাবী তুলে শেষের পরিচয় পেয়ে শেষ প্রশ্ন করল। ফলে নববিধানে নিষ্কৃতি মিললো এবং দত্তা বৈকুণ্ঠের উইল করিয়া বিরাজ বৌকে পরিণীতা হিসেবে গ্রহণ করল।

অথবাঃ গৃহদাহ পল্লীসমাজে বড়দিদি মেজদিদিকে নিয়ে বসবাস করে। সেখানে চরিত্রহীন চন্দ্রনাথও ছিল। দেবদাস ও বিপ্রদাসের মধ্যে কিছু দেনা-পাওনা ছিল। শেষের পরিচয় ঘটল শ্রীকান্ত ও শুভদার সাথে। পথের দাবী তুলে তারা শেষ প্রশ্ন করল। নববিধানে দত্তা বিরাজ বৌকে গ্রহণ করবে।

ব্যাখ্যা: ১. গৃহদাহ; ২. বড়দিদি; ৩. মেজদিদি; ৪. পল্লীসমাজ; ৫. চরিত্রহীন; ৬. চন্দ্রনাথ; ৭. দেবদাস; ৮. বিপ্রদাস; ৯. দেনা-পাওনা; ১০. শেষের পরিচয়; ১১. শ্রীকান্ত; ১২. শুভদা; ১৩. পথের দাবী; ১৪. শেষ প্রশ্ন; ১৫. নববিধান; ১৬. দত্তা; ১৭. বিরাজ বৌ।

অথবাঃ সূত্র: অবাদে পল্লীগৃহে চলনা।

ব্যাখ্যা: অ= অরক্ষণীয়া, বা= বামনের মেয়ে, দে= দেনাপাওনা, পল্লী= পল্লী সমাজ, গৃ= গৃহদাহ, চ=চরিত্রহীন।

অথবাঃ শ্রীকান্তের বড়দিদি, মেজদিদি এবং রাম (রামের সুমতি) পন্ডিত মশাইয়ের কাছে দেবদাস সম্পর্কে শেষ প্রশ্নে জানতে চাইল। আবার অরক্ষণীর স্বামী বিপ্রদাস বিন্দুর ছেলেকে বামুনের মেয়ে বিরাজ বৌয়ের কাছে দত্ত'ক দিল। শেষে পরিচয় হলো পল্লীসমাজের পরিণীতার সঙ্গে। দেনাপাওনা হিসেবে তাকে দেয়া হয়েছিল চরিত্রহীনতার অপবাদ।

❑ **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর গল্পঃ**

সূত্রঃ পরিণীতা বৈকুণ্ঠের উইল করে নিস্কৃতি পেল।

ব্যাখ্যা: ১. পরিণীতা; ২.বৈকুণ্ঠের উইল; ৩. নিস্কৃতি।

❑ **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর ছোটগল্পঃ**

মন্দির থেকে বের হয়ে বিলাসী মহেশ কে আনতে যায়। ফিরে এসে দেখল অতিথি একাদশী ছবি হাতে বৈরাগীর সাথে বসে আছে।

জসীম উদ্দীন (ফরিদপুর: ১৯০৩-১৪ মার্চ ১৯৭৬)

❑ **জসীম উদ্দীন-এর কাব্যগ্রন্থঃ**

সূত্রঃ রাখালী হলুদবরণ সূচয়নীকে নিয়ে নকশী কাঁথা দেখতে বালুর চরে ধানক্ষেতে গেল। অন্যদিকে হাসুর মা জননীকে নিয়ে সোজন বাদিয়ার ঘাটে রাখালীকে খুঁজতে গেল।

ব্যাখ্যা: রাখালী= রাখালী; হলুদবরণ= হলুদবরণ; সূচয়নীকে= সূচয়নী; নকশী কাঁথা= নকশী কাঁথার মাঠ; বালুর চরে= বালুর চর; ধানক্ষেত= ধানক্ষেত; হাসুর= হাসু; মা জননীকে= মা যে জননী কান্দে; সোজন বাদিয়ার ঘাটে= সোজন বাদিয়ার ঘাট।

অথবাঃ রাখালীদের বালুর চরের ধানক্ষেতে মা জননী হাসুকে নিয়ে সূচয়নী জলের লেখায় সোজন বাদিয়ার ঘাটে হলুদবরণ নকশীকাঁথা বিছিয়ে গল্প করেছেন।

ব্যাখ্যা: ১. রাখালী; ২. বালুরচর; ৩. ধানক্ষেত; ৪. মা যে জননী কান্দে; ৫. হাসু; ৬. সূচয়নী ৭. জলের লেখায় ৮. সোজন বাদিয়ার ঘাট; ৯. হলুদ বরণ; ১০. নকশী কাঁথার মাঠ।

অথবাঃ নকশীকাঁথার মাঠের ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে রাখালী হলুদবরণ সূচয়নীকে নিয়ে এক পয়সার বাঁশি বাঁজাতে সোজন বাদিয়ার ঘাটের নিকট আসিলে হাসুর মা জননী বালুচরে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

অথবা: হাসু বালুচরের সেই রূপবতী রাখালী সকিনাকে দেখতে হলুদ বরণের নকশী কাঁথার পরে রঙ্গিলা নায়ের মাঝিকে নিয়ে মাটির কান্না কেঁদে কাপনের মিছিল দিয়ে ধানক্ষেত হয়ে সোজন বাদিয়ার ঘাটে গেল।

অথবা: রাখালী হাসু বালুচরের রূপবতী সখিনাকে হলুদ বরণের নকশী কাঁথার শাড়ি ও এক পয়সার বাঁশি কিনে রঙিলা নায়ের মাঝিকে সঙ্গে করে ধানক্ষেত পার হয়ে সোজন বাদিয়ার ঘাটে গেলে মাটির কান্না পায়।

অথবাঃ রূপবতী কন্যা হাসু রঙ্গিলা নায়ের মাঝি কে দেখতে নক্সী কাঁথা গায়ে ধানক্ষেত থেকে রাখালীকে নিয়ে বালুচর পেরিয়ে সোজন বাদিয়ার ঘাটে গেল।

❑ **জসীম উদ্দীন-এর নাটকঃ**

পল্লী বধু মধুমালা গ্রামের মেয়ে ও বেদের মেয়েদের সাথে পদ্মপাড়ে গান করে।

অথবাঃ পদ্মাপারের রাখালের বাঁশের বাঁশির সুর শুনে পল্লী বধু বেদের মেয়ে মধুমালার স্মৃতি পটে প্রেমের দাগ কাটল।

❑ **জসীম উদ্দীন-এর উপন্যাসঃ**
বোবা কাহিনী।

❑ **জসীম উদ্দীন-এর ভ্রমণ কাহিনীঃ**
সূত্রঃ যে হলদে মুসা= যে দেশে মানুষ বড়+হলুদে পরীর দেশে+চলে মুসাফির।
ব্যাখ্যাঃ চলো মুসাফির, হলদে পরীর দেশে।

❑ **জসীম উদ্দীন-এর স্মৃতিকথাঃ**
জীবন কথার স্মৃতি পটে যাদের দেখেছি ঠাকুরবাড়ির আঙ্গিনায়।

ফররুখ আহমদ (মাগুরাঃ ১৯১৮-১৯৭৪)

❑ **ফররুক আহমদ এর কাব্যগ্রন্থঃ**
সাত সাগরের মাঝি নৌফেল ও হাতেম ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা মুহূর্তের কবিতা বলতে পারায়, সিরাজুম মুনীরা তাদেরকে পাখির বাসা উপহার দিল।
অথবাঃ সাত সাগরের মাঝি সিরাজুম মুনীরা হাবেদা মরুর কাহিনী, নৌফেল ও হাতেম (কাব্যনাট্য) রেখে নতুন লেখা মুহূর্তের কবিতা (সনেট) আবৃত্তি করল। পরে হাতেম তায়ীর পাখির বাসার মতো ছড়ার আসরে যোগ দিল।

সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২)

❑ **সৈয়দ আলী আহসান-এর কাব্যগ্রন্থঃ**
একক সন্ধ্যায় বসন্তে অনেক্ষণ (অনেক) আকাশ দেখে সহসা সচকিত হয়ে আমার প্রতিদিনের শব্দের মতোই মনের মধ্যে বেজে উঠলো এবার সমুদ্রেই যাবো।

গোলাম মোস্তফা (ঝিনাইদহঃ ১৮৯৭-১৯৬৪)

❑ **গোলাম মোস্তফা-এর কাব্যগ্রন্থঃ**
সাহারার বনি আদম ও হাসনাহেনা বুলবুলিস্তানের রক্তরোগে মিলিত হল।

আব্দুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন (১৯৩০-১৯৯৮)

❑ **আব্দুল্লাহ আল মুতী-এর বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থঃ**
অবাক পৃথিবী রহস্যের শেষ নেই বিজ্ঞান ও মানুষের, জানা-অজানার দেশে সাগরের রহস্যপুরী আবিস্কারের নেশায় মত্ত এ যুগের বিজ্ঞান। তাই তো বলি, এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে।

আলাউদ্দীন আল আজাদ (কিশোরগঞ্জঃ ১৯৩২-২০০৯)

❑ **আলাউদ্দীন আল আজাদ-এর উপন্যাসঃ**
শীতের শেষ রাতে অর্থাৎ বসন্তের প্রথম দিনে ক্ষুধা ও আশা কর্ণফুলীতে তেইশ নম্বর তৈল চিত্র আঁকতে গেল।

রোমেনা আফাজ (বগুড়াঃ ১৯২৬-২০০৩)

❑ **রোমেনা আফাজ-এর উপন্যাসঃ**
সোনালী সন্ধ্যায় কাগজের নৌকায় চড়ে হারানো মানিককে খুঁজে ফিরে রোমেনা আফাজ।
অথবাঃ জানি তুমি আসবে বলে শীতের সোনালী সন্ধ্যায় কাগজের নৌকায় চড়ে লেখকের স্বপ্নের প্রিয়ার কণ্ঠস্বর খুঁজতে হারানো মানিক এর সন্ধান পায় রোমেনা আফাজ।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (বরিশাল: ১৯৩২-২০০১)

❑ **আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ-এর কাব্যগ্রন্থঃ**

আমার সময় সাত নারীর হার কখনো রং সুর, আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি, কমলের চোখ যেন সহিষ্ণু প্রতীক্ষা, এ যেন বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রতীক্ষা।

আবু জাফর শামসুদ্দিন (১৯১৯-১৯৮৮)

❑ **আবু জাফর শামসুদ্দিন-এর উপন্যাসঃ**

প্রপঞ্চ পরিত্যক্ত স্বামীর দেয়াল ভেঙ্গে মুক্তির কারণে ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান পদ্ম মেঘনা যমুনা ও সংকর সংকীর্তনে হানিমুনে যায়।

অথবাঃ ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যানের পরিত্যক্ত স্বামী কলিমদ্দি, প্রপঞ্চ করে দেয়াল তৈরি করে, সংকর সংকীর্তন করতে করতে পদ্ম মেঘনা যমুনায় ঘুরে বেড়ায়।

❑ **আবু জাফর শামসুদ্দিন-এর গল্পঃ**

জীবন ও ল্যাংড়ী আবু জাফর শামসুদ্দীনের শ্রেষ্ঠ গল্প শেষ রাত্রির তারা পড়ে রাজের ঠাকুরের তীর্থ যাত্রা দেখতে যায়।

অথবাঃ নির্বাচিত গল্প ল্যাড়ীতে নায়ক শেষ রাত্রির তারা দেখে এক জোড়া প্যান্ট ও অন্যান্য নিয়ে রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রায় চলে যায়।

আল-মাহমুদ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

❑ **আল-মাহমুদ-এর কাব্যনাট্যঃ**

বখতিয়ারের ঘোড়া লোকলোকান্তর থেকে সোনালী কাবিনে মোড়কে কালের কলস ভর্তি পানকৌড়ির রক্ত* দেখে মায়াবী পর্দা দুলে উঠলো। (* গল্পগ্রন্থ)

এম.আর.আখতার মুকুল (বগুড়া: ১৮৭৮-১৯৯৪)

❑ **এম.আর.আখতার মুকুল-এর গদ্যগ্রন্থঃ**

আব্বা-হুজুরের দেশে বাহান্নর জবানবন্দীতে আমি বিজয় দেখেছি।

আবুল মনসুর আহমেদ (ময়মনসিংহ: ১৮৯৭-১৯৭৯)

❑ **আবুল মনসুর আহমেদ-এর প্রবন্ধঃ**

শেরে-বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু পর্যন্ত আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর পাক বাংলার কালচার দেখেছি।

মানিক বন্দোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৯৫)

❑ **মানিক বন্দোপাধ্যায়-এর উপন্যাসঃ**

পদ্মা নদীর মাঝি মানিক তার সোনার চেয়ে দামী জননীকে, শহরতলীতে বসে ইতি কথার পরের কথা শুনালেন।

অথবা: মানিক শহরতলীর পদ্মানদীর মাঝির স্ত্রীকে বলল, জননী ইতিকথার পরের কথা সোনার চেয়েও দামী।

অথবা: মানিক বন্দোপাধ্যায় পদ্মা নদীর মাঝিকে বললো ইতি কথার পরের কথা হলো জননী সোনার চেয়েও দামী।

অথবা: পদ্মা নদীর মাঝির হোসেন মিয়া আরোগ্য লাভ করে সোনার চেয়ে দামী জননীর জন্য শহরতলী থেকে দিবরাত্রির কাব্য পুতুল নাচের ইতিকথা নামক উপন্যাস কিনে নিয়ে গেল।

অথবাঃ ইতিকথার পরের কথা হল মানিক এর জননী আরোগ্য হয়ে স্বাধীনতার স্বাদ পেল এবং শহরতলীতে গিয়ে একটি চতুষ্কোণ সোনার চেয়ে দামী উপহার কিনল। অহিংসা শহরবাসের ইতি কথা আর পুতুল নাচের ইতি কথা পদ্মানদীর মাঝির মতোই দিবা রাত্রির কাব্য।

শওকত ওসমান (হুগলী: ১৯১৯-১৯৯৮)

❑ **শওকত ওসমান-এর উপন্যাসঃ**

নেকড়ে অরণ্যে, ক্রীতদাসের হাসির সাবেক কাহিনী *আমলায় মামলায় প্রস্তর ফলক *কাঁকর মণি হয়ে বলল- হে জননী, জন্ম যদি তব বঙ্গে জাহান্নাম হতে বিদায়। (*নাটক)

❑ **শওকত ওসমান-এর প্রবন্ধঃ**

তিন মির্জা অনেক ভাব ভাষা ভাবনা নিয়ে মুসলিম মানসের রূপান্তর হন সংস্কৃতির চড়াই উতরাই পেরিয়ে এছাড়া হপ্তম পঞ্চম, নষ্টভান অষ্টভান।

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ (চট্টগ্রাম: ১৯২২-১৯৭১)

❑ **সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ-এর নাটক/উপন্যাস/গল্পঃ**

*বহ্নিপীর *তরঙ্গ-ভঙ্গ *সুড়ঙ্গে চাঁদের অমাবস্যা রাতে বসে দুইতীর নয়ন চারার গল্প বলতে বলতে কাঁদো নদী কাঁদোর মত লালসালু ভিজিয়ে ফেলল।

❑ **সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ-এর উপন্যাসঃ**

সূত্র: চাকা লাল।

ব্যাখ্যা: চাঁ= চাঁদের অমাবস্যা; কাঁ= কাঁদো নদী কাঁদো; লাল= লাল সালু।

অথবাঃ চাঁদের অমাবস্যায় কাঁদো (নদী) কাঁদো লালসালু ফুলে উঠল।

❑ **সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ-এর নাটকঃ**

সূত্র: ভন্ড বহ্নিপীর তরঙ্গভঙ্গ করে সুড়ঙ্গ দিয়ে পালিয়েছেন।

অথবাঃ তরঙ্গভঙ্গ করে সুড়ঙ্গ করায় উজানে মৃত্যু হয় বহ্নিপীরের।

ব্যাখ্যা: ১. বহ্নিপীর; ২. তরঙ্গভঙ্গ; ৩. সুড়ঙ্গ; ৪. উজানে মৃত্যু।

প্রমথ চৌধুরী (যশোর: ৭ আগষ্ট ১৮৬৮-২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬)

❑ **প্রমথ চৌধুরীর উপন্যাসঃ**

তেল নুন লাকড়ির দোকানে গত বৈশাখে বীরবলের হালখাতা দ্বারা আমাদের আহুতি করা হয়েছে। সে দোকানে অনেক লোকের পদচারণ ঘটল এবং নানা কথা হল ও নানা চর্চা হল। নীল লোহিতের রায়তের কথা চার ইয়ারী কথা পর্যন্ত উঠে আসল সকলের মুখে মুখে। আর সকলের টাকার হিসাব দেখা গেল সনেট পঞ্চাশৎ থেকে।

❑ **প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধঃ**

সূত্র: নানা কথা শুনে রায়তের কথা নানা চর্চা করে দুইয়ারী ও আমাদের শিক্ষা হয় তেলনুন লাকড়ি বিক্রি করেই বীরবলের হালখাতা করা হবে।

অথবাঃ রানা বীনা দু'জনেই চা পান করতে চাইল।

ব্যাখ্যা: রা= রায়তের কথা; না= নানা কথা; বী= বীরবলের হালখাতা; না= নানা চর্চা; রা= দু'ইয়ারী; চা= চার ইয়ারী কথা; পা= প্রাচীন হিন্দুস্থান; তে= তেল-নুন-লাকড়ি।

❑ **প্রমথ চৌধুরীর গল্পঃ**

নীল লোহিতের আদি প্রেমে চারইয়ারী কথা, আহুতি গোষালের ত্রিকথা সপ্তক অনুকথার দুই না এক গল্প সংগ্রহ করে।

আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫)

❑ **আহসান হাবীবঃ**

ছুটির দিনে দুপুরে বিদীর্ণ দর্পনে মুখ দেখে দুই হাতে দুই আদিম পাথর এবং জাফরাণী রং পায়রা নিয়ে রাণী খালের সাঁকো পেরিয়ে ছোটদের পাকিস্তান যেতে যেতেই রাত্রি শেষ হয়ে এল। ঐদিন

সারা দুপুর হৃদয়ে আশার বসতি স্থাপন করে অরণ্যে নীলীমা ও ছায়াহরিণ নামক প্রেমের কবিতা লিখতে শুরু করলাম। আষাঢ় মাসে বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর কিন্তু হঠাৎ মেঘ বলে চৈত্রে যাবো এবং চৈত্র মাসে বৃষ্টি দেবো।

❑ **কাব্যগ্রন্থঃ**

সূত্রঃ সারা দুপুরে জোরে আশার বশতি নিয়ে চৈত্রের মেঘের বুকে হরিণের ছায়া দেখে রাত্রি শেষ করলাম।

ব্যাখ্যাঃ সারা দুপুর; আশার বশতি; মেঘ বলে চৈত্রে যাবো; ছায়া হরিণ; রাত্রি শেষ।

❑ **ছোটদের বইঃ**

সূত্রঃ ছুটির দিনে জোছনা রাতে রানী খালার কাছে ছোটদের গল্প শোনতাম।

ব্যাখ্যাঃ ছুটির দিনে দুপুরে জোছনা রাতের গল্প; রানী খালের সাঁকো।

সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭)

❑ **সুকান্ত ভট্টাচার্য্য-এর কাব্যগ্রন্থঃ**

গীতি গুচ্ছ এর ছাড়পত্র এবং হরতাল এর পূর্বাভাস পেয়ে অভিযান কারীদের চোখে ঘুম নেই।

অথবাঃ হরতালের পূর্বাভাস অভিযানে মিঠে কড়ার ঘুম নেই ছাড়পত্র চাই।

অথবাঃ হরতালের মিঠেকড়া অভিযানের পূর্বাভাসের ছাড়পত্র পেয়ে ঘুম নেই সুকান্তের চোখে।

মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১)

❑ **মুনীর চৌধুরীর নাটকঃ**

পলাশীর ব্যারাকের রক্তাক্ত প্রান্তর থেকে নষ্ট ছেলেটির চিঠিটি রূপার কৌটায় ভরে মুনীর চৌধুরী কবরে গেল।

অথবাঃ মুখরা রমনী বশীকরণ নাটকে দুকারণ্য দের উদ্দেশ্য রূপার কৌটার ভিতর করে কেউ কিছু বলতে পারেনা শিরোনামে একটি চিঠি নিয়ে আসে যাতে লেখা আছে রক্তাক্ত প্রান্তর এবং পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য স্থানের শহীদদের কবর দেয়ার কথা।

অথবাঃ দন্ডধর এ রমণীর চিঠি পড়ে নষ্ট ছেলেদের বললো রক্তান্ত প্রান্তর থেকে দন্ডকারণ্য মানুষদের পলাশী ব্যারাক নামক স্থানে কবর দাও।

অথবাঃ পলাশী ব্যারাকে রক্তাক্ত প্রান্তর ঘটিয়ে একজন সাধারণ মানুষকে যারা নষ্ট ছেলে বলে কবরে পাঠাল তার চিঠি আজও রুপার কৌটায় ভরে রেখেছেন মুনীর চৌধুরী।

❑ **মুনীর চৌধুরীর প্রবন্ধঃ**

মীর মানস বাংলা গদ্য রীতিতে ড্রাইডেন ও ডি.এল.রায় এর তুলনামুলক সমালোচনা করেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (যশোরঃ ১৮২৪-১৮৭৩)

❑ **মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যগ্রন্থঃ**

ব্রজাঙ্গনা তার চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে লিখেছেন Captive Lady তিলোত্তমা মেয়েটি বীরঙ্গনা হয়েছে।

অথবাঃ তিলোত্তমা কাব্যের নায়িকা ব্রজাঙ্গনা একজন বীরাঙ্গনা।

❑ **মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটকঃ**

শর্মিষ্ঠা মায়াকাননকে বলল কৃষ্ণকুমারী পদ্মবতীর মেয়ে।

অথবাঃ নায়িকা কৃষ্ণকুমারী শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতীর মতই সুন্দরী।

❑ **মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রহসনঃ**

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ দেওয়া, একেই কি বলে সভ্যতা?

হুমায়ুন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২)

❑ **হুমায়ুন আহমেদ-এর উপন্যাসঃ**

সূত্রঃ হিমু আজ বহু দুরে থাকায় শঙ্খ দার কাছে এই রজনী নন্দিত নরকে মনে হয়।

ব্যাখ্যাঃ ১. হিমু; ২. আজ রবিবার; ৩. বহুব্রীহি; ৪. দুরে কোথাও; ৫. শঙ্খনীল কারাগার; ৬. দারুচিনি দ্বীপ; ৭. এইসব দিন রাত্রি; ৮. রজনী; ৯. নন্দিত নরকে (প্রথম উপন্যাস)।

অথবাঃ দেবী শঙ্খনীল কারাগার থেকে মুক্তি পেলেও নন্দিত নরকে ই তার বসবাস। তবুও সে কবি হিমুর দ্বিতীয় প্রহরে মিসির আলীর অমানিবাসে জ্যোৎস্না ও জননীর গল্প শোনাবে।

❑ **হুমায়ুন আহমেদ-এর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসঃ**

সূত্রঃ মুক্তিযুদ্ধের সময় শ্যামল ছেলেটি আগুনে পুড়ে গিয়েছিল।

ব্যাখ্যাঃ ১. শ্যামল ছায়া; ২. আগুনের পরশমনি।

❑ **হুমায়ুন আহমেদ-এর নাটকঃ**

আজ রবিবার, কোথাও কেউ নেই। বহুব্রীহির এইসব দিনরাত্রি অয়োময় লাগে।

❑ **হুমায়ুন আহমেদ এর চলচ্চিত্রঃ**

দুই দুয়ারী শ্যামলছায়া শঙ্খনীল কারাগারে বসে আগুনের পরশমণি দেখছে।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)

❑ **রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন-এর গ্রন্থঃ**

সূত্রঃ অ সুলমতি ডেলি পদ্ম।

অ= অবরোধবাসীনী; সুল= সুলতানার স্বপ্ন; মতি= মতিচুর; ডেলি= ডেলিসিয়া হত্যা; পদ্মা= পদ্মরাগ

অথবাঃ অবরোধবাসিনীর সুলতানা, স্বপ্নে দেখেছিল পদ্মরাগিনী মতিচুরি করতে গিয়ে ডিলিসিয়কে হত্যা করেছে।

রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (বরিশালঃ ১৯৫৬-১৯৯১)

❑ **রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ-এর কাব্যগ্রন্থঃ** উপদ্রুত উপকূল থেকে আগত মৌলিক মুখোশধারী ছোবলাদের হাত থেকে মানুষের মানচিত্র ফিরে চাই স্বর্ণগ্রাম।

বেগম সুফিয়া কামাল (বরিশালঃ ১৯১১-১৯৯৯)

❑ **বেগম সুফিয়া কামাল-এর কাব্যগ্রন্থঃ**

উদাত্ত পৃথিবীতে সাঁঝের মায়া যেন এক অভিযাত্রিক।

❑ **বেগম সুফিয়া কামাল-এর রচনাসমূহঃ**

সুফিয়া কামাল তাঁর একাত্তরের ডায়েরীতে মোর যাদুদের সমাধি, মৃত্তিকার ঘ্রাণ, উদাত্ত পৃথিবী, উতল বিতল, মন ও জীবন নামক গল্প লেখেন। গল্পগুলো মায়ার কাজলে আঁকা। অভিযাত্রিরা নওল কিশোরের দরবারে আহবান জানিয়েছেন, সাঁঝের বেলায় তারা যেন কেঁয়ার কাঁটা তুলতে না যায়।

জীবনানন্দ দাস (বরিশালঃ ১৮৯৯-১৯৫৪)

❑ **জীবনানন্দ দাস-এর কাব্যগ্রন্থঃ**

মহাপৃথিবীর এই রূপসী বাংলার বনলতা সেন সাতটি তারার তিমির রাত্রিতে বেলা অবেলা কালবেলায় ধূসর পাণ্ডুলিপির মত ঝরে পড়ল।

মীর মশাররফ হোসেন (কুষ্টিয়াঃ ১৩ নভেম্বর ১৮৪৭-১৯ নভেম্বর ১৯১১)

❑ **মীর মশাররফ হোসেন-এর উপন্যাসঃ**

রাজিয়া খাতুন রত্নাবতীর বিষাদ সিন্ধু লিখিত বাঁধাখাতা গাজী মিয়ার বস্তানীতে উপস্থাপন করলেন, আসলে এটা কি উদাসীন পথিকের মনের কথা নাকি নিয়তি কি অবনতি।

❑ **মীর মশাররফ হোসেন-এর নাটকঃ**

জমিদার দর্পণে বসন্ত কুমারী বেহুলার ছবি ভেসে ওঠে। নিয়তির কি অবনতি জমীদারের গীতাভিনয়ের বাঁধা খাতা ফাঁস (কাগজ)। তখন প্রজারা বলে একি, ভাই ভাই এইতো চাই।

কায়কোবাদ (ঢাকা: ১৮৫৭-১৯৫১)

❑ **কায়কোবাদঃ** কুসুম কানন এর শিব মন্দির এ বসে শ্রাবন্তি মহাশ্মশান ঘাটের শ্মশান ভস্ম এর দিকে তাকিয়ে বিরহ বিলাপ করতেছিল এবং তার চোখ দিয়ে অমিয় ধারায় অশ্রু মালা ঝরতেছিল।

শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬)

❑ **শামসুর রহমান-এর কাব্যগ্রন্থঃ**

রৌদ্র করোটিতে নিজ বাসভূমে বসে শামসুর রাহমান শুনতে পান প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে দুঃসময়ের মুখোমুখি হওয়া দেশ দ্রোহিরা গৃহযুদ্ধের পর বন্দী শিবির থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু হরিণের হারে নয় এক ফোটা কেমন অনলে বিধ্বস্ত নীলিমা আজও বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ/উপন্যাস/গল্পগ্রন্থ/অনুবাদ গ্রন্থ/বাজেয়াপ্ত বইসমূহ

❑ **কবিদের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থঃ**

শামসুর রাহমানের প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে কাব্যগ্রন্থে নায়কের অভিনয় করেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই আর নায়িকার অভিনয় করেন জসীম উদ্দীনের মেয়ে রাখালী এবং ফররুখ আহমেদ অভিনয় করেন সাত-সাগরের মাঝির অপর একটি কাহিনীতে মধুসূদনের মেয়ে তিলোত্তমা কে কলেজ থেকে সুকান্ত ভট্টাচার্য ছাড়পত্র প্রদান করতে চাইলে নজরুলের মেয়ে অগ্নিবীনা প্রতিবাদ জানায় এবং ঘটনাটি অমীয় চক্রবর্তী খসড়া করেন।

❑ **লেখকদের প্রথম প্রকাশিত প্রথম উপন্যাসঃ**

নজরুলের বাঁধনহারা ছেলেটিকে রবি ঠাকুর করুণা করলে আবু ইসহাকের সূর্যদীঘল বাড়িতে শরৎচন্দ্রের বড়দিদিকে বিয়ে করতে পারে এবং বিয়ের দিন বঙ্কিমের মেয়ে দুর্গেশ নন্দিনী, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর লালসালু, হুমায়ুন আহমেদের নন্দিত নরকে, বেগম রোকেয়ার পদ্মরাগ এবং মীর মশাররফ হোসেনের রত্নাবতী উপন্যাসগুলো তাদের উপহার দেন।

❑ **লেখকদের প্রথম প্রকাশিত প্রথম গল্পগ্রন্থঃ**

প্রমথ চৌধুরীর কাছে চার ইয়ারী কথা শুনে রবি ঠাকুর ভিখারিনী বেশে শরৎচন্দ্রের সাথে মন্দিরে পূজা দিতে গেল।

❑ **বিভিন্ন লেখকদের বাজেয়াপ্ত বইসমূহঃ**

শরৎ বাবুর পথের দাবি উপন্যাসটিতে তসলিমা নাসরিন প্রেম নিয়ে ছিনিমিনি খেলা করে দ্বিখন্ডিত করে ইসমাইল সিরাজীর জীবন। তাই তার মনে অনল প্রবাহ বইছে। এজন্য হুমায়ুন আজাদ নারীদের ঘৃণা করে।

❑ **অনুবাদ গ্রন্থসমূহঃ**

বাল্মীকির'র রামায়ণ রচনার কীর্তি ই চন্দ্রাবতী'র মন কেড়ে নেয়।
বেদব্যাস ভাগবত রচনা করায় শ্রীকৃষ্ণ বিজয় মালাধর বসু অনুবাদ করে।
জামী ইউসুফ জোলেখা'র ছেলে গরীবুল্লাহ কে বলল হাস (হাকিম+সগীর)

বিভিন্ন প্রকার শব্দ

❑ **তৎসম (সংস্কৃত) শব্দঃ**

পর্বত ও নদী অঞ্চলে সুন্দর বৃক্ষলতা ও পুষ্প পদ্যের গৃহ দেখা যায়, সেখানে তাপসী তরুণী ও মানব কন্যা বর্ষার রাত্রিকে নৌকায় চন্দ্রকে সাক্ষী রেখে নৃত্য করে এবং সকাল বিকাল চর্মকার স্বামী ও সম্রাট প্রখর সূর্যের নীচে তাদের জীবন মৃত গৃহিণীকে বৈষ্ণব সাজিয়ে ধর্ম কর্ম করে মুক্তি লাভের চেষ্টা করে।

❑ **অর্ধতৎসম (আধা সংস্কৃত) শব্দঃ**

*ছেরাদ্দের নেমন্তনে গিয়ে বোষ্টম ও যজ্ঞি কেষ্ট চন্দনের গিন্নী জ্যোছনাকে কুচ্ছিত বেরাক্রণ অবস্থায় দেখতে পেল।

*বোষ্টম ও যজ্ঞি কেষ্ট ছেরাদ্দের নেমন্তনে গিয়ে চন্দনের গিন্নী জ্যোছনাকে কুচ্ছিত বেরাক্ষণ অবস্থায় দেখতে পেল।

❑ **তদ্ভব (তৎ=তা; ভব=উৎপন্ন) শব্দঃ**

চাঁদের মা সাঁঝের বেলায় সাপের মাথায় হাত বুলায়; কাঠের কোণে ঘি ঢেলে চামার কামার পায়ে হেঁটে চলে যায়।

❑ **দেশি শব্দঃ**

ঢাগর-ডাগর ছেলেরা নেড়া হয়ে ধুতি ও টোপর পরে চোঙগা ডিঙ্গিতে চড়ে লাঠি ঝাটা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে কুড়ি গাড়ি ডাব তেঁতুল ঝিঙা নিয়ে গঞ্জে যায়। ওদিকে আবার বাড়ির চুলার পাশে খোকা-খুকিরা খোপা নাড়িয়ে ঢেঁকির কুলায় ধান ঝাঁড়ে।

❑ **পর্তুগীজ শব্দঃ**

*পর্তুগীজ গীর্জার পাদ্রি ও বোবা কেরানী মিস্ত্রি কামরার জানালার ধারে বসে আয়ার সাথে বৈশাখী আচার-আলাপের সময় পিস্তল ঠেকিয়ে তোয়ালে দিয়ে বেধে গুদামের চাবি ফিতা কেঁড়ে আনারস পাউরুটি ও সাবান নিয়ে গেল।

*এক পর্তুগীজ পাদরি, বালতির ভিতর আনারস, আলপিন, পাউরুটি নিয়ে গির্জার গুদামে চাবি দিয়ে রাখল, কেরানী আলমারী ভেঙ্গে কামরার জানালা দিয়ে তা দেখল।

*এক পর্তুগিজ পাদ্রি মিস্ত্রি সেজে গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে আলকাতরা, ইস্পাত পেরেক আলপিন দিয়ে কাজ করে সাবান দিয়ে গোসল করল এবং ইস্তিরি করা তোয়ালে দিয়ে গা মুছে শার্টের বোতাম লাগিয়ে পাউরুটি খেয়ে বালতির ভিতর আনারস, আতা, পেঁপে, পেয়ারা, কপি নিয়ে গির্জার গুদামে চাবি দিয়ে রাখলো। কিন্তু কেরানি আলমারি সরিয়ে মিস্ত্রি এনে তাকে পিস্তল ও বোমার ভয় দেখিয়ে কামরার জানালা ভেঙ্গে গির্জার মধ্যে প্রবেশ করল। বোমার শব্দ যাতে কানে না লাগে সেজন্য ফর্মা ফিরিঙ্গি ফিতা পরিহিত ফালতো লোক বেহালার সুর তুলে নৃত্য করতে লাগল।

❑ **ফরাসি শব্দঃ**

*ফিরিঙ্গির প্রোগ্রামে ফরাসী রেস্তোরাঁর ডিপোতে রেনেসাঁ বিস্কুটের পরিবর্তে কার্তুজ কুপন পাওয়া যায়।

*ওলন্দাজ ও দিনেমারের বুর্জোয়া ছাত্ররা আতাঁত করে কার্তুজ নগরীর ডিপো ক্যাফে গ্যারেজ রেস্তোরাঁ সর্বত্র কুপন ছাড়লো।

❑ **ওলন্দাজ শব্দঃ**

ইস্কাপন, রুইতন, হরতন, তুরুপ, টেক্কা।

❑ **পাঞ্জাবি শব্দঃ**

তারকা শিখদের পাঞ্জাবীর চাহিদা বেশি।

❑ **গুজরাটি শব্দঃ**

হরতালের জয়ন্তীতে গুজরাটে খদ্দর পাওয়া যায়।

❑ **হিন্দী শব্দঃ**

*জঙ্গলের কমলা আন্দাজে ওজন দেওয়াতে হিন্দুর বাচ্চা সাথীর চেহারা ঠান্ডা পানিতে খিল হয়ে গেল।

*চামেলি মিঠাই খেয়ে কমলা রঙের জামা পরলে তাকে বাচ্চার মত দেখাচ্ছিল। এমন সময় তরকারি ওয়ালা ছিনতাই করতে এলে চামেলি তাকে ডেরা করে পানিতে ফেলে দিল। টহল পুলিশ বার্তা পেয়ে জলদি ধরতে এলে তাদের ফালতু বলে ঠান্ডা মেরে চাহিদা মত পুরি খাওয়াল।

❑ **তুর্কি শব্দঃ**

*উর্দুভাষী পুলিশ দারোগা বাবু আলখেল্লা পরে সওগাঁত বাহাদুর দাতা কুলি তোপের লাশকে গালিচায় ফেলে চাকরের বোচকা চাকু কাঁচি দ্বারা কেটে বাবুর্চিকে দিয়ে কোর্মা বানিয়ে খেয়েছে। [বাবু: বাবা, বাবু]

*তুর্কি দারোগার তোপের মুখে বাহাদুর দাদা চাকরকে বাবুর্চির চাকু দিয়ে লাশ কাটতে বললেন।

*মোঘল খান বাহাদুরের লাশ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এক উর্দি পরা কোঁতকা দারোগা কঞ্চি হাতে লাশ তালাশ করছিল। তালাশ করে সে খুঁজে পেল চাকু, কাঁচি যা চকমক ঝকমক করছে। চিকের আড়ালে বাবুর্চি খাঁ সাহেবের খোকার জন্য কোর্মা রান্না করছিল। দারোগা বাবুর্চিকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, আপনি আমার দাদা ঠাকুর, বাবা সওগাত আমি কিছুই জানি না। এখানে বাস করে চাকর, কুলিরা। আপনি তোপ দেন, তারা কাবু হয়ে সব বলে দিবে।

❑ **আরবি শব্দঃ**

*ইসলামের প্রথম স্তম্ভ ঈমান। আল্লাহ কোরআনে ও নবী হাদিসে হালাল-হারাম, ওযু গোসল - তায়াম্মুম, তওবা-তসবীহ, হজ্জ-যাকাত-কোরবানি, জান্নাত-জাহান্নাম ও কিয়ামত সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছেন।

*আলেমগণ ঈদের দিন জান্নাতের কথা চিন্তা করে আল্লাহর উপর ঈমান এনে ওযু গোসল করে হজ্জ যাকাত কুরবানি শেষে কুরআন হাদিস পড়ে তওবা তসবি নিয়ে উকিল মোক্তারসহ মহকুমার আদালতে গিয়ে এলেম শিক্ষা দেয়ার জন্য ইনসানের সাথে ওজর করল; এজলাসের মুনসেফ কিয়ামতের কথা ভুলে গিয়ে জাহান্নামকে বাকিতে রেখে হালাল হারাম না দেখে ইসলামি কিতাবের নিয়ম কানুন না পড়ে দোয়াত কলম দিয়ে গায়েবি কেচ্ছা কাহিনি বলে নগদে প্রস্তাব খারিজ করে রায় দিল।

❑ **ফারসি শব্দঃ**

*নামাজ রোজা পালন না করলে গুনাহ হয়। তাই পয়গম্বরদের কথা না মানলে ফেরেস্তারা খোদার আদেশে বেহেশতের পরিবর্তে দোযখে নিয়ে যাবে।

*নামাজ রোযা না করলে গুনাহ হয়, তাই বেহেস্তে যেতে পারবে না। তখন পয়গম্বর ও ফেরেস্তারা খোদার নির্দেশে দোযখে নিয়ে যাবে।

*বাদশাহ ও বেগম একদা দরবারে এক বান্দাকে সরকারি (সরকার) চাকুরি দিতে চাইলেন। কিন্তু সে মেথর সম্প্রদায়ের লোক হওয়ায় দফতরে'র কয়েকজন বদমাস জানোয়ার বলে হাঙ্গামা শুরু করলেন। এতে বাদশাহ দস্তখতকৃত নালিশ গ্রহণ করে তাদের বরদাশত না করে জামদানি বখশিশের পরিবর্তে বরখাস্ত করলেন এবং জল্লাদকে বললেন আদমিদের জিন্দা-গর্দান কাটা হোক।

*কারিগররা চশমা তৈরি করে কারখানায়। কারখানাটি ঢাকার গুলশানে অবস্থিত। চশমা বিক্রি করে বাজারের দোকানে। কারিগর চশমা তৈরির জন্য কাঁচামাল আমদানি করে এবং ভালভাল চশমা রপ্তানি করে। আর এই চশমা সে খুচরা ও পাইকারি দুই ভাবেই বিক্রি করে।

*জামাই বিয়ে করার সময় পাজামা পাঞ্জাবি পরে মুখে রুমাল দেয়। বিয়েতে মোরগ পোলাও মুরগীর রোস্ট বিরিয়ানী জর্দা দেয়া হল। জামাই এসব না খেয়ে সাগরেদদের শানাই বাজাতে বলে আপন মনে আলু তরমুজ শালগম ও মরিচের সবজি খাওয়া শুরু করল।

❑ **যৌগিক শব্দঃ**

*মধুর পড়ুয়া গায়ক কর্তব্য না করে বাবুয়ানা ভাব করে দৌহিত্রকে নিয়ে চিকামারতে গেলেন।

*পিতৃহীন মিতালি চিকামারতে গিয়ে কর্তব্য পালন না করে বাবুয়ানা ভাব করায় দৌহিত্র নিজেই যান এবং এক গায়কের মধুর কণ্ঠের গান তন্ময় হয়ে শোনে।

❑ **রুঢ়/রুঢ়ি শব্দঃ**

*তেলে ভাজা সন্দেশ খেয়ে এক প্রবীণ গবেষণা করে আজ পাঞ্জাবী পরে হস্তীর পিঠে চড়ে দারুণ বাঁশি বাজায়।

*একদা এক প্রবীণ গবেষণা ছেড়ে তেলে ভাজা সন্দেশ খেয়ে পাঞ্জাবি পরে হস্তীর পিঠে চড়ে বাঁশি বাজাতে লাগলেন।

❑ **যোগরুঢ় শব্দঃ**

রাজপুত পঙ্কজ মহাযাত্রায় গিয়ে জলধির কাছে দৈবৎ হয়ে রইলেন।

অথবাঃ রাজপুত পঙ্কজ সরোজকে জানিয়ে দিলেন যে তিনি অন্ন ধ্বংস না করে মন্দির ছেড়ে বলদ নিয়ে জলধির দিকে মহাযাত্রা করবেন।

❑ **বাংলা উপসর্গ (২১টি)ঃ**

অজ অঘা ইতির রামের কু হাসুনি স বি সা, অভাবে অনাদরে, আব আড় পাতি ভরে, উনিশ আঁকড়া কদবেল আনালো।

❑ **তৎসম উপসর্গ (২০টি)ঃ**

অধিপতি আ সু বি নি অভি অপি অনু ও অবনির প্রতি সম্পূর্ণ অপকর্ম শেষে অতি উৎসাহ দূর করে পরিশেষে উপদ্বীপে প্রভাত পরাজয় মেনে নিলেন।

❑ **ফারসী উপসর্গ (২০টি)ঃ**

বদমেজাজী বেয়াদব বশিরের পাল্লায় নাবালোক ফিরোজ কারখানায় দরখাস্ত করেছে। কম বয়সের কারণে নিমিষেই তা বরখাস্ত হয়েছে।

❑ **আরবি উপসর্গঃ**

বাজে আম খাস লা গর খয়ের।

❑ **ইংরেজি উপসর্গঃ**

হেড সাব হাফ ফুল।

❑ **ভাববাচক বিশেষ্যঃ**

স্বর্ণা তার বন্ধুর গমন দেখা শোনার কাজ দর্শন করিয়া ভোজন শেষ করে গভীর রাতে একা একা শয়ন করিলেন।

❑ **সকল কারকে ৭মী বিভক্তিঃ**

সূত্রঃ পাগুটা দীপতি

ব্যাখ্যাঃ পা= পাগলে কিনা বলে। গু= গুরুজনে ভক্তি কর। টা= টাকায় কিনা হয়। দী= দীনে দয়া কর। প= পরাজয়ে ডরে না বীর। তি=তিলে তৈল আছে।

☛ **উন্নত প্রাণীবাচকে মনুষ্য শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দঃ**

জনগণ শিক্ষক বৃন্দকে বললেন যে, আপনারা আপনাদের বেতন বৃদ্ধির জন্য পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলীর কলামে লেখার মাধ্যমে মন্ত্রীবর্গের কাছে আবেদন করুন।

গণ, বৃন্দ, মন্ডলী, বর্গ।

❑ **কিছু শব্দে সব সময় 'ষ' হয়ঃ**

ভাষা মাষা ষাট আষাঢ় ষন্ড
কষিত পাষূণ ইষু পাষন্ড
কষায় কাষায় কাষ্ট কষ্ট
আভাষ বাষ্প মওসিক আষ্ট
পৌষ পুষ্প শষ্প ভাষ্য

❑ **কিছু শব্দে সব সময় 'ণ' হয়ঃ**

চাণক্য মাণিক্য গণ- বাণিজ্য লবণ মণ
বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা।
কল্যাণ শোণিত মণি- স্থাণু গুণ পণ্য বিণী
ফণী অণু বিপণী গণিকা
আপণ লাবণ্য বাণী- নিপুণ ভণিতা পাণি
গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ
চিক্কণ নিক্কণ তৃণ- কফোণি বণিক গুণ
গণনা পিণাক পণ্য বাণ।

❑ **বাংলা বানান মনে রাখার কৌশল ঃ**

দেশ, ভাষা, জাতির নামে কার হয় 'ই'
অপ্রাণী, ইতরপ্রাণী তা-ও জেনেছি,
উভয় ক্ষেত্রে ই-কার নিশ্চিত জানি
সংস্কৃতের স্ত্রীবাচক ঈ-কার মানি।
বিদেশি শব্দে 'ষ' হবে না কখনো
তৎসম ভিন্ন শব্দে 'ন' হয় জেনো,
রেফ থাকলে বর্ণে দ্বিত্ব না- হয়
অন্তে বিসর্গ বর্জন জানবে নিশ্চয়।
জগৎ-বাচক- বিদ্যা-ত্ব-তা নী-ণী, হলে
শব্দান্তের 'ঈ'-কার হয় পন্ডিতেরা বলে।

English

❑ কিছু শব্দের বানান মনে রাখার টেকনিকঃ

সূত্রঃ Lieutenant (লেফটেনান্ট) ও Mymensing (ময়মনসিংহ) বানান মনে রাখার টেকনিক। মিথ্যা তুমি দশ পিঁপড়া ও আমার মানুষেরা গান গায়।

ব্যাখ্যাঃ মিথ্যা=Lie; তুমি=u; দশ=Ten; পিঁপড়া=Ant; আমার=My; মানুষেরা=Men; গান গায়= Sing.

❑ কিছু গুরুত্বপূর্ণ Common Noun-এর ছন্দঃ

আমি student তাই, pen, book নিয়ে table এ chair নিয়ে বসলাম grammar পড়ব কিন্তু teacher আমাকে fish, bee, cow, sheep, rever, elephant, city এবং country সম্পর্কে পড়তে বললেন। হঠাৎ public, people আর soldier রাস্তায় বের হল কারণ capital এ robber, king ও বের হল। কারণ চোরটি fashion করে flute বাজিয়ে infant নিয়ে river এর দিকে যাচ্ছিল।

❑ যে শব্দগুলি সর্বদা Uncountable Noun হিসেবে ব্যবহৃত হয়ঃ

সূত্রঃ একজন সৎ ও জ্ঞানী রাজা একজন সাহসী Traffic কে একটা Homework করার উপদেশ দিল। কাজটা ছিল অবসর সময়ে ছেলেমেয়েদের চুলের দ্বারা রুটির উপর কবিতা লিখে একটি Furniture তৈরি করতে হবে। যাতে Scenery ভালো হয়। Permission পেয়ে সে ভাগ্যবান মনে করে Baggage ও Luggage নিয়ে কিছু Machinery কিনার জন্য Jwellary তে গেল। গিয়ে সংবাদ পেল যে, প্রতিকূল আবহাওয়া ও টাকার অভাবে তার কাজটা নষ্ট হয়ে গেছে। Information পেয়ে রাজা তার এ ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে তার শস্য বাজেয়াপ্ত এবং গান গাওয়া বন্ধ করলেন।

ব্যাখ্যাঃ সততা= Honesty; জ্ঞান=Knowledge; সাহস= Courage; উপদেশ=Advice; কাজ=Work; অবসর= Leisure; সময়= Time; ছেলেমেয়ে= Offspring; চুল= Hair; রুটি= Bread; কবিতা= Poetry; ভাগ্য= Luck; সংবাদ= News; আবহাওয়া= Weather; টাকা= Money; অভাব= Poverty; নষ্ট= Damage; ব্যবহার= Behaviour; রাগ= Anger; শস্য= Corn; গান= Music.

বি:দ্র: উপরের ইংরেজিগুলোও অন্তর্ভূক্ত হবে।

❑ Collective Noun-এর টেকনিকঃ

Congress তার একটি সংস্থার (Organization) Committee গঠন ও Council ঘোষণা করবে। যার নাম Chorus, Corporation, Company তাই Class এর সামনে শ্রোতাবৃন্দ (Audience) ভীড় (Croud) করেছে। Faculty এর পক্ষ থেকে নিজস্ব Family এর Band দল নিয়ে Team গঠন করা হয়েছে। Government এর পক্ষ থেকে Majority% Public ও Police নিয়ে Jury Board গঠন করা হয়েছে।

অথবাঃ আমাদের school, class, committee, libraryতে হঠাৎ army, police, team, infantry নিয়ে হাজির কারণ jury এবং audience আমার familyকে বলেছে আমি cattle, flock, herd আর pack চুরি করেছি এবং আমার gang আছে। আমি group, meeting করি এবং navy, party আমার কাছে crowd করে।

- **Runa es good থাকলে Present Indefinite Tense হয়ঃ**

  R= Regularly; U= Usually; N= Normally; A= Always; E=Everyday/ Every year/ Every Week/ Every Mouth; S= Sometimes; G= Generally; O= Often; O= Occationally; D= Daily.

- **Factitive Verb সমূহঃ**

  নিয়োগপ্রাপ্ত লোকদের ভিতরে কিছু নাম চিহ্নিত করে রাজা নির্বাচন করা হবে। একজন বিশ্বাসী লোক আমাকে বোকা বানানোর কথা চিন্তা করে আমার কাছে এ কথা বলল, আমি ঘোষণা করলাম যে, আমি মনে করি এটা ঠিক নয় এবং এটা প্রমাণ করলাম।

  নিয়োগ= appoint; নাম= name; চিহ্ন= level; রাজা=crown; নির্বাচন=elect; বিশ্বাস= believe; বানানো=make; চিন্তা করা= consider; বলা= call; ঘোষণা করা= declare; মনে করা= mind; প্রমাণ করা= prove.

  *To এর পরে সাধারণত Verb এর Base form বসে। কিন্তু কিছু verb phrase রয়েছে যেগুলো পরবর্তী verb এর সাথে ing যুক্ত হয়। যেমনঃ- look forword to, object to, with a view to, contrabute to, accustomed to ইত্যাদি।

  *The man was hanged/hung for the murder. কোনটি সঠিক?

  সঠিক উত্তর হবে- hanged

  কারণ ফাঁসি দিতে হলে দেহের এক প্রান্তে (অর্থাৎ শুধুমাত্র গলা রশিতে ঝুলাতে হয়) পরিবর্তন হয়। আর কোন কিছু ঝুলাতে হলে মাঝে বাঁধতে হয় সে জন্য ফাঁসির ক্ষেত্রে শেষে এবং ঝুলানোর ক্ষেত্রে মাঝে পরিবর্তন করতে হয়।

- **কিছু Intransitive ও Transitive মনে রাখার টেকনিকঃ**

  যা লিখতে দ্বিতীয় অক্ষর (i) প্রয়োজন সেটা Intransitive অন্যটি Transitive যেমনঃ-

Intransitive	Transitive
rise	raise
sit	set
lie	lay

- যে Verbগুলোর পরে দ্বিতীয় Verb আসলে তা Object হিসেবে Infinitive বসে, তাহলো-

  আমার পিতা অনেক আশা করে আমাকে লেখা-পড়া শিখানোর জন্য এখন থেকে আরম্ভ করে চালিয়ে যেতে বললেন। তার আশা পূরণের জন্য পরিকল্পনা করলাম। তার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমার অবহেলার কারণে তিনি আমাকে আমার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

  ব্যাখ্যাঃ- আশা করা= hope; শেখা= learn; আরম্ভ করা= bigin; চালিয়ে যাওয়া=continue; পরিকল্পনা করা= plan; ইচ্ছা করা= intend; অবহেলা করা=neglect; প্রতিজ্ঞা করা=promise; স্মরণ করা=remember.

- যে Verbগুলোর পরে দ্বিতীয় Verb আসলে তা Object হিসেবে Gerund বসে, তাহলো-

  আমি মনে করি যে, সে অনেক চেষ্টা করেও তার কাজ শুরুই করতে পারে নাই। আমি প্রথমে শেষ করে প্রশংসা অর্জন করেছি। সে এ কথা অস্বীকার করলেও সে স্বীকার করতে বাধ্য যে, প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বে ও তার কাজ মাঝ পথে স্থগিত হয়েছে।

  ব্যাখ্যাঃ মনে করা= consider; চেষ্টা করা= try; শুরু করা= start; শেষ করা= finish; প্রশংসা করা= appreciate; অস্বীকার করা= deny; স্বীকার করা= admit; প্রবল ইচ্ছা করা=intend; স্থগিত করা= postpone.

Boighar & IUD ইউজি টেকনিক □ চ০ বইঘর.কম

Some Prepositions of Place

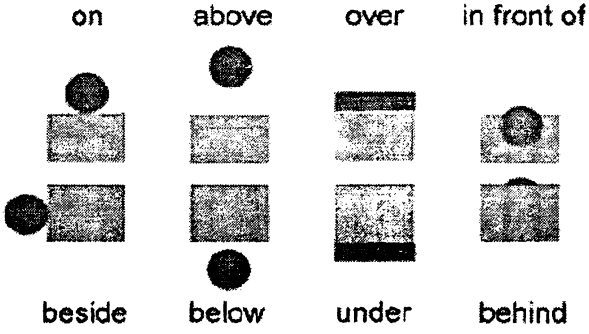

There is a cup **on** the table.
The helicopter hovered **above** the house.
The police placed a sheet **over** the body.
He stood **in front of** the door and rang the bell.
Ram sat **beside** Tara in the cinema.
A small stream runs **below** that bridge.
He put the key **under** the doormat.
He put his hands **behind** his back.

Some Prepositions of Time

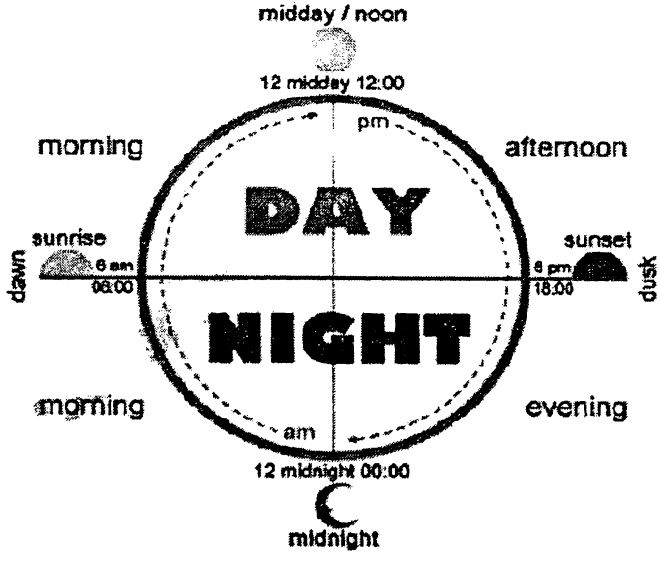

He has coffee **in** the morning,
tea **in** the afternoon and wine **in** the evening.
I work **during** the morning/afternoon/evening/day/night.
Let's meet **at** 6pm.
The clock strikes twelve **at** midday/noon/midnight.
The condemned man was shot **at** sunrise/dawn.
The street lights come on **at** sunset/dusk.
We can see the stars **at** night.